প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 409
1 July 2015
USPS No. : 020877
ISN : 1542 5657

# সংবাদ বিচিত্রা

# SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪৪ তম বর্ষ | ১৫ আষাঢ় ১৪২২ | ১ জুলাই ২০১৫

## ডিজিটাল হাইওয়েতে ভারতকে ছোটানোর স্বপ্ন নরেন্দ্র মোদীর

কেমন হবে নতুন ভারতের ছবি? ব্যাখ্যাটা দিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। ই-গভর্নেন্স থেকে আমাদের পৌঁছে যেতে হবে এম-গভর্নেন্সে। তার পরেই লঘু চাপে মন্তব্য, এই এম-এর অর্থ কিন্তু মোদী নয়, মোবাইল!

ভারতের কেন্দ্র, রাজ্য ও পঞ্চায়েতগুলি নিয়ে যে ত্রিস্তরীয় শাসন ব্যবস্থা, তার ভোল পাল্টে দিতে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন মোদী। ভাবনাটা এমন যে বিশ্বের সব থেকে বড় গণতন্ত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক লেনদেন থেকে শুরু করে যাবতীয় সরকারি কাজকর্ম জুড়ে যাবে ডিজিটাল পরিকাঠামোয়। সহজ হয়ে যাবে শিল্প-বাণিজ্যের রাস্তাটাও। আর প্রত্যন্ত গ্রামের পঞ্চায়েতও ডিজিটাল যোগসূত্র সম্পর্ক গড়বে বাকি পৃথিবীর সঙ্গে। ২০১৯-এর মধ্যে দেশের আড়াই

এরপর ৪ পাতায়

**IMPORTANT NOTICE FOR ALL CAB MEMBERS**

WE NEED TO UPDATE YOUR INFORMATION SO THAT WE CAN CONTACT YOU FOR FUTURE CAB ACTIVITIES.

PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION AS SOON AS POSSIBLE TO :
chittasaha@hotmail.com

FULL NAME :

FULL ADDRESS :

PHONE NO :

E-MAIL ADDRESS :

## যোগের চাহিদা বাড়ছে

গৌতম হোড়, নয়াদিল্লি

শুধু স্বাস্থ্যরক্ষা বা মানসিক চাপ কাটানোর হাতিয়ারই নয়, যোগ এখন ভারতের সামনে কর্মসংস্থান ও বাণিজ্যের নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। কারণ, সমীক্ষা বলছে, আর বছর দুয়েকের মধ্যে যোগ প্রশিক্ষকদের চাহিদা দেশে এবং বিদেশে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বাড়বে। এখনই বিশ্ব জুড়ে কয়েক কোটি মানুষ যোগাভ্যাস করেন। অদূর ভবিষ্যতেই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যোগভিত্তিক হেলথ ক্লিনিক, আয়ুর্বেদ রিসর্ট, হলিডে ক্যাম্প, কর্পোরেট প্রশিক্ষণ এ সব বিপুল ভাবে বেড়ে যাবে। ভারতে ব্যাপক ভাবে যোগ পর্যটন শুরু হবে। এর ফলে যোগের বাজার কয়েক হাজার কোটি ডলারে গিয়ে পৌঁছবে। যেমন কর্মসংস্থানের জোয়ার আসবে, তেমনই বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বেড়ে যাবে বহুগুণ।

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে মাথায় রেখে একটা সমীক্ষা চালিয়েছিল বণিকসভা অ্যাসোচেমের হেলথ কাউন্সিল। তাঁদের সমীক্ষা বলছে, বিশ্বজুড়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চাপ বাড়ছে, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে, হতাশা ও বিষাদ। শরীর ও মনের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যোগ তাঁদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। সে জন্যই অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বজুড়ে যোগের রমরমা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে আধুনিক জীবনধারনের ফলে যে চাপ তৈরি হচ্ছে, সে জন্যই মানুষ বেশি করে যোগের প্রতি ঝুঁকছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট বলছে, বিশ্বে এখন প্রায় ৩৫ কোটি মানুষ বিষাদে ভুগছেন। তাঁদের এই বিষাদ ও হতাশায় ডুবে থাকার ফলে কর্মস্থলে তার প্রভাব পড়ছে। তাঁদের কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে সবথেকে বেশি চাহিদা বাড়তে চলেছে যোগ প্রশিক্ষকদের। বিশ্বজুড়েই প্রশিক্ষকদের চাহিদা বাড়ছে। তাঁদের আয়ও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এখন তো অভিজ্ঞতা ও সংস্থা অনুসারে প্রশিক্ষকরা ঘণ্টায় ৪০০ টাকা থেকে শুরু করে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত আয় করেন। কিন্তু যোগ ব্যায়ামের এই বাড়বাড়ন্তকে পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে অ্যামাজনের মতো ই-কমার্স সাইটগুলি। অ্যামাজন জানিয়েছে, গত ছ'মাসে তাঁর যোগ সম্পর্কিত জিনিসের বিক্রি ৪০০ শতাংশ বেড়েছে। যোগ ম্যাট, যোগাভ্যাসের জন্য জরুরি পোশাক, বই, ডিভিডি হু হু করে বিকোচ্ছে। তাতে উৎসাহিত হয়ে তাঁরা একটা আলাদা 'যোগা স্টোর' খুলছে। আরও

এরপর ১৭ পাতায়

## ঘুমন্ত দার্জিলিংয়ে ধসে মৃত ৩৬

সঞ্জয় চক্রবর্তী ● দার্জিলিং

বিপর্যয়ের আশঙ্কা ছিলই। বর্ষার শুরুতেই সেই আশঙ্কা সত্যি হল। মঙ্গলবার রাতে পাহাড় জুড়ে তুমুল বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির সঙ্গেই নামে ধস। এলোপাথাড়ি ধসে পড়ে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সকলেই তখন ছিলেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কার্শিয়াং মহকুমার মিরিকেই মারা গিয়েছেন অন্তত ২৭ জন। কালিম্পঙে মৃতের সংখ্যা ৭। বাকি দু'জনের মৃত্যু হয়েছে সুখেয়পোখরি এবং গোরুবাথানে। নিখোঁজ বহু। পাহাড়ে এত বড় ধস কবে নেমেছে, মনে করতে পারছেন না প্রবীণ বাসিন্দারাও। অসংখ্য বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৃতের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। রাতেই তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে দার্জিলিঙের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারও মৃতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। ধস এতটাই ভয়াবহ যে, পাহাড়ের মানুষ আতঙ্কে কাঁপছেন। কার বাড়ি কখন ভেঙে পড়বে কয়েক শো ফুট নীচে, সেই আশঙ্কায় ঘুম ছুটেছে পাহাড়বাসীর। দার্জিলিঙের পুলিশ সুপার অমিত পি জাভালগি বলেছেন, 'সন্ধে পর্যন্ত ২৯ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। বেশ

এরপর ২৩ পাতায়

# Cultural Association of Bengal Distinguished Service Award

## Kajal Sarkar

Kajal Sarkar is a well-known community leader in the tristate area and as CAB President he led 2012 Banga Sammelan. Besides, he is very well versed actor and director of Theatre. He holds the prestigious Diploma of National School of Drama(New Delhi, India). He learned various aspects of Acting and Direction from legendary Drama Personalities such as Badal Sircar, Girish Karnad, Prasanna, Jaydev Hattangadi, Shyama Prasad Jalan, Ratan Thiyam, Barry John and others. He acted in various dramas and directed 27 plays in India and USA. He organized and hosted many cultural programs in USA (both local and overseas talents) A technical expert on Audio, Video, Lighting and stage crafts – Supervised all technical matters for NABC 2005 held at New York City and NABC 1995 held at Westchester County. He led the CAB team during NABC 2012 at Las Vegas and NABC 2014 at Orlando. He holds degrees in mechanical engineering and MBA and works in IT leadership position in a multinational corporation. He started as a grass root worker of CAB and rose to the position of President of CAB. Nearly last 28 years he served CAB in various positions like General Secretary, Vice-President and President. At present he is member of BOT of CAB. His other community activities like organizing Durga Puja and fund raising for various reasons are worth mentioning

## Mrs. Sarbari Gupta

Mrs. Sarbari Gupta is the founder and Editor-in-Chief of Dukool Magazine, a Bengali-English literary and cultural magazine published monthly in the U.S. and circulated both nationally and internationally. The magazine covers literature, cultural trends and topics, travel, and the arts. Mrs. Gupta created Dukool with the goal of producing a high quality bilingual Bengali and English arts and cultural magazine and a platform for the exchange of creative ideas around the world. The magazine's dual content form has both a Bengali language and English language side. As such, Dukool is the only magazine of its kind.

Mrs. Gupta graduated from Bethune College, Calcutta University. Thereafter while pursuing her master's degree at Presidency College, she joined WBCS and worked there for 2 years. During her stay in Calcutta, she was a featured artist for Rabindra Sadan and was also an invited contributor to the Akashbani. She has been living in the U.S. for the last 20 years,with her husband Dr. Pragyabrata Gupta during which time she helped set up and manage a successful medical practice

## Dr. Sumita Chowdhury

Dr. Sumita Chowdhury has a long career of extensive medical work focusing especially on cardiovascular health issues and preventive medicine. Dr. Chowdhury is bringing her efforts in this area to our community by organizing the first World Congress on Preventive Healthcare as part of the 2015 North American Bengali Conference (NABC) here in Houston. Dr. Chowdhury has brought together Professors from top universities including Stanford, Harvard, and Yale at this 2015 NABC event, where they will be discussing issues related to cardiovascular disease and preventive health care with a special focus on the South Asian community. Dr. Chowdhury's efforts in this regard are of special importance to our NABC community because South Asians suffer a much higher health risk of cardiovascular disease than Caucasians, and indeed South Asian immigrants living in the United States have a much higher risk of heart disease than any other immigrant population. Accordingly, Dr. Chowdhury has also helped organize a Cardiovascular Registry to be inaugurated during the World Congress on Preventive Healthcare at 2015 NABC, where free health screenings will be available for our entire NABC community. These screenings will help to predict risks of heart attacks and stroke, and will help to advance science research overall as they can help in the analysis of what factors lead to worse health outcomes in our community. Leadership from the American Heart Association (AHA) and the President of the American Association of Physicians of Indian Origin (AAPI) will attend to inaugurate the Registry and provide support. Dr. Chowdhury did her residency and fellowship at Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School and is a Fellow of the American College of Cardiology. She is also an alumnus of Wharton Business School. She has a wide array of publications and conference presentations in the areas of cardiovascular and preventive healthcare. Dr.Chowdhury is president and CEO at Preventive Med Center, her medical practice in Houston

# অরোরা : শতবর্ষ পেরিয়ে ফিরে দেখা

গত শতকের ঘটনা, প্রায় গল্পকথার মতোই! এ শহরে খোলা আকাশের নীচে তাঁবু খাটিয়ে ছবি দেখানো হত। বিয়েতে বা কোনও বনেদি বাড়ির অনুষ্ঠানে। বিদেশ থেকেও পুরনো ছবি আনিয়ে দেখানো হত। এই উদ্যোগে আরও অনেক কোম্পানির সঙ্গেই ছিল অরোরা-ও। ১৯১১, যে বছর সাহেবদের হারিয়ে শিল্ড জিতল মোহনবাগান, সে বছরই ৪৭ কাশী মিত্র ঘাট রোডে অরোরা সিনেমা কোম্পানি-র গোড়াপত্তন করলেন অনাদিনাথ বসু। শুরু অবশ্য ১৯০৬-এ, তখন নাম ছিল 'অরোরা বায়োস্কোপ', পাঁচ বছর পরে নাম বদল। ছবি বানানোও শুরু হল ১৯১৬-য়, হীরালাল সেনের দু'টি ক্যামেরা কোম্পানির সংগ্রহে নিয়ে এলেন অনাদিনাথ। বাঙালি ফিল্ম সংস্থার প্রথম প্রয়াস হিসেবে উঠে এল 'রত্নাকর', নির্বাক যুগের পূর্ণাঙ্গ ছবি!—'সম্পূর্ণ বাঙালির অর্থে ও শ্রমে নির্মিত সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক চিত্র।' লিখেছেন কালীশ মুখোপাধ্যায় তাঁর বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস/ ১৮৯৭ থেকে ১৯৪৭-এ (পত্র ভারতী)। যদিও বানানোর বেশ কিছু পরে ছবিটি মুক্তি পায়। ১৯২১ থেকে প্রায় পুণোদ্যমে চলতে লাগল বাঙালির সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে কাহিনির ভিতর নিয়ে ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টা। তাতে আবার নানা ধরনের সংবাদচিত্র বা নিরীক্ষামূলক সৃজনও থাকত, সে সবের নাম হয়েছিল 'অরোরা-র টুকিটাকি'। কাঁটাপুকুরে ফিল্ম ল্যাবরেটরিও তৈরি হল অরোরা'র ১৯২৯-এ। একই বছরে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন খুললেন অনাদিনাথ, ছবির পরিবেশনা ও প্রদর্শনের জন্যে, শুধু এদেশে নয় বিদেশেও। ধর্মতলা স্ট্রিটে নতুন অফিস হল। অনাদিনাথের মৃত্যুরপর, অরোরা'র ভার এল পুত্র অজিতের হাতে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে, ১৯৪৬। স্বাধীনতার পর আজও অরোরা অটুট, সম্প্রসারণ ঘটেছে তার নানা ভাবে ... রাইকমল (বাঁদিকে সে ছবিরই বুকলেট-এর প্রচ্ছদ। কাবেরী বসুর প্রথম অভিনয় ছবিটিতে), জলসাঘর, ভগিনী নিবেদিতা, রাজা রামমোহন (ডানদিকে সে ছবির স্থিরচিত্রে রামমোহনের ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী), আরোগ্য নিকেতন-এর মতো ছবি প্রযোজনা করেছে; মুক্তির পর পথের পাঁচালী-র পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছে। বাংলা সিনেমায় বাঙালির স্টুডিয়োর গুরুত্ব তুলে ধরতে অরোরা-র নির্বাচিত কয়েকটি ছবি দেখাবে নন্দন। সঙ্গে অরোরা প্রযোজিত ও পরিবেশিত ছবিগুলির ফিল্ম স্টি-বুকলেট-পোস্টার ইত্যাদি নিয়ে একটি প্রদর্শনীও। অধিকর্তা যাদব মণ্ডল জানালেন 'শিক্ষিত সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির জীবনযাপনে গত এক শতক ধরে ওতপ্রোতভাবে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে অরোরা, তা নিয়ে শুরুর দিনই বলবেন বর্তমান কর্ণধার অঞ্জন বসু।'

# স্টুডিও কথা

এই প্রথম নন্দন শুরু করতে চলেছে 'স্টুডিও কথা' নামের একটি অনুষ্ঠান। গত শতকের চার-পাঁচের দশকে ফিল্ম ব্যবসাটা ছিল স্টুডিও-কেন্দ্রিক। শিল্পী, পরিচালক, সুরকার, টেকনিশিয়ান—সকলেই ছিলেন কোনও না কোনও স্টুডিওর মাইনে করা চাকুরে। ছবির পরিচয়ে বলা হত এটা নিউ থিয়েটার্সের ছবি, ওটা বম্বে টকিজের

ছবি — এমনভাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে স্টুডিও প্রথা ভাঙতে শুরু করে। সেই পুরনো ঐতিহ্য স্মরণ করতেই নন্দন-এর এই পরিকল্পনা। 'স্টুডিও কথা'-র যাত্রা শুরু হবে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনকে দিয়ে। একশো বছর পেরিয়ে এসেছে অরোরা। তিন পুরুষ ধরে ফিল্ম ব্যবসাটি চালিয়ে আসছেন উত্তর কলকাতার 'বসু পরিবার'। এখন নামিয়ে আছেন অঞ্জন বসু। তিনি নিজেও তথ্যচিত্র বানান। ওই দুদিন নন্দন-তিনে দেখানো হবে তিনটি কাহিনিচিত্র 'ভগিনী নিবেদিতা', 'রাজা রামমোহন' (৫০ বছর পূর্তি) ও 'আরোগ্য নিকেতন'। তথ্যচিত্রেও পথিবৃৎ এই অরোরা স্টুডিও। তাদের বাছাই করা চারটি তথ্যচিত্রও দেখানো হবে। নন্দন-চারে অরোরা স্টুডিওর ইতিহাস নিয়ে এক প্রদর্শনীও চলবে এই দু'টি দিন ধরে।

# গাছ-বন্ধু

## রাহুল রায়

একজন গাছ-বন্ধু বা ট্রি-হাগারের কাজ গাছকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আর তাকে লগারের চেন সর হাত থেকে বাঁচানো। মজার কথা হলো ট্রি-হাগারদের নিয়ে তির্যক বা কটু মন্তব্যের কোনো অভাব নেই—এদের মাথায়ই স্ক্রু একটু ঢিলে আছে, তাই তাদের বাস্তব সম্বন্ধে ধারণা কম। এরা অর্থাৎ বাস্তবমনা লোকেরা যেন বলতে চায় যে পৃথিবীতে গাছের তো শেষ নেই অভাব নেই তাই তাদের যথা ইচ্ছে কেটে ফেলে সেখানে মানুষের বসবাসের জায়গা করা, চাষ করার জমি তৈরী করা, কলকারখানা গড়ে তোলা ইত্যাদি করা অনেক বেশি প্রয়োজন গাছ—বাঁচানোর চেয়ে।

আদতে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তাই-ই দেখতে পাওয়া যায়। বিশাল-বিশাল বনভূমি, যা হাজার-হাজার বছর ধরে কত গাছ-পালা, কত জীব-জন্তুকে আশ্রয় দিয়েছে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমাজন রেন ফরেস্টের আদিম বনভূমিতে এখন হয়েছে গোরু চরানোর জায়গাতে গরুর মাংস বিক্রি করে রানচারদের পকেট ভর্তি হয়। নেপালের তরাই অঞ্চলে পাহাড়ের গাছ কেটে-কেটে একেবারে খালি। সমুদ্রের ধার ধরে গাছের সারি সব উধাও। যুগ যুগ ধরে গাছের দল আবহাওয়া থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নিয়ে আমাদের সুস্থ রেখেছে। এখন যথেচ্ছ গাছপালা কেটে ফেলার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। আর তার ফলে পাহাড়ে আচমকা ধ্বস, হড়পা বান, সুনামীর যাতায়াত বেড়েছে হাজার গুন। উত্তর ভারতের সুপ্রাচীন ও পবিত্র উত্তরাখন্ডের সুবিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলে যথেচ্ছ গাছপালা কেটে হোটেল-টুরিস্ট লজ তৈরী হয়েছে। ফলে বছর দুয়েক আগে পার্বত্য ধ্বস ও আচমকাবানের ফলে সারা অঞ্চল ধুয়েমুছে গেছে—সঙ্গে নিয়ে গেছে স্থানীয় সব লোকজনদের। গাছপালারা এখন যেন প্রতিহিংসানিতে আরম্ভ করেছে। অঞ্চল থেকে অঞ্চল ধুয়ে মুছে সাফ হচ্ছে ধ্বস, বান, সুনামীর রোপে। 'সবুজ-বিজ্ঞানীরা' সতর্কবাণী করে চলেছেন শীঘ্রই নানা দেশ বিলীন হয়ে যাবে সমুদ্রের বুকে।

আমি সবদিক থেকেই যথার্থ একজন ট্রি-হাগার। পরিবেশদূষণ সম্বন্ধে খুবই সচেতন—প্রত্যেকটি কাগজ, প্লাস্টিকের বোতল, আর যা-যা রিসাইকল করা যায় তা মন দিয়ে রিসাইকল করি। সয়েলইরোসন নিয়ে চিন্তা করার কারণ নেই, কিন্তু কার্বনডাইঅক্সাইড দুষণ মাথায় রেখে আমার বাড়ির চারপাশে নানান গাছের চারা লাগিয়েছি। প্রতি বসন্তকালে তাতে নানান ফুল ফোটে—আমার মন গর্বে ভরে ওঠে। পরিবেশ সচেতন হওয়ার ফলে আমি বড় টাঙ্কলারের বৃষ্টির জল ধরে সারা গ্রীষ্ম তাই দিয়ে আমার বাগানের গাছে জল দিই। প্রতিটি নির্বাচনে উদারনৈতিক ও পরিবেশ সচেতনপ্রার্থীদের ভোট দিই। আর আমিই সেই জন্য যে অন্যদের অজান্তে কমন রুমে লিখে রাখি —কনসারভ এনার্জি—টার্ন অফ লাইটস হোয়েন ইয়ু লীভ দ্য রুম।

সমস্যাটা এলো বেশ একটু অভাবিত ভাবেই। সেদিন আমাদের লেখ লেখির মিটিংয়ে নীলয় আমাকে বেশ এক হাত নিল।

তুমি না পরিবেশ-সচেতন—এই নিয়ে আমাদের জ্ঞান দাও, আর তুমি লেখাটা প্রিন্ট করে নিয়ে এসেছো! এই ভাবে তুমি জঙ্গল সাফ করে পরিবেশ বাঁচাবে!

আমি চুপ করে আছি, কি উত্তর দিই ভাবছি তখন পার্থ আমার সাহায্যে চলে এলো—তোমার ওই কম্পুটার চালাতে যে ইলেকট্রিসিটি লাগে তা জেনারেট করতে কত গ্যাস আর কয়লা পোড়াতে হয় তার খবর রাখো? আর, কাগজের ব্যবহার কমার ফলে কত লোকের যে চাকরি গেছে তা জানো? লোকের ক্ষতি করে তুমি পরিবেশ বাঁচাবে?

দুজনের কথাই সত্যি। বেশ দোলাচল মন নিয়ে রাতে ঘুমোতে গেছি। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আই-ফোনে একটা টেক্সটমেসেজ পেলাম—ক্রস সন্ধেবেলায় আসতে চায়। ও এক সোলার এনার্জি সেলসম্যান। আমার সাথে আগে কথা হয়েছে। আজ সন্ধেবেলায় আমার বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল লাগানোর ব্যাপারে সে সব কিছু ফাইনাল করতে চায়।

ল্যাপটপ আর একটা ফোল্ডার হাতে নিয়ে সন্ধে বেলা নির্দিষ্ট সময়ে ক্রস এসে হাজির। আমাকে কাস্টোমার হিসাবে পেতে ওকে খুব বেশি কষ্ট করতে হয় নি। আমি প্রথম থেকেই সোলার এনার্জি নিয়ে প্রচন্ড উৎসাহী। ইলেকট্রিসিটির যোগাড় করতে কত কয়লা পোড়াতে হয়, কত কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ুদূষণ করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সৃষ্টি করে। আর সোলার প্যানেল থাকলেই ইলেকট্রিসিটির চিন্তা নেই, অন্তত ব্যবহার অনেক কমে যায়। তার ফলে গ্রীন হাউস গ্যাসের দূষণ অনেক কমে যায়, কমে যায় কত কার্বন ফুট প্রিন্ট! আমার মতো পরিবেশ-বান্ধবের আহ্লাদের আর শেষ নেই!

আমি এই সব ভাবছি, আর মনে মনে পুলকিত হচ্ছি, এমন সময় ক্রস তার ল্যাপটপ স্ক্রিনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালো যে আমার

এরপর ৪ পাতায়

# The vicious Circle-4

## Porom Bonnerjee

I fought with my conscience for almost the whole night, & fell asleep at dawn. I woke up at midday. I was brought up at north Calcutta in a very conservative family, where cheating or telling lies were un-thinkable. I remembered a case, when Maha Raja of Mayur Bhanj of Orissa, sent a messenger requesting urgent presence of my Grand Father at his palace for a very urgent job. My grand father obliged him, by going there immediately, & designing & executing a few alterations, in a very short period, & came back to Calcutta to his other pending jobs. He was a civil engineer, running his own business, hiring a couple of young engineers.

The Maharaja was to have a Grand Dinner with the English Resident I.C.S.looking after the Kingdom's affairs, as a representative of the Governor. Maha FRaja was in Delhi, when my Grand Father left after his work. Maha Raja's accountant rang up my Grand Father regretting that the Maha Raja could not meet him , & asking for the involved. Also said, that the Maha Raja will be at Calcutta next week for some 0ther business & will see my Grand Father at that time.

Maha Raja himself came, & after a few formalities, he asked his military escort, to pay The escort handed over a cheque for Rs 30,000/-. On seeing this, my Grand Dad, said, , " Your Highness, I said 13,000/- not 30,000/- and attempted to return the 17,000/-. But Maha Raja got up and told the escort," Pattanaik, pl. tell him, & said Good bye, & walked away. The escort said, "Maha Rajas do not take back anything already paid. Sorry.

This was 1932, when 17,000/- could buy 2 or 3 buildings in North Calcutta. !

So I decided not to accept. Next week after the races also winning a good sum. like last week, I walked to John's car, & returned the envelope, & said, " I am sorry John, I can't do the job, Possibly I'll bungle some where. I am really sorry .He said, that's alright, if you don't feel comfortable, I can't blame you.

I did not attend 2 more race weeks. On the 3rd day, I went early, & went to top of the Grand Stand, from where the whole ground is visible. After some time, I saw John & another chap coming in & sitting much lower than mine. The other one was Thomas that Nagpur chap ! How on earth did John get in touch with him ? Yes I now remember that I mentioned that Tom settled in London, but how did he find out his address ? then I felt,it was no trouble to a man like John. I was a bitworried about Tom, whether he also will be enticed & lured by the bait ! After about a month or so, Tom appeared at my house one Frlday morning. I noticed his flashy & expensive suit. H e started big talks, & said the suit he ordered from Burtons of Bond Street. Even the ready-made suits of Burton's, are out of bounds for people like us , & this an ordered suit ! I added 2 plus 2, & told him not to mix too much with John. He said, John who ?

-- You know which John I am talking about.

-- I don't give a damn about any Johns, I am the Monarch of all I survey. Now, come, we shall have breakfast at Ritz. I said, I am sorry Tom, I am going out now, to take Count Leonardo & family to Nice, which I really was.Tom went away. I smelled whiskey while he spoke.

Next morning's paper had a news. One Thomas Wilson an Indian pilot of London, has been killed by a car at night, but the car fled, and there is no witness. I also heard somewhere, that these organizations do not let the people walk the earth, if they get to know this organization's business.

I at once went to a gun shop, where I hired a gun for practice shooting at the local shooting club. The shop keeper knew me. I wanted to buy a revolver. he said, I have to get a permit from the Prefecture de police. I said, I can't get that. But look, my life is in danger. He thought for a minute, took me to an inner chamber, & showed me some,revolvers & chose one which he said, is easy to handle, & effective. There was a silk cord attached to it, & the shop keeper tied it in my left shoulder, with the revolver under my arm-pit.Price was about 2 & 1/2 times the actual price. But who cares ! Then I went to the Airline's office for a seat that night. There was no seat till Monday. My God, & to-day is Saturday! I did not return to my apartment that night, & booked in a nearby hotel. Next morning as I was walking to my car parking space. John's car stopped next to me. He called me to go for breakfast. but I said, "Sorry John, I had fever last night, & I am going to the hospital for a check up. John came out of hiss car, & grabbed my elbow, & asked me to get into his car, I felt a revolver stuck at my ribs. I went & when about to sit in the passenger seat, he said "No. take the Drivers' seat. The revolver was under my arm pit, but how do I get it out ? He made me come near the suburbs beyond the Montparnasse on the right bank of Seine, and asked me to get out. I opened my door on the left & put my left foot out, when I saw John, opening his door at right, & turn right to get out. I quickly brought out my revolver & shot him at the back, just behind the heart. It was a Hole I one ! I soaked my hankie in seine water, & wiped out my finger prints from the driving wheel, & car door It was clearly a case of murder, No one can shoot himself at his own back. There was a loud noise of course, but Paris does not wake up till late morning on Sundays!. A few birds flew out shrieking. I did not go out for 2 days & read no papers. On Monday's plane I read about one John Wilcox's murder. It was found out that he had 3 apartments & 7 passports with different names. All 7 had different pictures with & without mustache, & with & without beards &c.

Thank you Grand dad for saving from greed.


**CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE**

**President**
Purna Bhattacharya
President Elect
Milan Awon
**Vice-Presidents**
Dilip Chakrabarti
Debi Prosad Palit
**Treasurer**
Ranadeb Sarkar
**Secretary**
Arunava Sinha
**Assistant Secretary**
Tapas Sanyal
**Members**
Dhriti Bagchi
Pinaki DasGupta
Sankha Ghosh

**BOARD OF TRUSTEES**
**Chairman**
Asok Motayed
**Members**
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Rahul Roy
Kali P. Chaudhuri
Kajal sarkar
Asish Sengupta
Asoke De Sarkar
Samprakash Majumdar
Mrinal Chaudhuri

## Ayan Chatterjee

AYAN CHATTERJEE, this year, All India ISC TOPPER, passed his ISC examination from Vivekananda Mission School, Joka Kolkata with a Record 99.75 % marks ( 399 out of 400 ) and he broke last 5 years records. He secured perfect 100 scores in Mathematics, Physics, and Computer Science each. In English he has got 99 out of 100.

He also secured FIRST POSITION in WEST BENGAL JOINT ENTRANCE EXAM-2015 in Engineering stream. His IIT result is Yet to be published

His Favorite subject is Physics and wants to Pursue higher studies with Physics as Major and his preferred institute is ISC Bengalore. He is a KPVY scholar ( Kishore Vaigyanik Protsahan Youjana ). From his childhook he is very focused on his study and is very methodical. Apart from study he spent time in other extra-curricular activities in his school. He loves to play football and he is die hard fan of Barcelona ( he is a fan of Messi ). He plays synthesizer and Guitar in his free time. Also he is big fan of Feluda, the Bengali fiction series . Per him , major credit of his achievement goes to his school, his parents and his maternal Grandfather ( who coached him up to class X ) and his tutors.

His father and mother both are from IT Sector and he has a younger sister , who is studying in class X.

# গাছ-বন্ধু

৩ পাতার পর

বাড়ির ডান দিকে বেশ কয়েকটা বিশাল লম্বা-লম্বা পাইন গাছ আছে। সেই গাছ গুলো থাকার ফলে ছাদেরও পরে ছায়া পড়ছে আর তার ফলে সৌরবিদ্যুৎতের উৎপাদন বেশ কিছুটা কমে যাবে। ও আমার দিকে তাকিয়ে রইলো উত্তরের খোঁজে।

—তুমি কি বলতে চাও যে আমার ওই গাছগুলো কেটে ফেলতে হবে?

ও আমার ইকো-ফ্রেন্ডলিনেস সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

—না, আমি সেরকম কিছু বলি নি। কিন্তু ওই গাছগুলো না থাকলে সোলার ইলেক্ট্রিসিটির উৎপাদন বাড়বে আর তার জন্য পরিবেশ দূষণও কমবে।

এতো ভারী বিপদ। আমি সত্যি-সত্যিই বেশ ধাঁধার মধ্যে পড়লাম। দেখে মনে হয় এই গাছগুলোর বয়স অনেক। কতো-কতো বছর ধরে কতো পাখ পাখালি, কাঠবিড়ালি এতে বাসা করেছে। কতো পুরনো দিনের সাক্ষী এই গাছগুলো। অকৃত্রিম পরিবেশের অংশ। আর আমি পরিবেশ-বান্ধব হয়ে এগুলোকে শেষ করার অনুমতি দেবো! কি করি? তখনই মাথায় এসে গেল যে এত বড়-বড় গাছ কাটার খরচ অনেক। সুতরাং খরচায় পোষাবে না। ব্যাস, সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমি ভারী খুশি।

ক্রস যেন থট-রিডিং করতে পারে। আমার মনের ভাব চট করে বুঝে নিয়ে বললো—সোলার এনার্জি উৎপাদনের জন্য যদি গাছ কিছু কেটে ফেলতে হয় তাতে স্টেট থেকে ভর্তুকি পাওয়া যায়। সুতরাং তোমার গাছ কাটার খরচা নিয়ে চিন্তা বেশি করতে হবে না। ব্যাক টু ওয়ার্ক ওয়ান! আমি ক্রসকে একটু চিন্তা করার সময় চেয়ে নিয়ে বিদায় দিলাম। সেদিন রাতে ভালো ঘুম হয়নি। স্বপ্ন দেখ লাম 'সোফিরচয়েস' মুভিটার। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল সেই জায়গাটার কথা যেখানে নাৎসীরা এসেছে—সোফিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কাকে সে নাৎসী ঘাতকদের হাতে ছেড়ে দেবে চিরকালের জন্য—ছেলে না মেয়ে।

অনেক কষ্টে ঘুম এলো আর আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম যে মরিস সেন্ডাকের 'হোয়ার দ্য ওয়াইল্ড থিংস আর' বইয়ের গল্পের মতো আমার বাড়ির চারদিকে ঘিরে রয়েছে এক ঘন জঙ্গল। আর সেখান মস্ত-মস্ত আর অদ্ভুত-দর্শন, ঘুম-কাড়ানী নানান জন্তু-জানোয়ার দাঁতে-দাঁতে ঘিস-ঘিস আওয়াজ তুলে, লাল-লাল চোখ ঘোরাতে-ঘোরাতে আর চাপা গলায় গর্জন করতে করতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। গাছ কাটবে?

তুমি খালি পাখি আর কাঠবিড়ালীর কথা ভাবছো। আমরা আছি না! সবাই মিলে তোমায় একেবারে তুলো-ধুনো করে ছাড়বো। তখন পালাবে কোথায়? ঘামতে-ঘামতে আমার ঘুমের একেবারে বারো-গয়া।

আমার ছোটছেলে নিউইয়র্কে থাকে। কদিন বাদে এসে আমার মুসকিল আসান করলো।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে তুমি ওই গাছগুলোকে কেটে ফেলার কথা চিন্তাও করতে পারলে। শেম অন ইয়ু।

আমার ছেলের বকাবকি আমার বৃক্ষ-বান্ধব আমিকে ফিরিয়ে আনলো। সত্যিই তো, এ আমি কি চিন্তা করছিলাম! গাছ কাটবো কি আক্কেলে! কিন্তু একটা চিন্তা আমি কিছুতেই মাথা থেকে ছেড়ে ফেলতে পারলাম না—গাছ না হয় নাই কাটলাম। কিন্তু গাছ কাটলে যে সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন বাড়বে। কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমবে। তাতেও তো পরিবেশের উপকার হবে! তাহলে আমার কোন পথে যাওয়া ঠিক হবে?

# ডিজিটাল হাইওয়েতে ভারতকে ছোটানোর স্বপ্ন মোদীর

প্রথম পাতার পর

লক্ষ গ্রাম জুড়ে যাবে টেলিযোগাযোগ আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

এমন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যে হেতু স্বপ্ন ছোঁয়ার চেষ্টা, তাই প্রযুক্তি ও বিষয়টির বাণিজ্যিক ভিতটাও হতে হবে শক্ত। সেটা ভেবেই আজ থেকে দেশে ডিজিটাল সপ্তাহের সূচনা করলেন মোদী। ডিজিটাল জগতে বিনিয়োগের পথ খোঁজাই এর মূল উদ্দেশ্য। তথ্যপ্রযুক্তি মস্তকের কর্তারা

বলছেন, ২০২০ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রের প্রযুক্তি আমদানিকারক দেশের তকমাটা তুলতে হবে ভারতকে। তাই 'মেক ইন ইন্ডিয়া'য় যে ভাবে জোর দিয়েছেন মোদী, একই ভাবে তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছেন 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র কর্মকাণ্ডে।

এ দিন ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানের নতুন ভারতকে নিয়ে তাঁর ভাবনা ও স্বপ্নকে তুলে ধরেছেন মোদী। বলেছেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সরকারি কাজ হবে স্বচ্ছ, হাইস্পিড ডিজিটাল হাইওয়ে জুড়বে গোটা দেশকে, তথ্য-প্রযুক্তি ও এই ক্ষেত্রের কর্মীরা বিদেশ থেকে আসবেন না ভারতকেই পুরোপুরি ভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে, ব্যাঙ্কগুলি হয়ে উঠবে কাগজহীন আর দেশের দরিদ্র মানুষের কাছেও পৌঁছে দেওয়া যাবে ই-পরিষেবা।

ভারতের মতো দেশ, স্বপ্নের ডানা ভাসিয়ে দিলেও বাস্তব পরিস্থিতিটা কিন্তু ঘোরালো। সে কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিদেশের অন্য দেশগুলির নিরিখে ইন্টারনেটের স্পিডে এই মুহূর্তে ১১৫ তম স্থান ভারতের। এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করে, নতুন দিন সৃষ্টি করতে তাই শিল্পপতিদের সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আর ডিজিটাল সপ্তাহের শুরুতেই দেশের শিল্প মহল বিপুল সাড়াও দিয়েছে। রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রি জানিয়েছে, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কর্মসূচিতে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে তারা। মুকেশ অম্বানীর মন্তব্য, "সাধারণ ভাবে কাজের ক্ষেত্রে শিল্প মহল সরকারের থেকে এগিয়ে থাকে। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সরকারই অনেক এগিয়ে যাচ্ছে।" ডিজিটাল ইন্ডিয়ার পরিকল্পনার সমর্থনে এগিয়ে এসেছে মাইক্রোসফট। কুমারমঙ্গলম বিড়লা জানিয়েছেন আগামী পাঁচ বছরে সাতশো কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে চলেছেন তাঁরা। উইপ্রো চেয়ারম্যান আজিম প্রেমজি, টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রি, এয়ারটেলের সুনীল ভারতী মিত্তল, রিলায়্যান্সের অনিল অম্বানী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এখানেই মোদীর দাবি, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে, চাকরি হবে ১৮ লক্ষ মানুষের।

আগামী ভারতের কথা বোঝাতে আজকের শিশুদের কথা টেনে আনেন মোদী। তার মন্তব্য, চশমা কিংবা কলম হাতে দিন, এখনকার বাচ্চারা ছুঁয়েও দেখবে না। ওরা আগ্রহী আপনার মোবাইলটা নিতে। তা হলেই দেখুন, শিশুরাও এখন বুঝছে ডিজিটালের শক্তি।

# নাতি-নাতনিদের হাতেই নিগৃহীত বয়স্ক নাগরিকরা

জয়া সাহা

যে ঠাকুমা-ঠাকুর্দারা ছিলেন নাতি-নাতনিদের নিরাপদ আশ্রয়, সেই কোমলপ্রাণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাই এখন নিগ্রহের শিকার। ঠাকুমার আঁচলে শীতল ছায়া খোঁজার আর কেনও আগ্রহই নেই নাতি-নাতনিদের। বরং সমীক্ষা বলছে, ঠাকুমা-ঠাকুর্দারা এখন নিদারুণ 'বোঝা'। তাই তাঁরা নিগৃহীত হচ্ছেন দিনের পর দিন।

এই নিগ্রহের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিচ্ছেন কলকাতার ১৮-২৪ বছরের যুবারা। সমীক্ষায় রিপোর্ট অনুযায়ী, কলকাতার নাতি-নাতনিরা প্রবীণদের জন্য আর নিরাপদ নন। আর সমীক্ষকদের এমন দাবিই চমকে দিয়েছে শহরের নাগরিক সমাজকে।

হেল্প এজ ইন্ডিয়া নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে প্রবীণদের উপর নানা বিষয় নিয়ে সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। প্রবীণদের নানা অধিকার নিয়েও কাজ করে এই সংস্থা। গত বছর এমন এক সমীক্ষার রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, দেশের ৫০ শতাংশ প্রবীণই প্রতিদিন নানা ধরনের নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। সে বার নিগৃহীত প্রবীণরা কাঠগড়ায় তুলেছিলেন সদা যুবাদেরই। হেল্প এজ এ বছর তাই সদা যুবাদেরই টার্গেট করেছিল সমীক্ষার জন্য। দেশের মোট ১০ টি শহরের প্রায় ২০০টি পরিবার এবং ২০টি উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এলাকার যুবাদের মধ্যে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। কলকাতার তথ্য বলছে, এ শহরের মোট ৮৩ শতাংশ যুবা মনে করছেন, প্রবীণ নাগরিকদের নিগ্রহ করা হয়। এই নিগ্রহের বেশিরভাগই হয় মধ্যবিত্ত পরিবারে। ১৮-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৪৮.৭ শতাংশই কোনও না কোনও ভাবে প্রবীণদের নিগ্রহ করে চলেছেন বলে স্বীকার করেছেন। —সৌজন্যে এইসময়

**Kolkata Flat in Salt Lake Sec V for $110K**

3 bdrm 2 baths large kitchen balcony -- 1320 sq ft with Garage in gated complex G+3 in a G+4 building. Great location across Technopolis next to Salt Lake-Rajarhat connector.
Phone: 781-863-5418 in USA till Dec 6, 2014
Email: totamonb@yahoo.com after Dec 10, 2014
Call at 011-91-801-722-1450 in Kolkata

# NABC 2016

**NABC 2016 is the 36th Banga Sammelan, organized by Cultural Association along with Partner Organizations in Madison Square Garden, New York on 01, 02 and 03 July, 2016. NABC2016 will leverage the distinguished audience and a widespread mix of personalities to discuss issues affecting the NRI community including cultural identity, the future of the community, its role in an increasingly dynamic and globalized economy and engaging the next generation. There will be plenty of networking opportunities, social gatherings, re-unions, film screenings, literary readings and cultural performances, drama play – all dealing with Bengali culture. The goal of this year's Banga Sammelan is to shift the paradigm of the conference from a focus on socialization and entertainment to an emphasis on the exchange of ideas to create a cohesive Bangali, inspire the next generation, and leave a legacy for the future. NABC 2016 plans to build on the history staging the programs in Madison Square Garden that was last held in the year 2005. It is expected that this year, the programs will surpass the never ever forgotten programs of 2005. NABC 2016 re-plans to build on the history and augment the entire program in prestigious Madison Square Garden, in the heart of Manhattan, New York.**

# Madison Square Garden

**Popularly known as MSG or The Garden, is a multi-purpose indoor arena in the New York City borough of Manhattan, New York. Located in Midtown Manhattan between Seventh and Eighth Avenues from 31st to 33rd Streets, it is situated atop Pennsylvania Station. It is the fourth venue to bear the "MSG" name, the first two (1879 and 1890) of which were located on Madison Square, on East 26th Street and Madison Avenue, with the third Madison Square Garden further uptown at Eighth Avenue and 50th Street. The Garden is used for professional basketball and ice hockey, as well as boxing, concerts, ice shows, circuses, and other forms of sports and entertainment. It is close to other midtown Manhattan landmarks, including the Empire State Building, Koreatown, and Macy's at Herald Square. It is home to the New York Rangers of the National Hockey League, the New York Knicks of the National Basketball Association, and residency to singer-songwriter Billy Joel.**

**MSG was opened on February 11, 1968, it is the oldest and most active major sporting facility in the New York metropolitan area. It is the oldest arena in the National Hockey League and the second-oldest arena in the National Basketball Association. MSG is one of the largest busiest music arena in the world. At a total construction cost of approximately $1.1 billion, MSG has been ranked as one of the ten most expensive stadium venues ever built. It is part of the Pennsylvania Plaza office and retail complex. Several other operating entities related to the Garden share its name. To know more detail, please visit the official website of MSG at www.thegarden.com. MSG was opened on February 11, 1968, it is the oldest and most active major sporting facility in the New York metropolitan area. It is the oldest arena in the National Hockey League and the second-oldest arena in the National Basketball Association. MSG is one of the largest busiest music arena in the world. At a total construction cost of approximately $1.1 billion, MSG has been ranked as one of the ten most expensive stadium venues ever built. It is part of the Pennsylvania Plaza office and retail complex. Several other operating entities related to the Garden share its name. To know more detail, please visit the official website of MSG at www.thegarden.com.**

# বাঙালির দুর্দিন—ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ এখনও শেষ হয়নি, ঘুরে দাঁড়াবে বাঙালি জাতি

**পুলকনারায়ণ ধর**

বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান তাহারও ইতিহাস লিখিত হয় কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। ... বাঙালীর চিরদুর্বলতা এবং চিরউদ্যমতার আমরা যেন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালি যে পূর্ব্ববঙ্গে বাহুবলশালী তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। অধিক না, আমরা একশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী পহলওয়ানের, বাঙ্গালি লাঠিশড়কিওয়ালার যে সকল বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, তাহা শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে সে কি এই বাঙ্গালী জাতি?" বঙ্কিম আরও বলেছেন, "ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী গঙ্গা বংশীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।" বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।"

আজ বাঙালির ইতিহাস অনেকটা উদ্ধার হয়েছে বটে কিন্তু তার পঠনের ধারাপাত অব্যাহত। বাঙালির আধুনিক ইতিহাসে তার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। এই তাগিদেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা। গোখেলের সেই বিখ্যাত উক্তি, 'What Bengal thinks today India thinks tomorrow', বাঙালি তা নিয়ে গর্ব করে এসেছে সেদিন পর্যন্ত। বাঙালির এই পরিচয় ছিল বাঙালির বড় ভরসা। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে বাঙালির এই গর্ব ভিত্তিহীন। কারণ বাঙালির আত্মমর্যাদাবোধ ক্রমহ্রাসমান। আজ বাঙালি এক অস্তিত্বহীন পরাজীবীতে পরিণত হয়েছে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী একদা মন্তব্য করেছিলেন, "দুর্বল জাতি নিজেদের শক্তিতে এত অবিশ্বাসী যে বিপদের কথাতেই আতঙ্কিত হইয়া উঠে।" এ কথার তাৎপর্য খুব অল্প বাঙালি বুদ্ধিজীবীই উপলব্ধি করেন।

সাত কোটি সন্তানের মুগ্ধ জননী আমাদের বাঙালি করে রেখেছেন, মানুষ করেননি বলে রবীন্দ্রনাথ এক সময় দুঃখ করেছিলেন। যে বাংলা ও বাঙালিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলি বলেছিলেন সে বাংলা ছিল পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা নিয়ে গঠিত এক অখণ্ড বাংলা। আজ সেই অখণ্ড বাংলা নেই। দেশবিভাগের ফলে পূর্ব বাংলা হল পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানও ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে আজ 'বাংলাদেশ' নামে পরিচিত। সে আজ অন্য দেশ।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বাংলা ও বাঙালির অবনমন শুরু হয়েছিল। ছয়ের দশকে তা হয়েছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। শুধু দেশ নয়, বাঙালি মানসও হল খণ্ডবিখণ্ড। রাজনীতির কুটির বিভঙ্গে বাঙালি সমাজ তছনছ হয়ে গেল। সুখে শান্তিতে আলসো হাসাপ্রিয়তায় বাঙালির কালাতিপাতের ছন্দপতন ঘটল। পূর্ববঙ্গ থেকে বন্যাধারার মতো উদ্বাস্তু অভিধায় অভিহিত হিন্দু বাঙালিরা এপার বাংলায় আছড়ে পড়ায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ওপর পড়ল প্রচণ্ড চাপ। জীবনযাত্রাও এলোমেলো হয়ে গেল।

দেশবিভাগের ফলে বাঙালির মানমর্যাদা, মূল্যবোধ ক্ষতি বিপর্যস্ত হলেও তারই মধ্যে বেঁচে থাকার মহতী ইচ্ছায় চালিত এঁদেরই অনেকে আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে জীবন পুনর্গঠনের কাজে লেগে গেলেন। কলোনিতে কলোনিতে গড়ে উঠল পাঠশালা, স্কুল। বনজঙ্গড় পরিষ্কার করে গড়ে উঠল সুপরিকল্পিত বসতি। পরিষ্কার হল জলাশয়গুলি। তৈরি হল ইদারা। জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৃক্ষরোপণ তথা সবুজায়ন, এসব চলতে লাগল হস্তগুলির কুটির শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর ওপর উদ্বাস্তু বাঙালি আগমনের ফলে চাপ পড়েছিল ঠিকই, তেমনি নতুন উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠতে থাকে নতুন প্রয়াসও, মানুষ প্রত্যক্ষ করল। দেখা দিল নতুন সম্ভাবনা। এই বিপুল শ্রমশক্তি হল পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ। বাঙালির জেগে ওঠার উপাদান ছিল এইখানেই। কুপি বা হ্যারিকেনের আলোয় আধো অন্ধকার ঘরেও শোনা যেত একটানা যৌথ পড়াশোনার ঐকতান বদ্ধ সুর। বিপর্যয়ের মুখে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা চলল অবিরত। এই চেষ্টাতেই আবার পদদলিত দুর্বলদল মাথা তুলতে লাগল। বিস্তার ঘটতে থাকে মেয়েদের কিন্ডারগার্টেনও।

এই বিরাট প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের পিছনে ছিলেন একদল আত্মনিবেদিত সুশিক্ষিত দরিদ্র শিক্ষক যাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিলেন সবকিছু হারিয়ে। কিন্তু এঁদের মধ্যেই রক্ষা পেয়েছিল বাঙালির মান-মর্যাদাবোধ আত্মত্যাগের আদর্শে ন্যায়নীতির মার্গ। এঁদের ঘরেই এই তথা উদ্বাস্তু বাঙালি আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

দেশবিভাগ ও জন্মবিভাগের এই দ্বন্দ্বিক প্রেক্ষিত আজকের বাঙালিকে বুঝতে হবে। তার মনন, চলন, ঢঙ, ভাষা ও অভিব্যক্তি তৈরি হলো নতুন আঙ্গিকে দেশবিভাগ ও জাতি বিভাগের বিভঙ্গে। আজকের বাঙালির খর্বতা, সংকীর্ণতা, ব্যক্তিস্বার্থচারিতা তথা সমষ্টিস্বার্থ বর্জনের কারণগুলি অনুসন্ধান করতে হবে এই অতীতের পাতায়। কারণ আজও এই কারণগুলি বিদ্যমান। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় চেতনার যে সপ্তাসারণ ঘটেছিল তাকে ব্যাহত করল পরবর্তীকালের জাতীয় নেতৃত্বের বাংলা এবং স্বাধীনতা উত্তরকাল পশ্চিমবঙ্গের প্রতি উদাসীনতা।

১৯০৫ সালের মতো পরবর্তীকালের জাতীয় নেতারা বাঙালির মর্মমূল ভূখণ্ডদুর্দশা ভাগ করে নেবার সর্বভারতীয় চেতনা কোনওদিনই গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি। অখণ্ড বঙ্গ পাকিস্তানের বুদ্ধিগত হল কী হল না তা নিয়ে নেহরুদের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। তাঁরা মত্ত ছিলেন তড়িঘড়ি করে দিল্লির মসনদ দখলে।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন গান্ধিবাদী নেতা ড. প্রফুল্ল ঘোষ। তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল অবাঙালি ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রে। এই ষড়যন্ত্রের শরিক ছিলেন কংগ্রেসের হিন্দু বাঙালি নেতা এবং তাঁদের সহকর্মীরা। ড. প্রফুল্ল ঘোষের জায়গায় এলেন ডা. বিধানচন্দ্র রায় (২৩ জানুয়ারি ১৯৪৮)। ডা. বিধানচন্দ্র রায় এক কঠিন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামোর সুরক্ষা করাই ছিল সেসময় প্রধান চ্যালেঞ্জ। কংগ্রেসের নেতা হলেও এবং কেন্দ্রীয় রাজনীতির সমীকরণে তিনি গলিয়ান হলেও পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙালির স্বার্থকে তিনি জলাঞ্জলি দেননি।

তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের মোসাহেবিপণা করেননি। পশ্চিমবঙ্গের তিনিই এ যাবৎকাল পর্যন্ত শেষ বাঙালি ব্যক্তিত্ব যিনি পশ্চিমবঙ্গের জন্য নব নব পরিকল্পনা রূপায়ণে দিল্লির বিরোধিতা সার্থকভাবে মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের নানাভাবে প্রতিষ্ঠা করার আন্তরিক চেষ্টার তাঁর ত্রুটি ছিল না।

বাঙালিকে ঘুরে দাঁড়াবার সম্বল থেকে বাধা হয়ে দাঁড়াল কমিউনিস্ট পার্টি। উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে তাদের কোনও আগ্রহ ছিল না। ছিল কেবল উদ্বাস্তুদের খেপিয়ে যাওয়া এবং দলে টানা। কমিউনিস্ট পার্টি তত্ত্বগতভাবে শ্রমিক শ্রেণির অগ্রণী অংশকে নিয়ে গঠিত বিপ্লবী পার্টি বলে দাবি করলেও তা ছিল প্রথমাবধি একটি সন্ত্রাসবাদী পার্টি বুর্জোয়া পার্টি। ছুতোনাতায় গণ্ডগোল পাকিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করাই তার কর্মপদ্ধতি। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের ওপর নির্ভরশীল একটি দল যার নেতৃত্বে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা হলেন এঁদের প্রথম শিকার এবং শক্তি। উদ্বাস্তু অবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) বুঝে নিল। অর্থাৎ বাঙালির এক বৃহৎ অংশকে তারা শুধু সরকারি ভোলের ওপর নির্ভর করিয়ে কর্মহীন ও ক্ষয়িষ্ণুতে রাখতেই প্রয়াসী ছিলেন। দেশভাগের অন্যতম প্রবক্তা ও মুসলিম লিগের অনুরাগী পার্টি — কমিউনিস্ট পার্টি এবার রূপান্তরিত হল বাঙাল পার্টিতে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের কাছে কমিউনিস্ট পার্টি এই অভিধাতেই পরিচিত হলো।

পূর্ববঙ্গের বাঙালির তেজবিক্রম ও অদম্য কর্মদক্ষতা এবং কঠোর কর্কশ উদ্বাস্তু জীবনের সঙ্গে এবার যুক্ত হল কমিউনিস্টদের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছেদের মিথ্যাপ্রচার। এই প্রক্রিয়ায় উদ্বাস্তু সমস্যা জটিল হয়ে উঠল। সরকারি প্রচেষ্টায় নানাভাবে বাধা পেল। অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নয়, ছিন্নমূল বাঙালিকে টেনে আনা হলো ক্ষুদ্র সংকীর্ণ রাজনৈতিক আবর্তে। বাঙালির পশ্চিমবঙ্গীয় অংশেরও তা গালে দিনে প্রভাবিত করল। মস্তিষ্কপরায়ণ বাঙালি ক্রমশ দলতন্ত্রের দাপটে হয়ে উঠতে থাকে পেশীনির্ভর। আজ কিছু কিছু বাঙালি দুঃখ করে এই ভেবে যে একসময় অর্থপাদান ও জ্ঞানের চলে গেলে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নতুন একটি বাঙালি অধ্যুষিত রাজ্য গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক পাণ্ডারা তা হতে দিল না।

'উদ্বাস্তু' বাঙালিদের যে উদ্যোগ, ইচ্ছা, আত্মপ্রত্যয়কে কাজে লাগিয়ে বাংলা ঘুরে দাঁড়াতে পারত, সেই শক্তিকে কাজে লাগানো হলো দলের পুষ্টিবিধানে ও ভোট সংকলনে। বাঙালি যুবকদের দোকানো হল সফলতা মানেই 'বুর্জোয়া' চিহ্ন। ব্যবসায়ী মানেই ঘৃণার পাত্র। 'লাভ' বা Profit শব্দটি একটি অসামাজিক বৃত্তিসম্ভূত ভয়ঙ্কর শব্দ। বাঙালির অজন্ম লালিত উদ্যমিকতা ও পরশ্রীসহতরতা নতুন মাত্রা যুক্ত হল কমিউনিস্টদের দৌলতে। তথাকথিত 'আন্তর্জাতিকতা'র প্রচার বাঙালির মন থেকে ট্রাডিসন ও দেশীয় চিন্তাভাবনা নির্মূল করার মহান ব্রত গ্রহণ করল কমিউনিস্টরা। তারা যে একেবারে সফল হয়নি একথা বলা যাবে না। অকমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের

এরপর ৭ পাতায়

SM

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL, NEW YORK

NABC ANNUAL GENERAL MEETING

SUNDAY, JULY 12TH, 11:00 AM @

GEORGE R. BROWN CONVENTION CENTER,

HOUSTON, TEXAS [NABC 2015]

PLEASE CONTACT @ CAB (NABC 2016) BOOTH FOR ROOM NUMBER

# বাঙালির দুর্দিন—ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ এখনও শেষ হয়নি, ঘুরে দাঁড়াবে বাঙালি জাতি

৬ পাতার পর

অবচেতনেও ঢুকে যেতে থাকে কমিউনিস্ট 'ইডিয়ম'। বাঙালির কেন্দ্র বিরোধিতার যথার্থ কারণ থাকলেও তা ক্রমশ একটি 'প্যাথোলজিক্যাল' ব্যাপারে পরিণত হলো। বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ ও ভারতীয়ত্ব থেকে রাজনৈতিক সংকীর্ণতাকে অবলম্বন করে বাঙালি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলতে লাগল।

অতি বামের বিপরীত দিকেই থাকে অতি দক্ষিণ। এই দুই নীতির গর্ভেই জন্ম নিল আরও ভয়ঙ্কর বামনীতি— সন্ত্রাসবাদী নকশাল বাড়ির রাজনীতি (১৯৬৭)। এই আন্দোলন বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ততা ও সাহসিকতার শেষ অংশটুকুও বিনষ্ট করে দিল। আমদানি হল হত্যার রাজনীতি। সর্বত্র অবিশ্বাস ভয়ভীতি সাধারণ মানুষকে নীরব দর্শকে পরিণত করল। বাঙালি যুবশক্তি মেতে উঠল ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে। বাঙালির ন্যায়নীতিবোধ, পরার্থপরতা সমস্তই বিসর্জিত হল সন্ত্রস্ত মনোবিকৃতির পঙ্কে। বাঙালি মানসের এই বিনষ্টিই আজকের বাঙালি রাজনীতিকদের উত্থানের ও টিকে থাকার কারণ। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সর্বপ্রকার রাজনৈতিক দুর্নীতি ও ভোট জালিয়াতিই বাঙালির সকল উন্নতির অন্তরায়। ক্ষমতায় টিকে থাকার সুবাদে ও উদ্দেশ্যে আজকের শাসককুল পশ্চিমবঙ্গকে কার্যত তুলে দিয়েছে এক শ্রেণীর অসাধু অবাঙালি ব্যবসায়ী, প্রধানত ট্রেডারসদের হাতে। বাঙালি কুটিরশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত। দলীয় স্বার্থে চালিত জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের চাপ বাঙালির উদ্যোগে গড়ে ওঠা ছোটবড় কলকারখানা আজ বন্ধ। সাধারণ মানুষের অর্থে প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রতিষ্ঠান মুখ থুবড়ে পড়ছে। গত চল্লিশ বছরে এই হচ্ছে বাঙালি অর্থনৈতিক 'জাগরণ'।

রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নেহরুর ভাবধারায় বাঙালি মজে গেল বামপন্থীদের পাল্লাতে। তথাকথিত 'নেহরুভিয়ান' দর্শনে বাঙালি প্রগতিশীল হয়ে উঠল। আত্মঘাতের আরেক ধাপ এগিয়ে গেল আত্মবিস্মৃত জাতি। ভুলে গেল সুভাষচন্দ্রকে। ভুলে গেল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। চিত্তরঞ্জন দাশ তো কোন ছার। বিবেকানন্দকে ভারতদর্শন থেকে দূর করে দিলেন গান্ধিজি। বাঙালি কংগ্রেস নেতারা দিল্লি মুখী হয়ে গেলেন। বিধানচন্দ্র রায়ই শেষ বাঙালি নেতা যিনি বাংলাকে বাঁচাবার যথার্থ চেষ্টা করে গেছেন। অন্যদের দেশপ্রেম থাকলেও সেই ব্যক্তিত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তি ছিল না।

সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে বাঙালি আজ একাকীত্বের শিকার। বাঙালি মনন ও ভঙ্গী, ভাষা ও প্রকাশ তৈরি হল নতুন আঙ্গিকে। আমরা ভুলে গেছি শ্যামাপ্রসাদের মতো নেতাকে। এখানেই আমাদের অকৃতজ্ঞতা। আজকের পশ্চিমবঙ্গ যে শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টাতেই তার অস্তিত্বরক্ষা করতে পেরেছে, এটা ঐতিহাসিক সত্য। সত্যকে স্বীকার করতে না পারাই আজকের বাঙালির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। একটা মিথ্যা আবরণে আমাদের জাতীয় নেতা ও মনীষীদের আমরা ঢেকে রেখেছি বলে খর্ব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতারা বাঙালির মাথার ওপর চড়ে বসেছে। অস্থির রাজনীতি ও ছিচারিতা আদর্শবাদী যুবকদের মনে দুর্মর আঘাত হেনেছিল। নকশালবাড়ি তারই প্রতিবাদ। কিন্তু এর ফলে বাঙালি সেই নোঙরহীন ভেলার মতো সুবিধাবাদের ও হুজুগের রাজনীতিতে ভেসে চলেছে তা আজও অব্যাহত।

চতুর্দিকে ধাপ্পাবাদ বিস্তারলাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির এই সীমাহীন ব্যাপকতা আগে কখনও দেখা যায়নি। গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আতিথেয়তা ও সরলতা ছিল তা দলতন্ত্রে চাপে উধাও। গ্রামবাংলা বাঙালির মেরুদণ্ড। তারই ওপর চলছে দানবীয় আক্রমণ। লোভ ও দুর্নীতি সর্বব্যাপক। জাল সার্টিফিকেটও আজ সহজলভ্য। কোনও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তো সারাজীবন ভুল করে নিজেকে ডক্টরেট বলেই চালিয়ে গেলেন। এও বাঙালিকে সহ্য করতে হল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, খেলার জগৎ, শিল্প সংস্কৃতির জগৎ এমনকী মন্দির কমিটিও আজ দলতন্ত্রের কব্জায়। ফুটবলে আমরা চাই নাইজেরিয়ার চিতা, পাহাড়ে বিছে যা কোনও বাঙালি খেলোয়াড় নয়। ক্রিকেটে আমরা চাই শুধু সৌরভকে। দু'বছর ধরে সৌরভকে নিয়ে প্রায় স্বাধীনতা সংগ্রাম করে চলেছেন আমাদের নেতারা। অথচ নেতাজিকে নিয়ে আমাদের কোনও আবেগ নেই।

বাঙালির কালচারটাই এরা ধ্বস্ত করেছে। প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে মদ, ডিস্কোথেক, ঘরের দুয়ারে মদের দোকান ও নলবনের বেনোজল। এই সংস্কৃতি ও রাজনীতি হাত ধরাধরি করে চলেছে। রাজনীতিকরা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে কোনও সময় যে কোনও ছুতোয় দল পাল্টাচ্ছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিশ্বাসঘাতকের মতো দলবদল করে ইদানীং শাসকদলের হেঁসেলে ঢুকে পড়ছে। বড় বড় নীতিবাগিশ বেদব্যাসরা ইদানীং অন্য দলের ঝান্ডা তুলে নিতে দ্বিধাবোধ করেন না। এদের আবার 'মালা' পরিয়ে গ্রহণও করা হচ্ছে। এই তো নেতানেত্রীদের হাল। এদের কর্মীরা ও সাধারণ যুবকরা কী শিক্ষা পাচ্ছে এদের কাছে? বাংলা চলেছে বিহার-উত্তরপ্রদেশের মার্গ ধরে। সামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সততার লেশমাত্র নেই। বুদ্ধিজীবীরাও তৃণভোজী, সার্কাসের বাঘ। বাংলায় আজ সুভাষচন্দ্র নেই, শ্যামাপ্রসাদ নেই। বিধান রায়ের মতো শাসক ও অনুভবী মুখ্যমন্ত্রী নেই। এমনকী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মতো প্রশাসকও নেই। আছে শুধু পরপিণ্ডভোজী লোভাতুর ভণ্ডের দল।

তবু বাঙালির জীবনের মূল শক্তি বোধহয় এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি। প্রচণ্ড দুর্যোগের দিনেই বাঙালি অতীতে জেগে উঠেছে। আজও এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁদের জাতীয় চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়নি। 'দৈনিক স্টেটসম্যান' ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। এরা এদেশীয়। কিন্তু দেশ ও রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন। আত্মপ্রতিষ্ঠার মহতী ইচ্ছাই বাঙালির এই জড়তা ও রাজনৈতিক দলদাসত্বকে ছিন্ন করবে। এটাই ইতিহাসের ভবিতব্য। এই প্রয়াসে সামিল হলেন পশ্চিমবাংলার বাইরে ত্রিপুরা, অসম, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের বাঙালিরা। যেমন এক সময় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির সঙ্গে দুনিয়ার তামাম বাঙালির ইচ্ছাশক্তি জন্ম দিয়েছিল নতুন 'বাংলাদেশ'। বাঙালিই বলতে পারে 'রাতের ভোর নেই, তাও কি হয়? / রাহু গ্রাস করে অন্তহীন?'

—সৌজন্যে দৈনিক স্টেটসম্যান

# বিচার চেয়ে কোর্টে হাজির সন্তান-সহ মা, হাতি নিয়ে 'যুদ্ধে' ভারত-বাংলাদেশ

**হাইলাকান্দি :** বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে চুপি চুপি ঢুকে পড়েছে দুই অনুপ্রবেশকারী। কিন্তু তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। ভারতীয় এক ব্যক্তির দাবি, অনুপ্রবেশকারীরা তাঁর পরিচিত। আদতে ভারতেরই বাসিন্দা। বছর আটেক আগে থাকতও তাঁরই বাড়িতে। উল্টো দিকে বাংলাদেশ থেকে আসা আর এক ব্যক্তির দাবি, না, ওরা অনুপ্রবেশকারীই বটে। বড় বাংলাদেশে। এই দড়ি টানাটানির জেরে বেজায় ফ্যাসাদে আদালত। কার দাবি মানা হবে, এখনও সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেননি বিচারক। আপাতত তাই দু'জনের দেখভালের দায়িত্ব পড়েছে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের উপর। বন দপ্তরের হেফাজতেই দিব্যি রয়েছে দুই বিতর্কিত নাগরিক। ছানা সহ মা হাতি।

ঘটনাটা সোরগোল ফেলেছিল। অসমের প্রত্যন্ত হাইলাকান্দি জেলায় হাতি নিয়ে তরজা যখন আদালতে গড়িয়েছিল। তার আগেই অবশ্য হাতি নিয়ে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হয়েছে এক ভারতীয় এবং এক বাংলাদেশি নাগরিকের মধ্যে। এমনিতে অসমের হাইলাকান্দি জেলা বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া। দিন কয়েক আগে সেই সীমন্ত পেরিয়ে চলে আসা হাতি ও তার ছানাটিকে নিজের বলে দাবি করেন এক স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁর কথা অনুযায়ী, ওই মা হাতি নাকি তাঁরই পোষা। আট বছর আগে তাকে কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। এখন কোনও ভাবে বাড়ি ফিরে ছানা সহ ফিরে এসেছে সেটি। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ থেকেও এসে হাজির হন হাতির আর এক দাবিদার। তাঁর বক্তব্য, মা ও ছানা, দু'জনেরই মালিকানা আদতে তাঁর। মজিবুল ইসলাম নামে ওই বাংলাদেশি জনাচ্ছেন, 'দিন কয়েক আগে ওরা হারিয়ে যায়। আমি পুলিশে অভিযোগও লিখিয়েছিলাম। বিএসএফ-এর কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশই আমাকে জানায় যে, ওরা রয়েছে অসমে। তখনই আমি চলে আসি।'

বিবাদের ফয়সালা না হওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয় দু'পক্ষই। প্রথম শুনানিতে হাজিরা দেয় মা এবং ছানাও। তাদের দেখতে আদালত চত্বরে রীতিমতো ভিড় জমে যায়। এমনকি বিচারকও এক বার উঠোনে নেমে দেখে আসেন যাবতীয় বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা হাতি দু'টিকে। কিন্তু সে দিন রায় শোনাতে পারেননি। আগামী সপ্তাহে ফের মামলা উঠবে আদালতে. এ বিষয়ে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বন দপ্তরকেই তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হাইলাকান্দির ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার শুনিন সইকিয়া জানান, 'যতদিন প্রয়োজন, আমরাই ওদের দেখাশোনা করব। ওরা যাতে ঠিকমতো খাবার এবং জল পায়, সে দিকে খেয়াল রাখা হবে।'

কোন দেশে ঠাঁই হবে, আপাতত তারই অপেক্ষায় দুই সীমান্ত লঙ্ঘনকারী।

—সৌজন্যে এইসময়


**FOR SALE**

Southern Ave, Kolkata, furnished modern flat on 7th floor with unique view of Rabindra Sarobar, park and stadium, south and east open 2BR/2BTH, 1284sft (1600sft built up appx), avant-garde interior decoration, matching modish furnitures, decors,appliances, 2014 Maruti car, all included. Creation of a renowned int decorator. Asking Rs 1.95 cr, negotiable.

ghoshsam@aol.com,

**Ph 973 595 1055**



Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
**Dilip Chakrabarti,**
200 Winston Drive# 2920
Cliffside Park,
NJ-07010
**dcha42@aol.com**

Any questions for Membership or Advertisement dues, Please Contact :
**Ranadeb Sarkar**
346 Yale Road
Garden City, NY - 11530.
e-mail :
ranusarkar@hotmail.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS # 020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 200 Winston Drive# 2920, Cliffside Park, NJ-07010
and
additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

# মমতা ও খালেদার দেশের ভিতকে দুর্বল করার রাজনীতি আর চলবে না

**মুনতাসীর মামুন**

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ভারতীয় কোনও প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর নিয়ে বাঙালিরা উদ্বেল হলো। ১৯৭২ সালে ইন্দিরা গান্ধি যখন ঢাকায় এলেন তখন সোহরাবর্দী উদ্যানে নৌবন্দর আকারে নতুন একটি মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছিল জনসভার জন্য। মঞ্চের নাম ছিল ইন্দিরা মঞ্চ। তাঁকে বাঙালিরা প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তাতে কোনও খাদ ছিল না, ছিল শুদ্ধ আবেগ। ১৯৭৫ সালের পর সে আবেগ ক্রমে অন্তর্হিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। জিয়াউর রহমান একটি মিনি জঙ্গি পাকিস্তান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৭-এর সঙ্গে ১৯৭৫ যুক্ত হয়েছিল। বলা হয়েছিল এটিই মূল ধারা। ১৯৭১ ব্যত্যয় মাত্র। তারপর জেনারেল এরশাদ সে ধারা এগিয়ে নিলেন। খালেদা জিয়া ১৯৭১ সালের খুনিদের ক্ষমতায় নিয়ে এলেন। এই সময় রাজনীতির প্রধান ধারা হয়ে উঠল ভারত বিরোধিতা। ১৯৪৭ সালের সমীকরণটি আবার প্রাধান্য পেল। ভারত ও হিন্দু, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মুসলমান।

নরেন্দ্র মোদির অভ্যন্তরীণ পাটাতনটিও ছিল সে রকম। ভারত ও হিন্দু। মোদির প্রবল জয়, ভারতের নব্য হিন্দুত্ববাদের বিজয়। মোদির জয় পাকিস্তানিদের বিএনপি-জামায়াতকে খুশি করেছিল কারণ, মৌলবাদ মৌলবাদকে পছন্দ করে। ২০০১ সালে পাকিস্তানি-বাঙালিদের প্রতিনিধি খালেদা জিয়া ও ১৯৭১ সালের আলবদর প্রধান নিজামিকে ক্ষমতায় আনতে সমর্থন করেছিল। বিনিময়ে খালেদা ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্থান দিয়েছিলেন বাংলাদেশে। তাদের অস্ত্র সরবরাহের পথ সুগম করেছিলেন, জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করেছিলেন, টেকনাফ থেকে মেঘালয় সীমান্ত পর্যন্ত জঙ্গিরা যাতে দুই দেশে কাজ করতে পারে তার পথ সুগম করেছিলেন এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারত বিরোধিতা চরম করে তুলেছিলেন। মনমোহন সিং তখন অনুধাবন করেছিলেন, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক থাকবে। তবে রাষ্ট্র কারা পরিচালনা করছে সেটিও ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে। শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর সে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে তুলেছিলেন ভারত সফরে গিয়ে, অনেকগুলো চুক্তি করে। আজ ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে যে নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে তার ভিত রচনা করেছিলেন শেখ হাসিনা।

সেই থেকে খালেদা ক্রুদ্ধ কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের প্রতি। সেই ক্রোধ পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছয় ২০১৩-'১৪ সালের নির্বাচন সমর্থন করায়। মোদির নির্বাচিত হওয়ার পর তাই বিএনপি জামায়াত নেতাকর্মীরা ঢাকার মিষ্টির বাজার খালি করে দিয়েছিল। তারা প্রথম ধাক্কাটি খেলেন যখন দেখলেন, মোদির কোনও দূত ঢাকায় এসে খালেদার সঙ্গে বৈঠক করলেন না, যা ঘটেছিল বাজপেয়ী ক্ষমতায় আসার পর। অথচ, বিজেপিকে খুশি করার জন্য খালেদা ভারতীয় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে অপমান করেছিলেন। খালেদা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন যখন দেখলেন, মোদি ঘোষণা করলেন, পূর্বতন সরকারের

নীতিই বহাল থাকবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে।

নির্বাচিত হওয়ার পর মোদি তাঁর ইমেজ বদলাতে চাইছেন। এক বছরে ন'টি দেশ সফর এবং 'ভাই-ভাই' নীতি তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন শক্তিশালী খেলোয়াড় হিসেবে তুলে ধরেছে। আমেরিকানরাও তাঁর হাত থেকে ধান খেটেই খাচ্ছে পোষা পায়রার মতো। মোদি অনুধাবন করেছেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতা এখন মধ্যযুগীয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। তাই অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও তিনি মৌলবাদ নিয়ে এখন আর বেশি নাড়াচাড়া করছেন না। তাঁর বাইরের ইমেজ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সহায়তা করছে। তাই মোদিকে বরণ করে নিতে কারও দ্বিধা ছিল না। বিএনপি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল মোদির সাক্ষাতের জন্য যে, তারা ঘোষণা করল তারা কখনও ভারত বিরোধিতা করেনি, এখনও করছে না, ভবিষ্যতেও করবে না। বিএনপির রাজনীতির মিথ্যার ওপর রচিত, সুতরাং তাদের নতুন মিথ্যাচারে তাদের মরিয়া ভাবটিই তুলে ধরেছে। মোদির সাক্ষাতের জন্য খালেদা যা করলেন তা লাইলা করেছিল মজনুর জন্য। যে আমি খালেদার সমালোচক, সেই আমিও লজ্জা পাচ্ছিলাম। কীভাবে ভুলি যে, খালেদা তিনবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মোদি ফেরাননি খালেদাকে। মিনিট দশেক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

মোদিকে নিয়ে সংবাদমাধ্যম ও ভদ্রলোক মহলে প্রবল উচ্ছ্বাস বয়ে গেছে। তাঁদের মুগ্ধ করেছে মোদির বক্তৃতা। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মোদি যেদিন বক্তৃতা দেন সেদিন একটি প্রবেশপত্রের জন্য ভদ্রমহলে হাহাকার পড়েছিল। ওই বক্তৃতার প্রবেশপত্র পাওয়া না পাওয়া প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে উঠেছিল। দর্শকদের মধ্যে শেখ হাসিনা বিরোধী ডা. কামাল হোসেন, মওদুদ আহমদ থেকে শুরু করে আওয়ামি লিগ ও জাতীয় পার্টির নেতারাও ছিলেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব ছিল সেখানে। মোদির দুটি বক্তৃতাই দর্শকদের আপ্লুত করেছে। ১৯৭২ সালের পর এই প্রথম দেখলাম সব বিষয়েই সমালোচক ও ছিদ্রান্বেষী বাঙালি কোনও ভারতীয় নেতার আগমন ও বক্তৃতা শুনে আপ্লুত। কারণটা কী? কারণ, তিনি বুঝেছেন বাঙালির মাড়োয়ারি বা গুজরাতি নয়। তাদের সঙ্গে একটু ভালোভাবে কথা বললে, একটু প্রশংসা করলে তারা পাগল হয়ে যায়। এবং সে সব কথা বিশ্বাস করে। বক্তৃতা মঞ্চে আমরা যা ভালোবাসি তাই তিনি বলেছেন। ভালোভাবে পরামর্শ করেছেন। তবে, নেপথ্যে ভারতীয় আমলাদের এফিসিয়েন্সি কাজ করেছে। আমাদের উচ্চপদধারীদের সঙ্গে তাঁদের উচ্চ পদধারীদের তফাত যে কত বিশাল তার প্রমাণ পেলাম আবার। সে কথাও বলছি।

বঙ্গভবনে অটলবিহারী বাজপেয়ীর মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা গ্রহণের সময় মোদি প্রথম বক্তৃতাটি দেন। ওই অনুষ্ঠানে স্বল্প কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। সে বক্তৃতাতেই তিনি কিস্তিমাত করে ফেলেন। বাজপেয়ী ১৯৭১ সালে কী কী বলেছিলেন তা তিনি উদ্ধৃত করলেন যা আমরাও ভুলে গেছি। এসব তথ্য তাঁর ব্যক্তিগত সচিব বা অন্যান্যরা খুঁজে দিয়েছেন। বাজপেয়ী ওই সময় বলেছিলেন, ভারত-বাংলাদেশ যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হল তা কূটনীতিও ছিন্ন করতে পারবে না। এর সঙ্গে তিনি যোগ করলেন, ভারতীয় সেনাদের রক্ত, মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত একই সঙ্গে এই মাটিতে মিশে আছে। সুতরাং বাংলাদেশ ভারতের বন্ধুত্ব তো স্বাভাবিকভাবেই অটুট থাকবে। তারপর জানালেন, বাংলাদেশের প্রতি তাঁর এত আবেগ কেন? কারণ, তাঁর রাজনীতির শুরুটা ১৯৭১ সাল থেকে। তিনি থাকতেন গ্রামে। বাজপেয়ী শহরে বাংলাদেশের পক্ষে সত্যাগ্রহ করবেন। মোদি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু বাজপেয়ী বা জনসংঘের সত্যাগ্রহের কথা শুনে গ্রাম থেকে শহরে ছুটে এসেছিলেন তাতে যোগ দেওয়ার জন্য। আমরা অভিভূত। যদিও মোদি সম্পর্কিত কোনও বইয়ে এ তথ্য নেই। কারণ, এই প্রথম তিনি তথ্যটি জানালেন। আমরা অবশ্য জানলাম, জনসংঘের মতো কাডারভিত্তিক দলের জনসভায় দলীয় দর্শনী আগ্রহী না হয়েও সেই গ্রাম থেকে পয়সা খরচ করে একেবারে শহরে এসে এক ভিনদেশের জন্য সত্যাগ্রহ করা তুমুল একটি ব্যাপার। এরপর করতালিতে হলঘর মুখর করা ছাড়া কোনও উপায় আছে। বস্তুত, মোদি বিনয় সহকারে সম্মানটি গ্রহণ করে জানালেন, একই সঙ্গে চলব আমরা, আগে পিছে নয়। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রেও এই কথাটি পুনরাবৃত্তি করেন। আর ওই বক্তৃতা এত মুগ্ধ করেছে এলিটদের যে, তিনি বলেছিলেন ভারতীয় সেনাদের কাছে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করেছিল— এটি যে ঐতিহাসিক এবং পলিটিক্যালি কারেক্ট নয় এ কথাও কারও মনে হয়নি। ভারতীয়রা এ ভুলটি প্রায়ই করে। বেশ ক'বছর আগে ফোর্ট উইলিয়মে মুক্তিযোদ্ধাদের যে মিলনমেলা হয় বিজয় দিবসে সেখানে আমি আর শাহরিয়র কবিরও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। জাঁকালো অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সেখানকার ফোর্ট উইলিয়ম অধিপতি একই কথা বললেন। পরে, আমি আর শাহরিয়র ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানালাম। তিনি মেনে নিলেন এবং কথা দিলেন এরপর থেকে এ ভুল আর হবে না।

যাক এ প্রসঙ্গ। মোদির 'সাথ সাথ' নীতির কথা আমরা অনেকদিন থেকে বলে এসেছি। আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির মূল বিষয় হলো মুরুব্বিয়ানা, তেমনি দক্ষিণ এশীয় বা সার্কভুক্ত দেশগুলির প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 'পিছে পিছে' অথবা 'দাদা' সুলভ। এতে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো খুশি যে ছিল না তা বলাই বাহুল্য। এখন 'সাথ সাথ' নীতি অনেককেই তুষ্ট করবে। আমরা ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এটাই আশা করেছিলাম। 'মোস্ট ফেভারড নেশন'-এর তকমা আমাদের দরকার নেই। সমমর্যাদায় আলোচনা চালাতে পারলেই দু'পক্ষের স্বার্থহানি হওয়ার সম্ভাবনা কম। মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীদের ভারতবিরোধী অংশ দুটি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করছে। এক, গোপন চুক্তি হয়েছে এবং বাংলাদেশ কী পেল? দুই, তিস্তার চুক্তি তো হলো না। পাকিস্তানি-বাঙালি অর্থাৎ বিএনপি জামায়াতভুক্ত মিডিয়া ও 'বুদ্ধিজীবীরা'ই এ প্রশ্ন তুলছেন। এসের হাহাকার দেশে পুরনো ঢাকার সেই রসিকতাটি মনে হয় 'হালাল পো ভাঙ্গা ছাদ দিয়া পানি পড়ল না তো কি শরবত পড়ল?' যে ভারতের সঙ্গে বিএনপি ও জামায়াত কখনও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার সাহস পায়নি, কোনওরকম উন্নয়নমূলক চুক্তি করতে পারেনি, তারা যখন বলে কী পেল বাঙালিরা তখন মনে হয়, যদি কোনও চুক্তি স্বাক্ষরিত নাও হতো তাহলেও বলা হতো, গোপন চুক্তি হয়েছে, ভারতকে দেশ বিক্রি করে দিয়েছে। এটি এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা যার দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা ছাড়া উপায় নেই। সীমান্ত চুক্তি ৭০ বছরেও হয়নি, এবার তা কার্যকর হলো এটি সাফল্য নয়। বিদ্যুৎ, বিনিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে চুক্তি হল ২১টি যা সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে তা হলো গোপন চুক্তি। শুধু তাই নয়, বণিকমহল ভারতে বিনিয়োগের জন্য জমি চেয়েছিল ৫০ একর। চুক্তির কালি শুকোতে না শুকোতে মোদি ঘোষণা করেছেন, গুজরাতে ৫০ একর জমি দেওয়া হবে। বাংলাদেশকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ২০০ কোটি ডলার শর্তহীনভাবে। পাকিস্তানি বাঙালিরা অবশ্যই প্রশ্ন তুলতে পারেন, কেন শর্তহীন ঋণ দেওয়া হলো? মতলবটা কী? তাদের কষ্টটা বুঝি। কেন পাকিস্তান ঋণ দিতে পারল না? কেন মাদার কান্ট্রির প্রধানমন্ত্রী এলে উষ্ণ অভ্যর্থনা পায় না? মাদার কান্ট্রি ও চিলড্রেনরা ৭০ বছরে যেসব প্রবলেম সলভ করতে পারেনি ভারতের দালাল হাসিনা সেগুলো করে ফেললেন। শেখ হাসিনা না হয় পুরনো দালাল, কিন্তু নতুন দালালির জন্য খালেদা যা করেছেন তা দালালভুক্ত হওয়ার জন্য যারা আগ্রহী তাদেরও লজ্জা দেবে। পাকিস্তানি জেনারেলরা কপাল নিয়ে জন্মেছিলেন। সুভাষ বোসের নাতনি শর্মিলা বোস বা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর

এরপর ৯ পাতায়

# মমতা ও খালেদার দেশের ভিতকে দুর্বল করার রাজনীতি আর চলবে না

৮ পাতার পর

ইচ্ছা করলেই তা পারে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে একটি বড় অংশ এখন বাংলাদেশের বাঙালিদের। কিন্তু আমাদের বিবেচনাটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি। মমতা ব্যানার্জি নয়। ১৯৭১ এখনও আমরা ভুলিনি। তিস্তা চুক্তিও করতে হবে। কী পেলাম না পেলাম ছাড়িয়ে যে বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে তা হল কী বললেন নরেন্দ্র মোদি একান্তে খালেদাকে? এই বিতর্কটি উস্কে দিয়েছেন কলকাতার দৈনিক স্টেটসম্যানের সম্পাদক মানস ঘোষ। তিনি লিখেছেন, মোদি খালেদাকে তিনটি প্রশ্ন করেছেন — এক, প্রণব মুখার্জির সঙ্গে তিনি দেখা করেননি কেন? দুই, দশ ট্রাক অস্ত্র চালান সম্পর্কে তাঁর কাছে অনেক তথ্য আছে তা তিনি সরকারকে জানাননি কেন? এবং তিন, বর্ধমান বোমা বিস্ফোরণের কী জানেন তিনি? টেলিভিশনেও মানস ঘোষের এই রিপোর্ট নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে।

বাঙালি-পাকিস্তানিদের মত, তাদের নিভৃত আলাপ কারও জানার কথা নয়। অর্থমন্ত্রী মুহিতের ভাষায় বলতে হয়, এসব পাকিস্তানি-বাঙালি স্টুপিডও হয়ে। এ ধরনের আলোচনায় প্রতিটি লাইন ব্রিফ করা থাকে। যারা ব্রিফ করেন তাঁরা তো জানেনই মোদি কী বলবেন? তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই? আর সাংবাদিকদের কাজই তো হচ্ছে নিভৃত আলাপ-আলোচনা প্রকাশ করা।

মোদির আগমনে, বক্তৃতায় চুক্তি স্বাক্ষরে ভারত-বাংলাদেশ দু'পক্ষই লাভবান হয়েছে। এই সফর ও চুক্তি বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। খালেদা জিয়া ও ভারতে মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আর যে কেউ প্রধানমন্ত্রী হোন না কেন এ সম্পর্ক আর প্রাক ২০০৮ ফিরে যাবে না। হয়ত স্থবির থাকবে। শেখ হাসিনা অনেক আগেই আর ভারতীয় নেতৃত্ব মনমোহনের সময় থেকে বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন।

মোদির আগমন সবচেয়ে বড় অভিঘাত হেনেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে। আওয়ামি লিগ বিরোধী রাজনীতির মূল বিষয়টি ছিল অন্ধ ভারত বিরোধিতা। এই বিজেপি সরকারই এক সময় এই বার্তা দিয়েছিল যে, তাতে ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে। এখন বিষয়টি উল্টো হয়ে গেছে। বিএনপি নেতারা বলছেন, ভারতকে উপেক্ষা করে রাজনীতি করা যাবে না। এর অর্থ মাদার কান্ট্রি পাকিস্তান থাকবে তবে ছেলে প্রবাসী অর্থাৎ খানিকটা দূরত্ব রাখতে হবে। খালেদার মরিয়া হয়ে দেখা-ভিক্ষা ভারত বিরোধিতার রাজনীতিতে পানি ঢেলে দিয়েছে। ভারত বিরোধিতার আগুন পুরোপুরি নেভেনি এখনও, ধিকিধিকি জ্বলছে। ভারত বিরোধিতার রাজনীতি পুরনো ধারায় আর ফিরে যাবে না।

আমার ব্যক্তিগত মত, মোদির 'সাথ সাথ' বৈদেশিক নীতির প্রভাব সার্ক দেশগুলোতে অনুভূত হবে এবং নির্দ্বিধায় ভারতের নেতৃত্ব সবাই মেনে নেবে। মোদি যে আস্থা সৃষ্টি করেছেন তার ফলে চারদেশীয় গাড়ি চলাচল চুক্তি হয়ে গেছে। এই চুক্তি এবং চতুর্দেশীয় ট্রানজিট চুক্তি কানেকটিভিটির নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। কানেকটিভিটি শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করবে তা নয়, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসও হ্রাস পাবে। সব ধরনের কানেকটিভিটিই উন্নয়ন। আমরা হয়ত থাকব না কিন্তু কুড়ি বছর পর ইউরোপিয় ইউনিয়নের আদলে যে সার্ক ইউনিয়ন হবে না এবং তা একটি অর্থনৈতিক শক্তি হবে না তা কে বলবে। এবং আমরা তো তাই চাই।

সবশেষে বলব, শেখ হাসিনা সেই প্রবাদটিই সত্য প্রমাণ করেছেন যে, সবুরে মেওয়া ফলে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কোন্নয়ন তিনি ভেবেছিলেন এ অঞ্চলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং পাকিস্তানের আইএসআইয়ের নাশকতামূলক প্রভাব হ্রাস করবে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কোন্নয়নের কারণ শুধু আবেগ নয়, তার নিরাপত্তার প্রশ্নও। মায়ানমার ও বাংলাদেশ এক সময় ভারতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি ছিল। কারণ ১৯৭১ সালের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আইএসআই ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহায়তা করেছিল যাদের মূল আশ্রয় ছিল মায়ানমার ও বাংলাদেশ। খালেদা যাদের বলতেন, ভারতের স্বাধীনতাকর্মী যারা ভারতীয় দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়। শেখ হাসিনা সেই নিরাপত্তা প্রদান করেছেন, যে কারণে ভারত আর্থিক দিক থেকে প্রচুর লাভবান হয়েছে। মায়ানমারকে ভারত ইঙ্গিত দিয়েছে সাম্প্রতিক সীমান্ত অতিক্রম করে যে, যত বন্ধুত্বই থাকুক এ প্রশ্নে আপস হবে না। পাকিস্তানও এ কারণে চিন্তিত। কারণ, কাশ্মীর সীমান্তে মুজাহিদদের হটপারস্যুট করে ভারত ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। শেখ হাসিনা শুধু ভারত নয়, একই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ভূটান ও নেপালের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন করেছেন। নেপাল-ভূটান ভারত থেকে বাংলাদেশকে এখন বেশি না হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না, বরং অধিক বন্ধুভাবাপন্ন মনে করে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের কারণে শেখ হাসিনাকে পাকিস্তানি-বাঙালিদের অনেক গালমন্দ সইতে হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিবিদরাও অনেকক্ষেত্রে মমতার মতো রাজনীতি করেছেন। কিন্তু শেখ হাসিনা ধৈর্য ধরেছেন। কূটনীতিতে ধৈর্য যে কতটা জরুরি তাও তিনি প্রমাণ করেছেন এবং তার ফল শুধু বাংলাদেশ নয়, সার্কের অন্যান্য দেশও ভোগ করবে। পাকিস্তান এখন ক্রমেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। ফলে পাকিস্তানের প্রক্সি রাজনীতিবিদরাও যেমন অসুবিধায় আছেন এবং তেমনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন। তাদের চিৎকার এখন সেই প্রবাদের মতো, রাতের পথে কাঁরাভা এগিয়ে যায়, সারমেয় শুধু আর্তচিৎকার করে। অন্যদেশের ক্ষেত্রে না হোক, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বা দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন, রাষ্ট্র-রাষ্ট্র সম্পর্ক শুধু নয়, রাষ্ট্রে কে শাসন করছে তাও বিবেচ্য। মোদি-হাসিনার দৃষ্টিভঙ্গি সার্ক ও নিজ নিজ দেশকে শক্তিশালী করবে। এটিই বর্তমানের রাজনীতি। মমতা-খালেদা রাজনীতি দেশকে দুর্বল করবে এবং তা ফেলে আসা দিনের রাজনীতি।

*—সৌজন্যে দৈনিক স্টেটসম্যান*


**VACANT TWO STORY SINGLE FAMILY HOME FOR SALE**

TWO STORY SINGLE FAMILY HOME IN
**SECTOR 1 OF SALT LAKE, KOLKATA**
(WALKING DISTANCE TO CITY CENTER AND PLANNED METRO STATION)

**FOR 3.2 CRORES. THE HOUSE IS ON 4+ KOTTAHS, HAS TWO INDEPENDENT FLOORS HAVING 3 BED ROOMS, 2 WESTERN STYLE BATH ROOMS, TWO GARAGES, KITCHEN AND LIVING ROOM. THERE ARE NO TENANTS.**

*Please contact :* **JAYANTA GUHA**
at **jkguha@yahoo.com** or call at **(818)-610-8926.**


## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

### পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

যেকোনও বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাতে সংক্ষেপে চিঠি লিখুন।
পরিষ্কার বাংলায় হাতে লেখা বা টাইপ করা চিঠি ই-মেল / স্ক্যান বা ডাকে পাঠান।

চিঠি পাঠানোর ঠিকানা ঃ
email : dcha42@aol.com or
Dilip Chakrabarti - 2418A, 2nd Street,
Fort Lee, NJ-07024
অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।


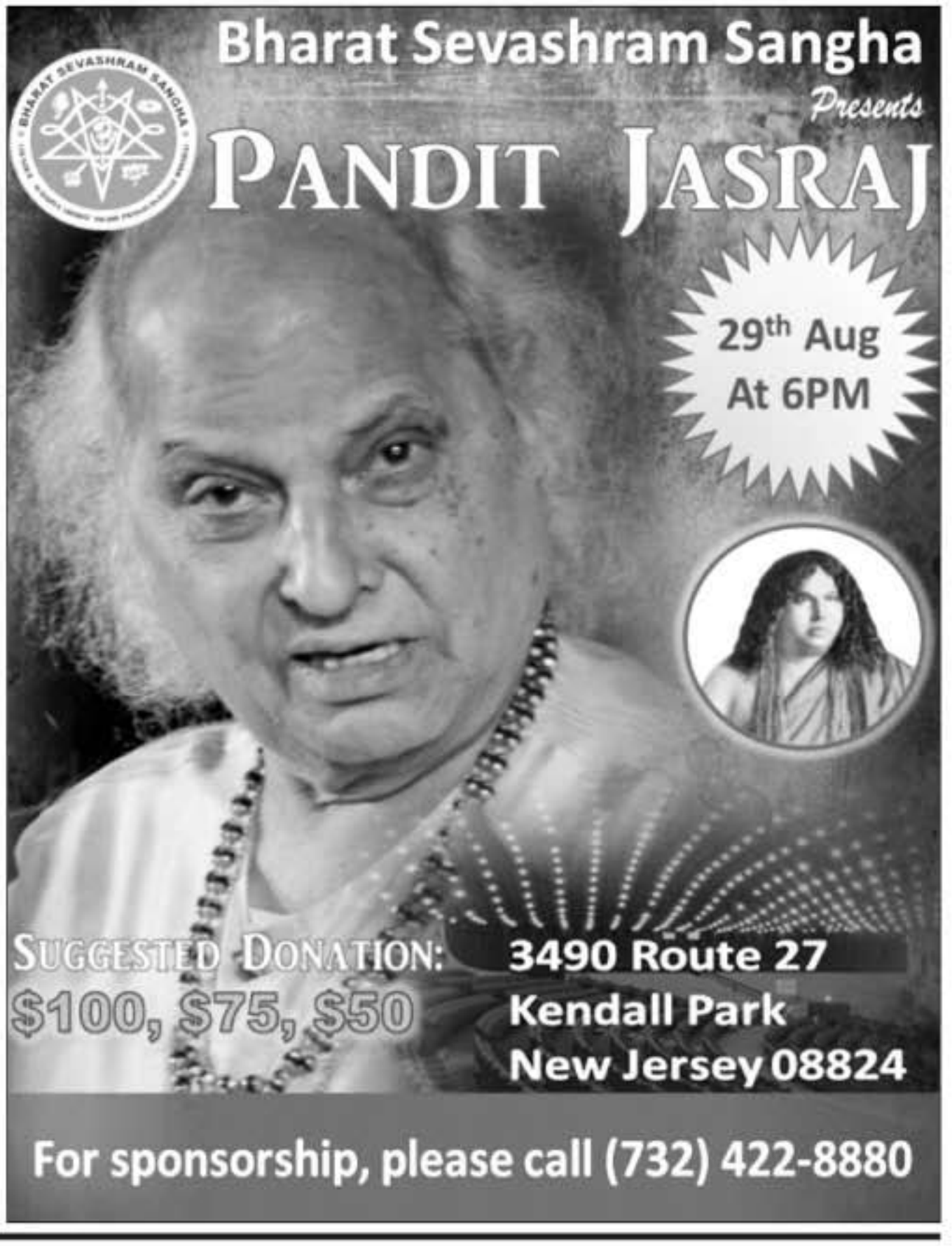

# 36th North American Bengali Conference 2016

Madison Square Garden, New York
1, 2 & 3 July, 2016
Organized by **Cultural Association of Bengal**
along with Partner Organizations
www.nabc2016.com

**REGISTRATION FORM - STANDARD**

## Personal Information (* fields are required) PLEASE PRINT IN CAPITAL

| Title* | First Name* | Middle Name | Last Name* |
|---|---|---|---|
| Address Line 1* | | | |
| Address Line 2 | | | |
| City* | State* | Zip* | Country |
| Phone* | Email* | | |
| Did you attend NABC before? ☐ Yes ☐ No | Organization that requested you to register | | |

## A. Event Registration: Category and Rate (select one only)

| With Sunday Superstar Program @ MSG ☐ | | | Without Sunday Superstar Program @ MSG ☐ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ Student $125, | ☐ Individual $140, | ☐ Couple $250 | ☐ Student $100, | ☐ Individual $125, | ☐ Couple $220 |
| ☐ Family with 1 child $290, | ☐ Family with 2 child $300, | ☐ Family with 3 child $310 | ☐ Family with 1 child $250, | ☐ Family with 2 child $260, | ☐ Family with 3 child $270 |

## B. Family Information

| Title | Spouse First Name | Spouse Middle Name | Spouse Last Name |
|---|---|---|---|

| First Child Name | Age | Second Child Name | Age |
|---|---|---|---|
| Third Child Name | Age | | |

## C. Extended Family Information (Add individual rate for each) Number of additonal adult ☐

| First Individual Name | Age | Second Individual Name | Age |
|---|---|---|---|
| Third Individual Name | Age | Fourth Individual Name | Age |

## Payment Method (Select one payment method) (sum of boxes A + C) Total Amount $ ☐

☐ Check ☐ Visa ☐ MasterCard

**Mail the Registration to:**
Chitta Saha
4 Entrance Way
Purdys, NY 10578
914-519-8171
chittasaha1943@gmail.com

Checks payable to : Cultural Association of Bengal
Payable in US dollars only
$35 charge for returned checks

**Credit Card Info:**

Account Number:_____ ccv:_____ Exp. Date:____/____

Account Holder Name:_____

☐ I agree to pay the above charges. I authorize CAB to charge this amount to my credit card

Authorized Signature: ☐ Date: ☐

**Terms and Conditions** *

1) All children over 4 years must register with parents. 2) Children registering with parents should be 21 years of age or under. 3) Individuals who have registered as students, must show their student badges when checking in at the conference. 4) There will be a $35 charge for Returned Check. 5) Cancellation Policy - Refund Request in writing will be honored till 1st May, 2016 with a 25% administration fee, refunds cannot be processed after 1st May, 2016. 6) Higher rates for "walk-in" Registration. 7) For all registration questions please email to: nabc.reg.indiv@gmail.com

☐ **I, the registrant, do hereby agree to the terms and conditions stated above** *

Signature: ☐ Date: ☐

**Official Use Only - Confirmation Number: Processed By: Date:**

# 36th North American Bengali Conference 2016

Madison Square Garden, New York
1, 2 & 3 July, 2016
Organized by **Cultural Association of Bengal**
along with Partner Organizations
www.nabc2016.com

## REGISTRATION FORM - DONOR

### Personal Information (* fields are required) PLEASE PRINT IN CAPITAL

| Title* | First Name* | Middle Name | Last Name* |
|---|---|---|---|
| Address Line 1* | | | |
| Address Line 2 | | | |
| City* | State* | Zip* | Country |
| Phone* | Email* | Organization that requested you to register | |

### A. Event Registration: Category and Rate (select one only)

☐ **With Sunday Superstar Program @MSG - $2,000**

- Donor Badges (2 adults and 2 children up to 21 years)
- Recognition in Website
- 3 nights Complimentary hotel
- Reserved Area Seating

☐ **Without Sunday Superstar Program @MSG - $1,800**

- Donor Badges (2 adults and 2 children up to 21 years)
- Recognition in Website
- 3 nights Complimentary hotel
- Reserved Area Seating

### B. Family Information

| Title | Spouse First Name | Spouse Middle Name | Spouse Last Name |
|---|---|---|---|
| First Child Name | Age | Second Child Name | Age |

### Payment Method (Select one payment method) Total Amount $

☐ Check (payable to: Cultural Association of Bengal)

☐ Visa

☐ Mastercard

Hotel Selection: Check-In ___ / ___ / 2016 Check-Out ___ / ___ / 2016

Number of Rooms: _____ Total number of Guests: _____

☐ The New Yorker ☐ Affinia

Note: Hotel charges will be charged separately from Registration amount.

**Mail the Registration to:**

Chitta Saha
4 Entrance Way
Purdys, NY 10578
914-519-8171
chittasaha1943@gmail.com

Checks payable to : Cultural Association of Bengal
Payable in US dollars only
$35 charge for returned checks

**Credit Card Info:**

Account Number:_____ ccv:_____ Exp. Date:____ / ____

Account Holder Name:_____

I agree to pay the above charges. I authorize CAB to charge this amount to my credit card

Authorized Signature: _____ Date: _____

**Terms and Conditions** *

1) No forms will be accepted unless signed and dated. 2) Cancellation Policy - Refund Request in writing will be honored till 1st May, 2016 (less $35 admin charge). No refunds request will be accepted after 1st May, 2016. 3) There will be a $35 charge for Returned Check. 4) For all registration questions please email to: nabc.reg.indiv@gmail.com

☐ **I, the registrant, do hereby agree to the terms and conditions stated above** *

Signature: _____ Date: _____

**Official Use Only - Confirmation Number: Processed By: Date:**

## New York --- The Capital of the World!

### The city of New York is calling you, O Bengalis.....

*Home to the Empire State Building, Times Square, Maddison Sqaure Garden, Statue of Liberty and other iconic sites, New York City is a fast-paced, globally influential center of art, culture, fashion and finance.*

*This time, on the occasion of 36th NABC, the Big Apple is stretching its arms for you to come and be part of this historic event on July 1 -3, 2016, at the Madison Square Garden. We all will witness the history in making when at Madison Square Garden, which has hosted Elvis Presley, John Lennon, George Harrison, Brittney Spears and many of music geniuses from all over the world, will echo the melodious Rabindra Sangeet, traditional folk songs and upbeat modern songs from both Bengals.*

*The curtain on stages will rise for the top names from Kolkata & Dhaka theaters and the silver screen will light up beaming the landmarks of Bengali cinemas after being introduced by the great Directors and Producers.*

*The corner spots for different alumni meet/greet will buzz up with famous Bengali adda, noise and the stalls will call you for your stocking up of latest Sari, Jewelries and Punjabi outfits. Definitely, those three days in New York City will leave you with a memory of a lifetime and a feeling of Durga Puja, Christmas and Eid.*

# THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN.

**A 5,500 - seat, fully appointed theatrical venue, the Theater at Madison Square Garden is the perfect setting for staged events, graduations, concerts and meetings on a grand scale. The venue has hosted legendary concerts, memorable theatrical productions and an impressive roster of performers. The space's interior architecture is equally remarkable as the room allows for flexible configurations and the last row is a mere 177 feet from the center stage, ensuring an intimate experience from every seat in the house!**

**An upscale hotel with an airy, elegant lobby in Midtown and is less than a block from Penn Station and Madison Square Garden**

AFFINNIA, MANHATTAN SEVENTH AVENUE AND E.34TH STRETT

WWW.AFFINNIA.COM

THE NEW YORKER A WYNDHAM HOTEL
481 8TH AVENUE, NEW YORK, NY 10001,
(212) 971-0101

**The New Yorker is in Midtown Manhattan along 8th Avenue – just south of Times Square and north of Penn Station**

# বরাকরের রিক্সাওয়ালা

দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, অস্টিন, টেক্‌শাস

কুপটি থেকে বরাকর আর ডিসেরগড় শহরের কয়লাপোড়া এই কুড়ি মাইল পরিধির ভিতর হীরামনের রিক্সার দৌড়। এটাতো কলকাতার বাবুদের শহর নয় যেখানে এক মাইলের মধ্যেই হরদম প্যাসেঞ্জার মেলে। এখানে বরাত জোড়ে মাইথন ড্যামের কোলে কল্যাণেশ্বরীতে ভাড়া পেয়ে গেলে অবশ্য কথাই নেই। কিন্তু দশ মাইল দূরে কল্যাণেশ্বরীতে যাওয়া বড় কষ্টের ব্যাপার। ওই রাস্তায় শুধু চড়াই আর খাড়াই। পা থেকে কোমর অবধি একেবারে ধসকে যায়। দিনান্তে প্যাসেঞ্জারের মোকাবিলা হয় না সেই সন্ধ্যা পর্যন্ত। অগত্যা সকাল কি দুপুর বেলা কল্যাণেশ্বরীতে পৌঁছে খালি রিক্সাটাই ফেরৎ আনতে হয়। তবুও কল্যাণেশ্বরীতে যাওয়া একটা মোহ আছে তার। খোলা হাওয়ায়, ফাঁকা রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে সুখ আছে। তার উপর ঠাকুর দেবতার নাম করে ভাড়াটা যথেষ্ট বেশি পাওয়া যায়, সেটাও কম কিছু নয়।

রিক্সাটার ঘন্টির আওয়াজ শুনতে হীরামনের খুব ভালো লাগে। ঘন্টির আওয়াজটা শুনতে ঠিক পায়ের মলের মত—টিড়িং টিড়িং। হীরামনের মনে হয় যেন রিক্সাটা তার দেহেরই অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিক্সা ছেড়ে ঘুমোবার সময় ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। শোয়া, বসা, সকাল দুপুরের খাওয়া সবটাতেই তার রিকসাখানাকে চাই। ঘন্টির আওয়াজ টিড়িং-টিড়িং যেন তার শিরার মধ্যেই বাজে। গাড়ি চালাতে চালাতে কখনও মজা করবার জন্যই সে প্যাডেল করা বন্ধ করে দেয়। পেছনের চাকার ছোট চাকতিতে প্যাডেলের চেনটা ঘসে কিরর-কিরির শব্দ উঠে। শব্দটা তার কানে বাজে খুব। কিন্তু উপায় কি? একটা টাংগা গাড়ীর সঙ্গে রিকসাটার ধাক্কা লেগেছিল। সেই থেকে প্যাডেলটা একটু বাঁকা। মাঝেমাঝে রিকসাটা যে চালু আছে এই কথা জানাতেই সেই শব্দটা শোনে। তখন এমন সব আজগুবী কথা ওর মনের কোণে ভিড় করে যে একটার সাথে আর একটার কোন সম্বন্ধই খুঁজে পায় না। কতদিন ধরে কত শত সওয়ারিকে সে রিকসায় বসিয়েছে। তাদের কথাগুলোকে এক করে মনে পড়ে যেতে থাকে। যেন কথাগুলো বন্ধ হবার নয়। তখনই মনটাকে শান্ত করার জন্যই সে রিকসাটার ঘন্টিটা একবার অকারণে বাজিয়ে দেয় —টিড়িং - টিড়িং।

বরাকরের ব্যাংকের সামনেই বুড়ো বুড়ি দাঁড়িয়েছিল। চাকার উপর পা দিয়েই হীরামন রিক্সাটার স্পীড কমিয়ে আনে।

— মেমসাহেব, রিক্সা?

— সাহেবপাড়া যেতে কত নেবে? বুড়ি তার নড়বড়ে ঘাড়টা সোজা করার চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলো। এক নজর তাকিয়েই হীরামন বুঝতে পারে এরা এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। দুজনেরই বয়স সত্তরের কোঠায়। বুড়োর পরনে লাটখাওয়া গ্রেট রঙের পুরানো প্যান্ট-কোর্ট। বুড়ির পরণে সাদা-লাল ফুলের ছিটের ফ্রক। রিকশাটা তাদের সামনে থামিয়ে মাথার গামছাটা খুলে হীরামন সওয়ারীকে আহ্বান জানানোর ভংগীতে সিটটা মুছতে থাকে—

— মেমসাব যা খুশি তাই দেবেন। নতুন লোক তো আর নন।

— না হে, পরে অজ্ঞাত হতে পারে। ভাড়া ঠিক করে নেওয়াই ভালো।

— না মেমসাব- আমি ওদের মত নই। ওরা গাঁও থেকে নতুন আসে কিনা তাই সওয়ারীদের ভাড়া নিয়ে বিরক্ত করে।

বলে বুড়োর কাছে সাড়া শব্দ না পেয়ে ভাবে ব্যাপারটা কি? বুড়োটা কালা নয়তো? আবার ভালো করে দেখে নেয় ওদের। বুড়ির মুখে ছোটবড় কোঁচ। বুড়োর গালে নাকের দুপাশে মাংস ঝুলে পড়েছে। চশমার পুরু কাঁচ দেখে বুঝতে পারে যে অনেকদিন আগেই চোখে ছানি পড়েছে। হাতে ছড়ি কিন্তু হাতটা সব সময়েই কাঁপছে। হীরামন ভাবে ব্যাটা বুড়োর যাবার সময় হয়ে এসেছে। আর বেশি দিন নেই। বেচারি বোধ হয় ব্যাংক থেকে পেনসনের টাকা তুলতে এসেছিল।

ছড়িতে ভর করে বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে দু-একবার রিকসায় উঠবার চেষ্টা করে কিন্তু উঠতে পারে না। হীরামন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। কিন্তু বুড়োকে নোংরা হাতে যাতে ছুঁয়ে না ফেলে চোখে মুখে সেই রকম একটা ভাব দেখিয়ে বুড়ি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে। বুড়োর হাতটা সে নিজের কাঁধে রাখে। বুড়োর কোমরে হাত দিয়ে খুব সন্তর্পণে রিকসায় ওঠায়। যেন বুড়ো দু-তিন বছরের শিশু। হীরামনের সাথে চোখাচোখি হতেই বুড়ি একটু ক্ষমা সুলভ হাসি হাসে। যেন বলতে চায় — আহা বেচারা বুড়ো! নিজে উঠতে পারে না। হীরামন কেমন জানি মুগ্ধ হয়েই বুড়ির এই মুখের ভাবটা লক্ষ্য করে। কিন্তু বুড়ির মুখের দিকে চাইতে গিয়ে তার গলার সরু হারটার দিকে নজর পড়তেই সে চমকে ওঠে। তার মনে পড়ে যায় তার হার চুরির ঘটনাটা। ভেবেছিল মালবাবুর বাড়ি থেকে তার বউএর গলার হার চুরির ব্যাপারটা সে ভুলেই গেছে। না! চুরির ব্যাপারটা কিন্তু তখন থেকেই তার মনে পড়ে যায়। বলবারই বা কি আছে? ওর বন্ধু পরাশর হয়তো শুনে বলবে এক কথা বারবার। ওই ভাবতে ভাবতেই তুই শালা এক দিন একদম পাগল হয়ে যাবি।

হীরামন তড়িঘড়ি করে মেমসাহেবের অনুমতি চায় — গাড়ী চালাবো কি? বুড়ি বলে — হ্যাঁ চালাও। তবে জোরে নয়, আস্তে।

বুড়োর কোটটা রিকসার এক কোণে চেপে গেছিল। সেটা তলা থেকে টেনে বার করে দেয় বুড়ি।

তারপর বুড়োর পিঠের দিকে সিটের উপর হাতটা ছড়িয়ে দেয়। আড় চোখে তাই দেখে হীরামনের বুকের ভিতর যেন একটা শিরশিরানির ভাব খেলে যায়। হীরামন যেন এসব ঘটনা কোথাও ঘটতে দেখেছে। এসব তার চোখের আড়ালে ঘটেছে বারবার। পিছন ফিরে আরএকবার ভালো করে দেখে নেয়। বারবার আকর্ষণ করার মত ওদের এমন কি আছে? পিছন ফিরে ওদের আবার দেখবার ইচ্ছা দমন করতেই হীরামন গুণগুণ করে গান করে—

ছোটা সা তিতর কে বাচ্চা রে
যারা জামুন গিরা।
কাচ্চে গিরাইবো তো মারব রে
যারা পক্কে গিরা।।

গানটির ভাব ও ভাষা সরল। তিতির পাখির ছোট বাচ্চা জাম পাড়তো দেখি গাছ থেকে। কাঁচা জাম পাড়লে তুই খুব পিটুনি খাবি। তার চেয়ে বরং পাকাই পাড়। গানটির মানে বুঝে সে আপন মনেই একটু হেসে ওঠে। নিজের অজান্তেই সে পিছন ফিরে তাকায়। মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে—মেমসাহেব! রোদ লাগছে না তো?

বুড়োর কথা মনে হতেই বুড়োর মুখের বার্ধক্যের ছাপের কথাই মনে পড়ে গেলো তার। প্রতিটি বার্ধক্য রেখার বিনিময়ে মানুষ কি পায়? টাকা-পয়সা, বাড়ি, স্ত্রী না ছেলে পুলে? কি পায়? না সারা জীবন তো কেঁদে কেঁদেই চলে। তারপর রাতের পর রাত জেগে বিড়ি টেনেকে। না তো মদের নেশায় চুরচুর হয়ে নর্দমায় শুয়ে গড়াগড়ি খায়?

সে বিয়ে করেছে সুন্দরী রামদুলারীকে। ধারা বলে তার একটি মেয়েও জন্মেছে। কিন্তু তার সংসারে সুখ আসি আসি করেও আসছে না। মালবাবুর বউএর গলার হার চুরির টাকাতে সে রিকসা কিনে ছিল—সেটা ভাঙিয়েই সে খাচ্ছে। তিরিশ বছর পর যখন তারও গলার চামড়ায় এই রকম ভাঁজ পড়বে তখনও কি সে এই ভাবে রিকসা টানতে পারবে? তখনও কি সে রামদুলারীকে ঘুম থেকে তুলে পিটবে মাঝরাতে, তার খাওয়ার পরিমাণ কম হয়েছে বলে? তখনও কি সে ভাববে তার চাওয়ার আর কিছু বাকি আছে? না না না। ততদিন তো তাদের ধারা মেয়েটা বড় হয়ে যাবে। ওর বিয়ে হয়ে যাবে। ও সুখে থাকবে। কিন্তু সে তার নিজের বাপকেই কি সুখ দিয়েছে? আজও তার বাবা বুড়ো বয়সে মিস্ত্রীর কাজ করে খায় এই বুড়োর মতই তার বাপেরও ঘাড় কাঁপে কাজ করতে গিয়ে। কথাগুলো একের পর এক ভাবতে গিয়ে হীরামনের মাথাটা আস্তে আস্তে গরম হয়ে যায়। সে রিক্সাটার ঘন্টিটাই অকারণে বাজিয়ে দেয়—টিড়িং-টিড়িং-টিড়িং।

দিন দশেক আগেকার কথা। চুঙ্গির কলের জলে নাইছিলো সে। জল ভরতে এসে বোধার বউ বললো—এ হীরা! তোর তো হাড় পাঁজরা সব বেরিয়ে গেছে রে।

সাবান লাগাতে লাগাতে হাতটা থেমে গেছিল। অনেকক্ষণ ধরে পাঁজরের হাড়ের উপর আঙুল চালিয়ে হাড়গুলো অনুভব করছিল সে। হঠাৎ যেন নিজেকে খুব দুর্বল মনে হয়। কে জানে মুখের চামড়ায় হয়তো রিকসায় চাপা বুড়োরই মত কোঁচ ধরেছে তার। সঙ্গে সঙ্গে আয়নাতে নিজের মুখখানা দেখে নেবার বাসনা জাগে। এক সময় তার রিকসায় আয়না ছিল, বেলুন উড়তো ফরফর করে। না না রঙের কাগজের ফুলও নাচতো। কিন্তু আজ সে সব কলকব্জা বিকল হবার মুখে। চলতে চলতে কখনো বা ফ্রীহুইলটা ঘুরেই চলেছে কিংবা হয়তো চেনটাই খুলে যাচ্ছে। সওয়ারির গালি খেতে খেতে মাঝপথে হাঁট কিংবা পাথর দিয়ে

এরপর ১৫ পাতায়

# বরাকরের রিক্সাওয়ালা

১৫ পাতার পর

বল পিন ঠোকা কিংবা চেনটা লাগাতে গিয়ে হাতময় কালিঝুলি মাখা কি বিশ্রি ব্যাপার। এক এক সময় ওর মনে হয় আগুনে রিক্সাটা জ্বালিয়ে দিলেই ভালো হয়। টাল্লা গাড়ীটার সংগে ধাক্কা লাগার পর থেকেই ডানদিকের চাকাটা এঁকে বেঁকে নড়বড় করতে করতে চলে। সে এই সব সামলাবে না রামদুলারীর হাতে গোছ গোছ টাকা দেবে। এও এক অদ্ভুত ব্যাপার। নিজের কথা যখনই সে ভাবে তখনই তার রিক্সাটার কথাও তার মনে পড়ে যায়। একটার সংগে অন্যটার যেন নাড়ির টান আছে। হীরামন অকারণেই মলে শব্দ তোলা রিক্সার ঘন্টিটা বাজিয়ে দেয়—টিড়িং-টিড়িং-টিড়িং।

ঘন্টির আওয়াজটাও যে কত বিশ্রী শোনায় এই প্রথম যেন হীরামন অনুভব করে। হীরামনের নিজের বাপের কথাই আবার মনে পড়ে যায়। অনেক বারই তার মনে হয়েছে যে বাপের পায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কিন্তু যখনই তার বাপের প্রহারের কথা মনে পড়ে তখনই তার সুবুদ্ধি উপে যায়। কনকনে শীতের মাঝরাতে বাপের লাথি, কিল, ঘুসি আর গালিগালাজ তার কানে এখনও তীরের মতন বেঁধে।

শালা, হারামজাদা! ও তোর আসল মা না হতে পারে, তবু তো সম্পর্কে তোর মা। তার উপরই নজর দেওয়া। তোর প্রতি অঙ্গে ঘুন ধরবে। খবরদার যদি এ বাড়ী আর মারিয়েছিস তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন। সে রাতেই বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে বরাকার যে প্রথম ট্রেনটা ধরলো সেটা যাচ্ছিল কলকাতা। মাঝামাঝি দুর্গাপুর স্টেশনে সে নেমে পড়ে। আর ঐ খানেই তো হার চুরির ঘটনাটা ঘটলো। নিজের বাপের কথা চিন্তা করেই এই বুড়ো বুড়ির জন্য তার মায়া হয়। দেখেই মনে হয় বুড়ো বয়সে কাঠমিস্ত্রী রোদ্দুরে কর্নিক দিয়ে সিমেন্ট, বালি মিশিয়ে ইট গাঁথছে। যদি মেরেই থাকে তাতেই বা কী? ওর নিজেরও তো দোষ ছিল। বয়সের দোষে একটা অন্যায় না হয় হয়েই গেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে বুড়ির গলার হারটা দেখতে পেলো।

হঠাৎ চমকে উঠে রিক্সাটার স্পীড একেবারে কম করে দিলো সে। এই বুড়ো বুড়ি সেই মালবাবু আর তার স্ত্রী নয়তো? ধ্যাৎ-শালা। এরা তো কুলটির বাসিন্দা। তবু মালবাবুর সাথে হঠাৎ কোনদিন দেখা হয়ে যায় এই তার ভয়। চিনতে কি আর পারবেন? না জানি কত কুলিই তার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেছে। মালবাবুর স্ত্রী মুখে কাপড় গুঁজে তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখে, হার ছিনিয়ে পালানো, বন্ধু সংগীর সংগে রাত ভোর সেই সোনা গলানো — সবই এক নিমেষে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যতদিন সেই চুরির টাকাতে কেনা রিক্সাটা তার কাছে আছে, ততদিন সে হারের কথাটাও ভুলতে পারবে না। টিড়িং-টিড়িং-টিড়িং ঘন্টাটা বাজিয়ে দেয় হীরামন।

কখনো কখনো এক অদ্ভুৎ খেয়াল চাপে হীরামনের মনে। কিছু টাকা পয়সা হাতে জমলে ঠিক ঐ রকম একটা হার গড়িয়ে মালবাবুর বউকে ফেরত দিয়ে আসে। বলতো—হুজুর, আমার অপরাধ হয়ে গেছে। আমি তখন অভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজও কি অভাবটুকু তার গেছে? আজও কি চাইলেই সে রামদুলারীকে বঞ্চিত করে, তার ধারা মেয়েটাকে বঞ্চিত করে, সে হারটা ফেরৎ দিতে পারে? পারে না। কিন্তু ঐ মালবাবুও তো হাজার হাজার টাকা চুরি করছে। বউ এর জন্যে হাজারটা হার বানাচ্ছে—তার বেলা কি হয়?

হঠাৎ কানে এলো—এ ফটকটার সামনে দাঁড় করাও। ফটকটার সামনে রিকসাটা থামিয়ে সে পেছনে তাকালো। তখন বুড়োর ঠোঁটের কোণ দুটো বুড়ি সযত্নে মুছিয়ে দিচ্ছিলো। বুড়ি বুড়োর জন্য কতই না দেখাশুনো করে। ওরা যেন হীরামনের কাছে কতই পুণ্যবান। হীরামন ওদের কাছে বেশি পয়সা চাইতে পারলো না। নিজের ক্ষতি করে আস্তে আস্তে গাড়ী চালিয়ে কিছু পুণ্যলাভ করেছে। ও যেন জানতে না পারে এ পুণ্যের সাথে ওর জীবনের কোন যোগ আছে— আবার নাও আছে।

ছোট্ট তিন নম্বর মেয়েছেলেকে তার বাবা কিনে এনেছিল। তার সুরেলা কণ্ঠস্বর তাকে অনেকদিন পাগল করেছিল। এতে তার কি দোষ? দোষ কোন থাকে তো সে তার বাপেরই। বুড়োর একপা ঘাটের দিকে তবু কামনার শেষ নেই। যা হবার তাতো হয়েই গেছে। চুরির পয়সায় হোক আর যে করেই হোক সে তো সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। বউ আর মেয়েকে নিয়ে। তার মাঝখানে ওকে দেখে যদি তার বাপের কথা মনে আসে তাতে কার কি ক্ষতি? এই বুড়োটার মত তার বাপটা মরে গেলে তখন তো আর সে কিছুই করতে পারবেনা—এ কথাটা ভাবতেই তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। উদাস আঙুলে সে তার রিক্সাটার ঘন্টিটা বাজিয়ে ফেলে। তার শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই রিক্সাটার ঘন্টিতে মলের শব্দ ওঠে—টিড়িং-টিড়িং-টিড়িং।

।। ২য় খণ্ড ।।

হীরামন তার রিক্সাখানা বরাকর স্টেশনের বাইরের গাছের তলায় দাঁড় করায়। সিটের উপর শুয়ে পড়ে গাছের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। আজকাল হীরামনের পুরোনো দিনের বন্ধু, অন্নদাদের মংগীসাহেবও লেবার লিডার বনে গেছে। পাঞ্জাবী-পাজামার উপর জ্যাকেট চড়িয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। আগে তার সংগেই সোনা চুরির ব্যাপারে ফেঁসেছিলো আর রিকসা চালাতো। হীরামনের মেজাজটা তেতো হয়ে যায়। নীচ কোথাকার! রিক্সায় শুয়ে শুয়ে হাতটাকে মুঠো করে দূরবিনের মতো চোখের উপর লাগিয়ে সে গাছের পাতা আর আকাশখানাকে দেখে। ঐ দূরের আকাশটাকে দেখতে তার যে কি ভালই লাগে বলে বোঝাতে পারবো না। অথচ আকাশ বলে নাকি কিছুই নেই—শুধুই বাতাসে ভর্তি। তবুও দূরের নীল আকাশ দেখলে তার মন ভরে যায়। উদাস হয়ে চিন্তা করতেও ভাল লাগে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। সে রাত্তিরে হাত মুঠো করে ঘন্টার পর ঘন্টা আকাশের চাঁদ দেখে। কখনো দেখে চাঁদের ভেতর বসে চাঁদের বুড়ি চরকা কাটছে। কখনো হাওয়ায় কাঁপানো নিমপাতার ভিতরে বসে ও পাড়ে গাঢ় আকাশটা দেখা যায়। টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায় আর মনে হয় বকপাখিদের দল ঝাঁক বেঁধে হাওয়ায় পাড়ি দিচ্ছে।

হুঁ! ব্যাটা মংগী আবার রামদুলারীর জন্য ঝুমকো এনেছিল। "রেলের নিলামে গিয়েছিলাম। এক ডাকেতেই আমার হাতে জিনিসটা গছিয়ে দিলে, এ নিয়ে এখন আমি কি করবো বলতো ভাবীজী?"

কে জানে কবে থেকে এসব ফন্দী আঁটা হচ্ছিল। আর সে দিন যদি আমি রিক্সাটার টিউব বদলাবার জন্য বস্তিতে ফিরে না আসতাম তাহলে ব্যাপারটা হয়তো কোনদিনই জানতেই পারতাম না। হতচ্ছাড়ি রামদুলারীর লজ্জা, ঘেন্নার বালাই নেই। ওর তো লজ্জায় ডুবে মরাই উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে আবার মুখে জবাব দেয়—আগে নিজের দিকটা ভাবো— তারপর কথা বলো। এত মার খেলো কিন্তু বেটির চোপা আর বন্ধ হলো না। বাপের অহংকারেই সব গেল। বাপ কুলটির পাশের গাঁয়ে পঞ্চায়েতের মোড়ল বলে নিজেকে কি না কি ভাবে? শালা ঠকবাজ! হাতে কিছু গুঁজে দাও আর যে রকম খুশি ইজ্জামতো ফয়সালা করিয়ে নাও। পঞ্চায়েত তো নয় যেন লুটের বখরা।....

মধ্য সকাল না হতেই কল্যাণেশ্বরীর এক জোড়া মেয়ে পুরুষ প্যাসেঞ্জার জুটে গিয়েছিলো। পয়সার জন্য কল্যাণেশ্বরীতে যেতে ইচ্ছে করলেও আবার উঁচু নীচু খাড়াই উতরাই রাস্তার জন্য ইচ্ছাও করে না। তবে এরা বেড়াতে এসেছে, পয়সাটা দেবে ভাল। কিন্তু ভাড়া এক তরফের। কল্যাণেশ্বরীতে পূজা দিয়ে সারাদিন মাইন্ধন জয়ন্তে ঘুরবে। ফিরতে ফিরতে তাদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে। ততক্ষণ আর কে বসে থাকবে ওদের জন্য।

কল্যাণেশ্বরীতে তার নিজের পূজা দেওয়া হয়ে গিয়েছে অনেকবার। এক কালীঠাকুর আর কবার দেখবে? দেখতে গেলেই পুরুতরা পয়সা চাইবে কপালে সিঁদুরের ধ্যাবড়া লাগাতে। কালীঠাকুরের মূর্তিটা নাকি মুখ ফিরানো পিতলের ছোট মূর্তি। কিন্তু সব সময়ই ফুল বেল পাতায় ঢাকা থাকে। আসল মূর্তিটা এখন আর আছে কিনা সন্দেহ। তবু এখানে এসে কপালে সিঁদুর লাগাতে হীরামনের মনে মনে মন্দ লাগে না।

কল্যাণেশ্বরীতে গাছের তলায় সে দুপুর বেলায় শুয়েছিল। দু-তিন ঘন্টা হয়ে গেলেও কোন প্যাসেঞ্জার পায়নি। আর ঘন্টা খানেক দেখে খালি রিক্সাটাই ফেরৎ নিয়ে যেতে হবে। শুয়ে শুয়ে সে কাঠবিড়ালীর কুটুর কুটুর আওয়াজ শুনছিল একটু মনোযোগ দিয়ে। যদিও হিন্দু কালীবাড়ি তবুও পাঁশগাদার পাশেই সে দুজোড়া মুরগি আর তাদের বাচ্চাদের ঘুরঘুর করতে দেখছিল।

এরপর ১৬ পাতায়

## স্বদেশ বাসুর স্মরন সভা
## নিউ ইয়র্ক কালী বাড়ী, রবিবার, জুন ২৮, ২০১৫

স্বদেশ বাসুর পুত্র শুভম বাসু (পাপা)

# জয় ভোলানাথ

## নিখিল মজুমদার, সানহুছে

পাড়ার সেই ভবঘোরে বালকের দল,
আতেলিতে আছে যাদের প্রচুর দখল।
ঠাকুর দেবতায় তাদের না আছে যুক্তি,
ত্রিনাথ ঠাকুরে কিন্তু অকপট ভক্তি।
ত্রিনাথ ঠাকুর হয় শিবের অপর নাম,
বাঙ্গালী সাধুদের তিনি হন ভগবান।
গাঁজা টেনে শিবঠাকুর থাকেন বিভোর,
সাধুবাবা চেলারাও টানেন প্রচুর।
ধুনির পাশে বসে ছিলিম টানে সাধু সকলে,
গাঁজার ছাইয়ের তীলক পরিয়া কপালে।
সোমরস গাঁজা চরষ আর সুরা পান,
বেদে নাকি আছে তাদের আধ্যাত্মিক বিধান।
ত্রিনাথের মেলা হয় বাংলার ঘরে ঘরে,
সেচ্ছাসেবক বালকেরা প্রসাদ নিয়ে পরে।
ভম ভোলানাথ বলে হাঁকে বার বার,
শিবের প্রসাদে তাদের খুশির পসার।।

# Horroscope

## Dr. Ajit Ghosh,

### So. Flofida

"You have a plane-ride near future"–, raising his inquisitive two eyes at me from my streched hand, my friend Barid (Barid Baran Chatterjee) made this prophecy, Recently he had been studying Palmistry from Cheiro's book on this subject–' Guide to Hands'. I was his object of study, specially speaking my hand was. Finally he let it go, I mean my fateful, tired hand go. The session was about an hour.

Barid recently came back to Calcutta from the U.K. for a month long vacatin. In U.K. he had been under going apprenticeship training for replacing old, electro-mechanical telephone system by modern 'Automatic, electronic system' at the Telephone House in Calcutta. Possibly he was looking for a companion overseas.

In my 'horoscope', which I call,–'Horroscope' for many a personal reasons, at one place it is written, 'I have foreign journey' (Bidesh jatra). 'When', where and at what age, it did not say. I was thrilled, negatively speaking. 'Cause, on the same line it wrote, 'I will have lots of miseries there!'

So far I experienced the rides of palanquin, water-buffalo cart, hackney-carriage, taxi (cars), train, bus etc., but no plane journey as yet. Anyway, an opportunity came along, and I used it to be done with it.

Darjeeling Government College, where I had been a lecturer in Botany, in Cytogenetics and Systematics to be specific, was going into winter recess from 2nd week of December, thru March, of the following year. State Government provide me with 1st. Class train-fare; and since the Jumel AIR Lines air-fare was closed to 1st Class Train fare, I decided to travel by plane, that way I would kill two birds in one stone (?). For, Darjeeling was as foreign as it can be to me, local language is Nepalese. Nepal is the foreign country, next to Darjeeling. This way, my foreign-journey as well as, my place-ride, both will be over.

So, on a very cold morning I went to the students' dorm, where I had a warm, hearty, sumptuous breakfast with my post graduate students most of them I knew from their under graduate (B.Sc.) classes in Vidyasagar College, Calcutta. Then, I took a taxi from Darjeeling to a place called 'Aam Bari', at the foot-hill, to the so called airport, where I found a two roomed, one-story house. There I bought the ticket and waited along with fifteen to twenty people who were also waiting for the plane to come and pick us up way to Calcutta.

The plane came. It was a D.C.-3 Dakota, ex-military aircraft, retrofitted to carry civilians and/or cargo. We got into the place and walked over an inclined isle. I took a window-seat to get a nice view of the ground below from the cloud-level at about 10-12 thousand feet altitude.

As we were strapping ourselves by the seat-belts, a stewardess came by and gave me a small was of cotton, and to all other passengers. I did not have any clue, what do to with it, I admit. An octogenarian Sikh gentleman, siting next to me, with a most amiable smile I have ever seen, through his snow-white beard and moustache, broke his piece of cotton was into two pieces and plugged in his two ears. I followed suit. By this ritual I realized two things; one, the place was not pressurized, secondly, the change of pressure might cause earache and other discomforts as the place goes up. To

এরপর ২৩ পাতায়

# বরাকরের রিক্সাওয়ালা

১৫ পাতার পর

মুরগিগুলো কোঁক কোঁক করে আওয়াজ করছে আর খুঁটে খুঁটে দানা খাচ্ছে। সে রিক্সাটার তলা থেকে তেল চিটচিটে দুটো সিনেমার বই ছবি দেখে। সিনেমা দুটোর নাম —'হাম কিসিসে কম নেহী' আর 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'। রাণী মুখার্জী আর কাজল ঐ 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' ছবিতে একেবারে ফার্স্টক্লাস অভিনয় করে ছিল। শাহরুখ খানও একেবারে লা জবাব। কিন্তু হীরামন এখন শুয়ে শুয়ে রামদুলারীর কথাই ভাবছিল। তার বউটা এমনিতে কত সুন্দর। গা গতর ভারী ভারী। চেহারা আর মুখখানা ঠিক পরীর মতন। আর তাকেই কিনা পিটিয়েছিল সে মংগীর ব্যাপার নিয়ে। পরে যার সংগে দেখা হতো, সবাই এক কথাই বলতো। রামদুলারীর কেন দোষ নেই! হ্যাঁ, শালারা সব বদমাইশ! রামদুলারীর কেন দোষ নেই—দোষ হীরামনের। বেটারা সব ধান্ধাবাজ, নীচ, মতলবী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ভর দুপুরে শুয়ে শুয়ে রামদুলারীর জন্য তার মনটা খারাপ লাগছিল। আসলে তার নিজের মনটাই ছোট হয়ে যাচ্ছে। তার রামদুলারীকে সে যদি একটা সোনার ঝুমকা কিনে দিতে পারতো—তাহলে কি ভালোটাই না হতো!

রিকসা! এই রিকসা! ডাকার শব্দটা শুনেই সে তার ঘন্টিটা বাজিয়ে দিয়েছে —টিড়িং-টিড়িং। হীরামন চমকে জেগে ওঠে। ধড়ফড় করে সে উঠে পড়ে। সওয়ারি তাহলে এসে গেছে। এক যুবক আর যুবতী দাঁড়িয়েছিল রিক্সাটার পাশেই। ছেলেটার পরণে গরম হাতকাটা সোয়েটার আর কালো প্যান্ট। মেয়েটার পরণে হাল্কা ছাই রঙের কোতাম না আঁটা কোলানো কার্ডিগান। বিনুনীটা খোলা। লাজুকে সুন্দর মুখ আর জ্বলজ্বলে চোখ। ছেলেটা ক্রমাগতঃ তার মাথার চুল ঠিক করছিল। আসলে কিন্তু প্রত্যেকবারই চুলে হাত দেওয়ায় সেগুলো আরও অগোছালো হয়ে পড়ছিল। এই ব্যাপারে হীরামনের বুদ্ধি বেশ খোলতাই হয়ে গেছে। বাইরের এই নির্ভয় আর নিশ্চিন্ততার ভাবটা আসলে কিন্তু সত্যি নয়। এরা সব এইভাবেই বুকের ধুক্‌পুকুনিটা ঢাকা দেয়। মনে করে আর কেউ বুঝতে পারছে না।

হীরামন জিজ্ঞাসা করে—বরাকর যাবেন স্যার?

ছেলেটি জবাব দেয়—বরাবর স্টেশন যাবো। যাবে—

— যাবো সাব। বলে হীরামন সিটের গদিটা চাপড়ে চুপড়ে সাফ করে নেয়।

— চলো, উঠে বসো। মেয়েটির কনুইতে হাত দিয়ে ছেলেটি বললো। বসার আগে ছেলেটি চারপাশের লোক আর চা-ওয়ালাটিকে একবার চোখ চালিয়ে দেখে নেয়।

— ছড় টা তুলে দাও—মেয়েটি বললো।

মেয়েটার গলা শুনতে হীরামনের খুব মিষ্টি মনে হচ্ছিল। অনেকটা ঠিক রামদুলারীর মত। অবশ্য ঠান্ডা মেজাজে যখন থাকে ও।

— এর সংগে আগেই ভাড়াটা ঠিক করে নেওয়াটা কি ভালো হবে না, মেয়েটি বলছিল।

তারপর পায়ের কার্ডিগানটি খুলে হাতে নিয়ে রিক্সাটায় সে বসে পড়ল, উঠে বসার সময় হীরামন মেয়েটির হাটুর নীচের দিকটা দেখতে পায়। তার মনে একটু সুড়সুড়ি লাগে। ছড়টা তুলে দিতে দিতে বলে— সামনের পর্দাটাও টাঙিয়ে দেবো মেমসাব? তারপর বেশ একটু গলা উঁচু করেই বলে—যারা ভাড়া নিয়ে ঝগড়া করে আমি তাদের দলে নই। দুজনেই রিকসায় উঠে বসলো।

— একটু সরে বসো না।

— পেছনে আমার হাতটা রাখি, ছেলেটা বলে।

মেয়েটি হাসছে তা পিছন না ফিরে হীরামন এমনিতেই বেশ বুঝতে পারে। মেয়েটির মুখ ভঙ্গিমা আর গলার স্বরকে হীরামনের এক ভালো লাগছিল যে সে ঠিক কি করলে বুঝতে পারছিল না। অগত্যা ঘন্টিটাই বাজিয়ে ফেললো সে—টিড়িং-টিড়িং-টিড়িং।

রিক্সাটাকে ঠেলে ঠেলে সে পীচের রাস্তায় নেমে এলো। মনে মনে বললে—

— হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা। শুধু হাত কেন, পেছনের পর্দার আড়ালে শুয়েই পড় না।

— আরে ভাই, একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে—মিষ্টি গলায় মেয়েটি তাকে বলে।

— এইবার বাড়ি ফেরার তাড়া পড়েছে, মা-বাবা নইলে পিটানি দেবে।

সকাল থেকে কল্যাণেশ্বরীতে আড়ালে আড়ালে বেশ মজা লুটছিলে। হীরামন শুধু মুখে বললো— এই দেখুন না কেন, উড়োজাহাজের মত উড়িয়ে নিয়ে যাব।

পীচের প্লেন রাস্তায় রিক্সা চলতে শুরু করে। দাঁত মুখ চেপে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে রিক্সাটা চালাতে পেরে হীরামনের মন বেশ খুশিতে ভরে ওঠে।

যাই বলো না কেন, রিক্সাটা বেশ বড়ই আছে—ছেলেটির গলা শোনা গেল।—বড় তো বটেই না হলে এই রকম ঘেঁসাঘেঁসি করে বসতে পারা যায়, মেয়েটি হাসতে হাসতে বললো।

হীরামন ভাবতে থাকে হাসবার সময় মেয়েটির মুখটাকে কেমন দেখাচ্ছে? তারপর কানে শুনতে পায়—দেখ, হাতটা সরিয়ে নাও এটা বড় রাস্তা, সব দেখা যাচ্ছে। রিকসাওয়ালাও তো বাকিটুকু ঘটমটো ইংরেজীতেই বললো মেয়েটি।

— রিকসাওয়ালার জন্য এত ভাবনার কি আছে?

হীরামন মনে মনে ভাবলো, ভাবনা নেই, আচ্ছা বেশ। বাছাধনেরা এখন অন্ধ। মজা লুটে নিতে চাও তো সোভি আচ্ছা। কল্যাণেশ্বরীতে কে কি করতে আসে সবই আমার জানা আছে। বাবা-মার চোখে ধুলো দেওয়া। সপ্তাহে দু-তিনবার তো তোমাদেরই মত সওয়ারি জোটে। হীরামন মনে মনে ভাবে মেয়েটিকে বরাকর না কুলটির বাজার কোথাও দেখেছে। ছেলেটিকে কিন্তু এখানকার বলে মনে হয় না। হয়তো বরাকর স্টেশনে মাঝে মাঝে নামে।

— সত্যি খুব দেরী হয়ে গেছে, ছেলেটি বলে ওঠে। ট্রেনটা না মিস করি বরাকর স্টেশনে।

— এখন তাহলে মনে হচ্ছে দেরী হয়ে গেছে। আর আমি যে তখন থেকে বলছি তা বুঝি খেয়াল হয়নি। তখন তো খুব বলছিলে — তাড়ার কি? হাতে এখনও অনেক সময়, মেয়েটি চটে ওঠে।

— তা হবে বাবা! তোমার ঐ তাড়ার চোটে প্রাণটা তো একেবারে যাবার জোগাড়।

— আস্তে বলো না ... রিক্সাওয়ালা যে শুনে ফেলবে। মেয়েটি বোধ হয় ছেলেটির হাতে চিমটি কাটে।

হুঁ! এখন জোরে চালাও রিক্সা—আস্তে আস্তে নয়। তখন তো খুব গল্পে মশগুল ছিলে। তখন আর রিক্সাওয়ালার কথা খেয়াল হয়নি। ভগবান করে কুলটির কয়লা আনার গাড়িটার জন্য মাঝপথে রাস্তা বন্ধ থাকে। তাহলে বাড়ি গিয়ে শালাদের যেন উত্তম মধ্যম প্রহার খেতে হয়।

পিছনে একটু ঝটাপটির শব্দ হলো মনে হচ্ছে। হীরামনের শরীরটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্‌ করে ওঠে। কেবলই তার মনে হয় সে একটা গর্হিত কাজে সাহায্য করছে। বাধা দেওয়া উচিত তার। ছেলেটা নিশ্চয়ই পাজি। বদমাস, লম্পট গোছের। সত্যি বলতে কি মেয়েটা বড় সাধাসিধে। তার রামদুলারীর মত। যখন ঠান্ডা থাকে রামদুলারী তখন তো একেবারে স্বর্গ পাওয়া যায়।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। শুধু পিছনের চাকতির আর চেনের কিররর্‌ আওয়াজ শোনা যায়। আরে এরা দেখছি চুপচাপ। এরই মধ্যে ঝগড়া করে বসে আছে নাকি? হীরামনের মনে একটু কৌতুহল জাগে। ছেলেটা নিশ্চয়ই কিছু দুষ্টুমী করেছে। আজকাল ছেলেরা সিনেমা দেখে দেখে বুদ্ধির মাথা তো খেয়েছেন, তার উপর এদের চালচলনেরও কোনও মাথামুণ্ডু নেই। আরে বাবা, মেয়েদের মন কেনা কি এতই সহজ কাজ? একটু আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এগোতে হয় বাছা।

চড়াইতে রিকসাটা টানতে টানতে নিয়ে যাবার সময় মেয়েটির চটি পরা পায়ের সংগে তার হাত প্রায় ঠেকবো ঠেকবো করেছিল। মেয়েটির পায়ের স্পর্শ পাবার প্রলোভনটা হীরামন কি করে দমন করলো কে জানে? এতো আর রামদুলারী নয়—এ যে এক সওয়ারী। এই কালো কুৎসিত ছেলেটা পরীর মত এমন সুন্দর মেয়েটাকে যে কি করে ফাঁসিয়েছে কে জানে? শাড়ির পাড়টা পায়ের আঙুলের উপর কি সুন্দরই না খেলছে।

— আমরা কি একটু নেমে যাব রিকসাওয়ালা? ছেলেটি তার সিট ধরে উঠতে চায়।

— না সাহেব, এতো সামান্য চড়াই। কল্যাণেশ্বরীর রাস্তায় এই এক ঝঞ্ঝাট। বারবার চড়াই আর উৎরাই আছে এই রাস্তায়। আপনারা আর কবার নামবেন? আমি ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাই। আমার অভ্যেস আছে।

হীরামন এই ফাঁকে দুজনকে একটু ভালো করে দেখে নেয়। দুজনেরই মন যে খিঁচড়ে আছে তা পরিষ্কার বোঝা গেল। কিন্তু কেন?

— নাও, আজ তো মরেছি। ফটকটা বন্ধ আছে। কুলটির জন্য হয়তো কোন কয়লার গাড়ি টাড়ি পাশ করাবে। ফটকটা যে কখন খুলবে? ছেলেটা বিশ্রান্ত হয়ে এবার বলে ওঠে।

— এতক্ষণ পরে ফটকটার দিকে নজর পড়লো?

— দেখো শর্মিষ্ঠা, এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না। এখন যদি তুমি এই রকম করো? তাহলে বলো, আমরা যাবার সময়ও কি এমনি ঝগড়া করতে করতে যাবো? তোমার এই অভ্যাসটাই আমার একদম ভালো লাগে না।

— আর তোমার স্বভাব বেন খুব ভালো?

রিক্সাটাকে এক হাতে ধরে অন্য হাত দিয়ে হীরামন যখন পেছনের চাকায় ইঁটের একটা ঠেকনো দিতে যাচ্ছিলো, যাতে রিক্সাটা পিছন দিকে হটে না যায়, তখনই সে মেয়েটার কাঁদো কাঁদো গলা শুনতে পেলো।

— ও রিক্সাওয়ালা, তুমি ভাই একটু জিজ্ঞাসা করোনা ঝারুর কাছে যে, গেট খুলতে আর কত দেরী আছে?

মেয়েটির সুন্দর মুখে একটা করুণ ভাব দেখে হীরামনের যথেষ্ট মন খারাপ করে। হীরামনের মনে হয় যত দোষ তা ঐ ছেলেটির। সে জবাব দেয়— এক্ষুনি ফটক খুলে যাবে মেমসাব।

এরপর ১৭ পাতায়

# বরাকরের রিক্সাওয়ালা

১৬ পাতার পর

সিন্যাল তো ডাউনই আছে—বলেই সে ফটকটার দিকে এগিয়ে যায়। দুটো মোটর গাড়ি, একটা টাঙ্গা, একটা ট্রাক আর দুটো রিকসা উল্টো দিকে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে নীল পোষাক ফটকওয়ালার কাছে এসে হীরামন বলে—এ শর্মাজী একটা বিড়ি চলবে নাকি?

নিজের বিড়িতে কষে টান দিয়ে হীরামন তার ভিতরের আবেগ চাপা দিতে চেষ্টা করে। কথায় কথায় ফটকওয়ালা জানতে চাইলো — সওয়ারী কোথাকার? দিব্বি চেহারাখানা তো?

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হীরামন উত্তর দেয়— আরে সর্মাজী, আমি তো দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখি। ওই যে সুন্দর সুন্দর চেহারা, ওর মধ্যে মূর্তিটাই আসল।

ইতিমধ্যে ফটকের থামগুলো কাঁপিয়ে কুলটির কয়লাটানা গাড়িখানা পার হয়ে গেল। এই সামান্য গাড়ির জন্যই এত ফটক আর এত ঝামেলা? কেন বাবা তিন ওয়াগনের কয়লা গাড়ির জন্য ফটক তোলা? কবে নাকি কোথায় এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তার জন্যই এত ঝামেলা।

তবুও এর মধ্যে তার সওয়ারীদের মধ্যে ভাব হয়ে গেছে। মেয়েটিকে আবার হাসিখুশি দেখাচ্ছে। হীরামনের এটা দেখতে খুবই ভাল লাগে। মেয়েটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে তার মন চায় না। আড়চোখে খালি খালি তাকিয়ে থাকে।

— ধরো যদি আমার বাবা এই গাড়িতেই ফেরেন, তাহলে?

হীরামন সবে হ্যান্ডেলটা ধরেছে এমন সময় ছোলেটির দুষ্টুমী ভরা গলা শুনতে পায় — বরাকরের বাড়িতে মাকে জিজ্ঞাসা করলে শুনবে যে তাঁর মেয়ে শর্মিষ্ঠা বন্ধু মীনার বাড়ি গেছে। তার ফিরতে দেরী হচ্ছিলো বলে মীনার দাদা বর্ধমান স্টেশন থেকে ওকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলো ...। মীনার দাদা যে ওষুধ কোম্পানীর এজেন্ট আর সে দাদা যে বর্ধমানে থাকে এতো বাবা জানে না। বানিয়ে বানিয়ে কথাগুলো বলে দুজনেই খিলখিল করে হাসতে থাকে।

— আমরা যখন রিকসা চড়ছিলাম তখন রিকসাওয়ালাটা আমার দিকে এমন বিশ্রী ভাবে তাকিয়েছিল যে আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, বোধ হয় বরাকরে আমাকে কোথাও দেখেছে। হীরামন আবার দমে যায়। ধ্যাৎ তোর মাথা! শালি মেয়েটাই তাহলে বেশি চালু। দেখতেই এরা সাধাসিধে। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল এই বর্ধমানের ছেলেটিই এই সাধাসিধে মেয়েটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কল্যাণেশ্বরীতে নিয়ে এসেছিল।

— আচ্ছা অনেক তো ঠাট্টা তামাশা হলো। এখন আসল কথায় আসা যাক। ভেবেচিন্তে আমাদের একটা কিছু স্থির করতে হবে? মা কল্যাণেশ্বরীর দয়াতে তো আর বেশিদূর চলবে না? ছেলেটি বলে।

যেন এই রিক্সাওয়ালার সংগে সংগে ছেলেটির কথার ধাঁচও পাল্টে যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ছেলেটি আবার বলে— তোমার পরীক্ষা শেষ হবার আগেই আমাকে চিঠি লিখো। এর মধ্যে আমিও জানতে পারবো কোথায় থাকবো—কলকাতা না শিলিগুড়ি? বাড়ি ঘরদোরের একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে তো? তোমার মাকেই না হয় তুমি এই কথাগুলো বলো।

— না না, আমার সাহসে কুলোবে না। তুমিই বরং একটা কিছু লিখে দাও।

— দ্যাখো, বোকার মত কথা বলো না। আমি তোমার বাবা-মা কে প্রথম চিঠি লিখবো। আমি আমার দিকে যে কাজ আছে তাই করবো। তুমি তোমার দিকটা সামলাবে। বুঝলে তো?

ছেলেটির কথার মধ্যে একটা আদেশের ভাব দেখে হীরামনের খুব ভাল লাগলো। হ্যাঁ, এই রকম কথাবার্তাই বেশ ভাল। একেই বলে মরদের মত কথা বলা। ছেলেটি প্রস্তাব করে— আমি বলি কি এসবে গুলি মারো। চুপচাপ আগে একটা সিভিল ম্যারেজ তো করে নিই। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আরে এ যে দেখছি ডুবে ডুবে জল খায়। নিজেদের মধ্যে আগেই পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে রাখবে ভেবেছে—হীরামন মনে মনে ভাবে।

না, তা হবে না। প্লিজ। বিয়েতে একটু সাজাগোজা হবে। গয়নাগাঁটি পরবো। টোপর মাথায় দেয়া হবে। লোকজন খাবে—তবে না বিয়ে। ও সব সিভিল ম্যারেজ-ফ্যারেজ ভালো নয়। আগুন সাক্ষী করে বিয়ে হলে তবেই বিয়ের জোর বাড়ে। প্লিজ!

মেয়েটি যেন ছেলেটির কাঁধে গলা ঘসতে ঘসতে আবদারের সুরে বলে উঠলো— জানো, পরীক্ষাটার জন্য বড্ড ভয় করছে। বিয়ের তো এখনও দেরী আছে, ততদিন কি করে কাটাবো? সত্যি বলতে কি বিয়ের দেরীর কথা ভেবেই আমার বড্ড ভয় করছে। শোন ....

হায়! হায়! সব মাটি করে দিলো। একি একটা জমকালো মেয়ে না মোমের পুতুল। এতক্ষণ তো খুব রোয়াব, গরম দেখাচ্ছিল—এখন কেন মিউ মিউ ...।

—সত্যি সত্যি বলছি আমার পক্ষে তোমাকে ছেড়ে থাকা আর সম্ভব নয়। তোমার চিঠি না পেলে আমি আর কোন কাজই করতে পারি না। খালি মনে হয় কখন চারটে বাজবে, কখন পরের চিঠিটা আসবে। ক্লাসের সব কটা মেয়েই ঠাট্টা করে খুব। আগেই বলে রাখছি পরীক্ষা আমি দেবো না। পরীক্ষায় ফেল করে লোক হাসাতে পারবো না। ...

আচ্ছা পরের চিঠিটা তুমি কবে দেবে? তোমার চিঠিটা দেরীতে পেলে ....

হীরামনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। মনটা তার স্ফূর্তিতে একেবারে নেচে ওঠে। এই লাও, এ যে দেখছি বম্বের হিন্দী ফিল্ম। ডায়ালগ তো পাওয়া গেল, ব্যাস এর সাথে দুটো নাচ গান জুড়ে দিলেই হবে তাহলেই খাসা হবে ...।

আরে! একি পাগলামো করছ শর্মি? রাস্তায় কেউ এভাবে কান্না কাটি করে? যদি কেউ দেখে ফেলে? দোহাই তোমার ...

হীরামন এবার হিন্দী সিনেমার ডায়ালগ মনে মনে বলতে বলতে টিড়িং-টিড়িং করে তার ঘন্টিটা বাজিয়ে দেয়। পিছন থেকে আর কোন গাড়ি আসছে কি না তাই দেখবার ছুতো করে হীরামন আড়চোখে তাকিয়ে দেখে যে সত্যিই মেয়েটির মাথা ছেলেটির কাঁধে। আর ছেলেটি রুমাল দিয়ে মেয়েটির চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে।

সব মাটি করে দেবে যে! আগে তো বেশ ভালই চলছিল। বাছাধন ছেলে, এ কিরকম ফাঁসা ফোঁসেছ বুঝতে পারছো তো? বুঝেছ কি স্ট্রীচরিত্রটা কি রকম? কাল আবার দেখবে অন্য আর একজনের পাশে বসেও ঠিক এমনি ধারা কাঁদছে। এই সময় রামদুলারীর মুখটা মনে পড়তেই তার মনটা একটু হালছল করে ওঠে। পরক্ষণেই নিজের উপর রেগে ওঠে হীরামন। সত্যি সত্যি রামদুলারীকে তো সে আর ফেলে দিতে পারে না। কিন্তু এই ছেলেটা যেন আস্ত গণেশ। মেয়েটার সব কথাই ধ্রুব সত্য বলে ভাবছে। আরে মার কষ্টে দুই লাথি তোর কপালে। তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা। বাবা! কি ঝন্‌ঝাটেই না ফেঁসেছে বাছাধন।

— দ্যাখ শর্মি। ঘাবড়িও না। সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমি বর্ধমানে যাবার পর দিনই যেন তোমার চিঠি পৌঁছে যায়, বুঝেছো তো?

আদর করে আস্তে আস্তে গাল চাপড়ানোর শব্দ হয়। সে আবার বলে — দ্যাখো, অচেনা বর্ধমানের বনবাসে তোমার চিঠিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। না হলে এই ওষুধপত্তরের এজেন্টগিরি নিয়ে কবেই আমি ...।

— তুমিই বড্ড দেরী করে চিঠির উত্তর দাও। দ্যাখো, আমি আগেই বলে রাখছি যদি তুমি চাও যে আমি পরীক্ষায় পাশ করি তাহলে চিঠির জবাব একটু পরে হলেই চলবে। কিন্তু এমনিতে আমার চিঠির জবাব ফেরৎ ডাকেই আসা চাই। একটা টেলিফোনের ব্যবস্থা যদি আলাদা করে এখানে করা যেত? না, তা নয়, মীরাদের বাড়িতে গিয়ে চিঠির খোঁজ নিতে হবে। দেরী করলে জীবনে আর চিঠি দেবো না। লম্বা দমে এই কথাগুলো বলে শর্মিলা যেন হাঁপাতে থাকে। আহা হা! আমার সংগে যদি কেউ এরকম ভাবে কথা বলতো, হীরামনের বুকের ভিতরটা একেবারে হা! হা! করে ওঠে। ওর মনে একটা খালি খালি উদাস ভাব জাগে। ও যেন কিছু একটা করতে চায়। কিছু যেন ওর চাই। কিন্তু কি যে চায় তা সে নিজেই জানে না।

রামদুলারীরে, রামদুলারী—তুই আমার সংগে আদর করে খুব কাছে বোস না রে। আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দে না রে। আমায় চুমু কা একটা ...।

সামনে বরাকরের রেল স্টেশনের কাছেই এসে পৌঁছল রিকশাটা একেবারে ঠিক সময়ে। সামনের ঐ ফটকের কাছেই দাঁড় করাও বলেই মেয়েটা রিক্সাটা পুরোপুরি থামবার আগেই নেমে পড়ে। চেনের ঐ কটিকটা শব্দটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়।

— দ্যাখো তুমি সোজাসুজি স্টেশনের দিকে চলে যাও, রিক্সা থেকে আর নেমো না। এখন চারপাশে লোক। কেউ দেখে ফেলতে পারে ...।

মেয়েটির দুটো হাত নিজের হাতে তুলে নেয় ছেলেটি। তারপর আবেগে জড়িয়ে ধরে। ঠোঁট পর্যন্ত হাতটি নিয়ে এসে—কিছুক্ষণ ধরে রেখে ছেলেটি বলে—আচ্ছা চলি ...।

রিক্সাটা এগিয়ে যায় রেলস্টেশনের দিকে। হীরামন এবার মেয়েটিকে দেখবে, না তার রিকসাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে? কিন্তু যেতে যেতে দেখবে, লক্ষ্য করে মেয়েটি বারবার তার রিকশার দিকে ফিরে ফিরে দেখছিল। একবার হীরামনের সংগে চোখাচুখি হলো। মেয়েটির চোখে এখন ভয় বা সংকোচের বালাই ছিল না। হীরামনের মনটা একটু ভার হয়ে আসে। ছেলেটিও পেছনের পর্দা তুলে মেয়েটিকে দেখছিল আর অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে ছিল।

রিকসাটা একটু পরেই মোড় ঘুরে বরাকর রেল স্টেশনে ঢুকলো। মেয়েটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না। ভাড়ার জন্য হীরামন কোনও হুজ্জৎ করে না। তার মনে কেমন জানি একটা উদাস ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। যেন কাঁচে চিড় দিয়ে কাচটাকে ভেঙে ফেলেছে সে। কিন্তু ভাঙা কাঁচগুলো মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে না।

বিড়ি কেনার জন্য সে খালি রিক্সাটা নিয়ে একটা দোকানের কাছে থামলো। রিক্সাটা থেকে নামতেই ওর নজরে পড়লো পাদানের ওপর একটা সাদা রুমাল। রুমালখানা মুড়ে গিয়ে ঠিক একটা পায়রার মত লাগছে। বিড়ি কেনার বদলে সে রিকসাটাকেই একটু আড়ালে সরিয়ে নেয়। তারপর রুমালটা তুলে নেয় ধীরে ধীরে। এক ভাঁজ খুলে দেখে রুমালটা বেশ ছোট এবং ভেজাও। ভাবে রুমালটা মেয়েটাকে ফিরে দিয়ে আসবে কিনা? কিন্তু মেয়েটা কি আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় না! কেউ দেখে ফেলবার আগেই বোধ হয় ওখান থেকে চলে গেছে। অজান্তেই রুমালটাকে নাকের কাছে নিয়ে যায় সে। খুব হালকা একটা মিষ্টি সুগন্ধ উঠছে রুমাল থেকে। যেন সুগন্ধটা হীরামনের সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। মনে হচ্ছে প্রস্ফুটিত পদ্মভরা একটা পুকুরে যেন সে তলিয়ে যাচ্ছে। খেয়াল নেই যে কখন তার চোখ, ছেলেটিও মেয়েটির বিচ্ছেদে জলে ভরে উঠেছে। মেয়েটির মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে সে মুখখানা সরে গিয়ে সে জায়গায় তার রামদুলারীর মুখ ঢাই জেগে ওঠে। সে যেন অব্যক্ত গোঙানিতে ডেকে ওঠে—রামদুলারী রে রামদুলারী—একবার কাছে আয় না, তোকে বেশ করে দেখি।

রিক্সাটা কোণে দাঁড় করিয়ে শুয়ে পড়ে সে। চোখে হাতের মুঠির দুর্বীণ দিয়ে হীরামন আকাশের উড়ে যাওয়া মেঘ দেখতে থাকে। ওটা যেন ঠিক এই রুমালেরই সব সাদা। আজ যেন রুমালের খেসবইতে রামদুলারীর বিয়ের পরের শাড়ীর আঘ্রাণ পায়। সব কিছুই ওর কাছে নতুন ঠেকে। ওর যে এমন পুরাতন রিক্সাখানা, যেটা তার শরীরেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে, সেটাও যেন তার কাছে নতুন মনে হয়। ওর ঘন্টিটার আওয়াজটাও তার কাছে অচেনা ঠেকে। ওর মনে হয় রিক্সাটার ঘন্টিতো বাজছে না— রামদুলারীর পায়ের মল বাজছে যেন—টিড়িং-টিড়িং। তার বুকের মধ্যে সেই শব্দে যেন কেউ তোলে দু-লা-রী-রে আমার দু-লা-রী। রুমালের সুগন্ধটা তখন সুন্দরভাবে চারপাশে মাতিয়ে রেখেছিল।

## যোগের চাহিদা বাড়ছে

প্রথম পাতার পর

চিত্তাকর্ষক ঘটনা হল, যোগ-সামগ্রী সবথেকে বেশি বিক্রি হচ্ছে দিল্লিতে। তার সঙ্গে রয়েছে মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, পুনের মতো শহরগুলি। এ ছাড়া দার্জিলিং, গোয়া, কটক, রাজকোট, এর্নাকুলাম, লুধিয়ানা দেরাদুনের মতো ছোট শহরেও যোগ-সামগ্রী দারুণ বিকোচ্ছে। এক মাসেই সংস্থাটি এক হাজার যোগ মাট বিক্রি করেছে। সেই সঙ্গে লারা দত্ত, শিল্পা শেট্টি, তৃষা মহারাজা সিং-এর যোগের ডিভিডি-র বাজার রীতিমতো চড়া। এর মধ্যে লক্ষণীয়, তুলনামূলক ভাবে যোগের বাজারে কলকাতা সে ভাবে নেই।

বর্তমান সময়ের জীবনধারার জন্য মোটা হওয়ার সমস্যা প্রবল ভাবে বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে ডায়াবিটিস, হৃদরোগ ও আলঝাইমারের মতো রোগ। কর্পোরেট ও ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি এর ফলে বিপাকে পড়ছে। তাঁদের কর্মীদের কর্মদক্ষতার ওপর আঘাত লাগছে। সে জন্য তাঁরাও যোগ নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী।

দেশের মধ্যে যোগাব্যাসের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ ভারত এগিয়ে। দক্ষিণের রাজ্যগুলির ৩০ থেকে ৭০ বছর বয়সিদের মধ্যে ১৫ শতাংশ মানুষ যোগাভ্যাস করেন। এর পরে রয়েছে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারত। তারপর পশ্চিম ভারত। ২০০১ সালে দেশের ৬৩ লাখ লোক যোগাভ্যাস করতেন, এখন সেই সংখ্যাটি ১ কোটি ৪৩ লাখ। সমীক্ষা বলছে, মানুষ মনে করেন, যোগাভ্যাস রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

**FLAT FOR SALE**

3 BHK Spacious Apartments
From 1277 to 1407 Square Feet
24 HOUR SECURITY,24/7 GENERATOR BACKUP
ROOF TOP SWIMMING POOL, GARAGE SPACE
Located in Newtown behind Axis Mall and minutes away from Technopolis and Tata Hospital.
Contact:
Nandini Dutta at y2kdutta@gmail.com
PH: (718) 591-9164, Cell: (917) 544-7900

# মধুসূদনদাদা

## স্বপ্না রায়

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃতে জটিল নামের এক বালকের কথা আছে। তাকে বনের মধ্যে দিয়ে পাঠশালা যেতে হত, তাই সে ভয় পেত। তার মা তাকে বলেছিল, ভয় পেলে তুই মধুসূদন কে ডাকবি। সে তোর দাদা হয়। ছেলেটি বনের মধ্যে একা যেতে যেতে ভয় পেয়ে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগল, 'কোথায় দাদা মধুসূদন, তুমি এসো, আমার বড় ভয় পেয়েছে'। ঠাকুর তখন আর থাকতে পারলেন না, দেখা দিলেন। সঙ্গে করে পাঠশালে পৌঁছে দিয়ে বললেন, 'তুই যখন ডাকবি তখনই আমি আসবো, ভয় কি?'

আমরা সকলেই চাই যে এমন এক মধুসূদনদাদা বা গোপালদাদা আমাদের জীবনে থাক, যাকে আকুল হয়ে ডাকলেই সে সাড়া দেবে, আর আমাদের জীবনের সব জটিলতার জট খুলে দেবে, সঠিক পথ দেখাবে, সব প্রশ্নের সমাধান করে দেবে। কিন্তু আমরা তো 'জটিল' বালকের মত সরল নই আর তার মতো আকুল হয়ে ডাকতেও পারিনা। তাই আমরা আমাদের প্রয়োজন মত জীবনের বিভিন্ন সময়ে এক এক জনকে সাময়িক ত্রাণ কর্তা বলে ধরে নিই। তবে সেই ত্রাণ কর্তা যে সবসময় সঠিক পথ দেখান তা নয়, তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো ভেবে আমরা তাকেই অনুসরণ করি।

আমার এ ব্যাপারে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা আছে এবং সেটা বেশির ভাগই বিয়ের পর এদেশে আসার পর। বিয়ের আগে পর্যন্ত যৌথপরিবারের মধ্যমনি হয়ে অতি আদরে একটি 'আদরের বুদ্বুদের' মধ্যে বড় হয়েছি। হাত বাড়ালেই বন্ধুর মতো কিছু চাওয়ার আগেই পেয়েছি বলে তেমন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। বন্ধুত্বটা কেটে গেল বিয়ের পরই। যার হাত ধরে অচেনা অজানা দেশে পাড়ি দিলাম, সে আবার আপনা হাথ জগন্নাথে বিশ্বাসী। সুতরাং তখন যে হাতই কাছে পাই তাকেই আঁকড়ে ধরি। এখন কত সহজ হয়ে গেছে দেশে ফোন করা, কত কম খরচে জানতে পারি, আজ বাড়িতে দুপুরে কি খাওয়া হল, সন্ধ্যের শো তে পিকু দেখতে যাচ্ছে কিনা ইত্যাদি। কিন্তু তখন ফোন করা মানে একটা বিশেষ দিনে, বিশেষ সময় মেপে কথা বলা। কে বলবে সেই সময় টুকুর মধ্যে ডালে কেমন করে ফোড়ন দিতে হয়? বেলুনের আড়াই প্যাঁচের লুচি মানে কি?

আসল গল্পটা এবার বলি। আমাদের বাড়িতে ছোট-বড় ও কাজের লোকজন নিয়ে প্রায় ৩৪-৩৫ জন মানুষ ছিল। বিয়ের আগে রান্নার কোনও কোর্স নেবার সুযোগ আমার হয়নি। আমার দৌড় ছিল খাবার টেবিল পর্যন্ত। সেটা খুব আনন্দের। একসঙ্গে প্রায় ৮-১০ জন নিলে হৈ চৈ করে খেতে বসার আনন্দ খাওয়ার আনন্দ কে ছাপিয়ে যেত। এদেশে এসে সেটাই আমার প্রথম ধাক্কা। দুজনে একা একা বসে খাব। আর খাওয়ার গতিও ভিন্ন। আমার খেতে আধঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিট লাগে অন্য জনের পাঁচ থেকে সাত মিনিট। সুতরাং বাকি ৩০ মিনিট আমাকে একাই ফিল্‌ডে খেলতে হয়, অপরপক্ষে কেউ নেই। তবে একটা ব্যাপার ছিল, আমরা হিন্দু-চিনি ভাই ভাইয়ের মতো ভাগ করে কাজ করতাম, আমার রান্না করা কাজ, আর অন্যজনের টেবিল মুছে, খাবার ফ্রীজে তুলে, অর্দ্ধেক টেবিলে প্লাস্টিকের টেবিলক্লথ পেতে প্লাস্টিকের ফুলের ভাসটি মাঝখানে রেখে অপর পক্ষ ডিউটি শেষ করে ফেলত। সেই সময় আমার ত্রাণকর্তা হয়ে অঞ্জনদার আবির্ভাব হল। ওঁর স্ত্রী তখন দেশে, একদিন আমি নতুন দেশ থেকে এসেছি বলে দেখা করতে এলেন। ব্যাস আমি একটা রান্নাই করতে পারতাম, সেই ডবল ডিমের ওমলেট। করে খাইয়ে দিলাম আর তার সঙ্গে নিমন্ত্রণও করে দিলাম পরের শনিবার আমাদের বাড়ি ডিনার খেতে। প্রথম পরীক্ষায় নিশ্চয়ই উতরে গেছিলাম, তাই উনি সানন্দে নিমন্ত্রণ নিলেন।

নিমন্ত্রণ করার আসল উদ্দেশ্য যে খাবার টেবিলে আমরা দুজন ছাড়া আর একজন একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে খাব বাড়ির মতো। এদিকে রান্না কি করব জানিনা। বাড়ির রান্নার সব ছবি মনে করে করে রান্না করতে হবে। রেসিপি চাইবো কার কাছে, ফোনের তো অনেক খরচ, আমরা তখন প্যাওর স্টুডেন্ট। বাড়ির ডালের কথা মনে হল, ডালের ওপর কি যেন ভাসত, তাই ডাল সেদ্ধ করলাম তার ওপর কিছু গোটা জিরে, সরষে ভাসিয়ে দিলাম। কিছুটা তেলও ছেড়ে দিলাম। মাংসটা পুড়ে গেল, রাহুল, মানে আমার বর সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এটা বারবিকিউ চিকেন কারি হয়ে গেছে। চলে যাবে। ভেবেছিলাম পায়েস করব কিন্তু এক গ্যালন দুধ একবার ফোটার আগেই অঞ্জনদা এসে গেলেন। সেই সন্ধোটা আমার ওই রান্না দিয়েও কিন্তু বেশ ভালো উতরে গেল। খাওয়া যাই হোক, খাওয়ার শেষে আইসক্রিম ও আড্ডাটা খুব জমে গেল। তাই সাহস করে বলেই ফেললাম, খাবার তো অনেক রয়ে গেল, আপনিও বাড়িতে একা, কাল সন্ধো বেলা চলে আসুন আমরা এক সঙ্গে খেয়ে নেব। হয়তো ওঁর আমাকে দেখে মায়া হয়েছিল, রাজি হয়ে গেলেন। সেই উইক এন্ডটা বেশ ভালো কাটল। আমারও একটু সাহস বাড়ল, যে আমিও রান্না করে খাওয়াতে পারি। সারা সপ্তাহ অপেক্ষায় থেকে পরের শুক্রবার অঞ্জনদাকে ফোন করলাম, উনি আমার খোঁজ খবর নিলেন, বাড়ির জন্য মন কেমন করছে কিনা, বাড়ির চিঠি পেয়েছি কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও সেই সুযোগে বলে দিলাম, 'অনিমা যতদিন না আসে আপনি উইক এন্ডে আমাদের সঙ্গে খাবেন।' উনি আর পারলেন না বলে ফেললেন, 'আমি তোমার ওখানে খেতে পারি একটা কন্ডিশনে, আমি একটা করে রান্না করে নিয়ে আসব। তোমার রান্না ঠিক আসে না, যে আফটার ডে ওই খাবার খাওয়া যায় না'। এরপর থেকে অঞ্জনদাই আমার রান্নার গাইড হয়ে গেলেন। ত্রাণ কর্তাও বলা যায়। দেওয়ালীর সময় যখন ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে ৬০টা লুচি নিয়ে যাবার কথা বলল। তখন প্রথমে নিজেই চেষ্টা করলাম। মনে আছে আমার পিসা বলত লুচি হবে আড়াই প্যাঁচে, মানে বেলুনটা আড়াই বার আওপিছু গেলেই লুচি ভাজার জন্যে রেডি হয়ে যাবে। মনে মনে নিজেকে বাহবা দিলাম, ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা মনে পড়েছে বলে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আড়াই প্যাঁচে বেলার পর ভেজে যেটা বেরিয়ে এসেছে সেটা অনেকটা বড় সাইজের বড়ার মতো। তখন কে আমাকে উদ্ধার করবে, আমার বর এ ব্যাপারে আমার চেয়েও অগা। এদিকে সময় হয়ে আসছে। রবি ঠাকুরের সেই গানের মতো, ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে পরান খুলে ডাক, ডাক অঞ্জনদাকেই ডাক। উনিও সে ডাকে চলে এলেন এবং মাত্র আধ ঘণ্টায় ৬০টা লুচি নামিয়ে দিলেন। তবে আমি গুনছিলাম, কোনোটাই আড়াই প্যাঁচের নয় চার থেকে পাঁচবার তো লাগছিলোই। সেই বলেই নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম যে দোষটা আমার নয় আড়াই প্যাঁচের।

আর একবার আমি একজনকে পথ প্রদর্শক বলে চলতে গিয়ে বেশ বেইজ্জতি হয়েছিলাম। এসব ঘটনা আমার এদেশের শৈশব জীবনের, মানে গোড়ার দিকের কথা। এক বন্ধু ছিল সবেতেই খুব এক্সপার্ট। আমি যেহেতু কিছুই ভালো করে জানতাম না তাই এসব মানুষদের অন্য চোখে দেখতাম। যেন অন্য গ্রহের মানুষ। ইচ্ছে করত ওদের মতো হই। আমিও কিছু কিছু জিনিষ শিখে নিয়ে রাহুলকে (আমার বর, শ্রদ্ধেয় রমা চৌধুরী একবার বঙ্গ সম্মেলনে আমায় বলেছিলেন, 'বেশি বর বর বলোনা, ওরা বর্ব্বর হয়ে যাবে) একেবারে অবাক করে দিই। আমার সেই বিশেষ বন্ধুটি প্রায়ই বলত, আজ স্যুপ করেছি, কাল পিৎজা করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। যা যা দিয়ে স্যুপ করেছি বলত তার উপকরণের বেশির ভাগ জিনিষই আমার বাড়িতে ছিল না। অবশ্য ক্যাম্পাবেল-মাসীর কথা তখনও আমার অজানা ছিল (মানে আমার ছেলে বাবলাকে ছোটোবেলায় স্যুপ দিলেই ও জিজ্ঞেস করত, মা এটা ক্যাম্পবেল মাসীর করা স্যুপ না তোমার?)। পরে শুনেছিলাম সেই বন্ধু ক্যানের স্যুপই বেশি ব্যবহার করত। যাইহোক, আমার খুব ইচ্ছে একটা কিছু রান্না করে রাহুলকে তাক লাগিয়ে দেবো। সুতরাং, শরণাপন্ন হলাম আমার সেই বন্ধুর। সে খুব সহজ করে পিৎজার রেসিপি বলে দিল, তলায় একটা মোটা রুটির মতো, তার ওপর কিছু ভেজিটেবিল দেবে, তার ওপর টমেটো সস, এবার কিছু হার্বস তার ওপর চীস দিয়ে বেক করবে ২০-৩০ মিনিট, ব্যাস পিৎজা রেডি। মনে মনে একটা ছক কষে নিলাম, কি কি লাগবে। যা বাড়িতে আছে তাই দিয়েই করব, কারণ রাহুলকে কিছু কিনে আনতে বললে ও যদি বুঝতে পারে? ঠিক করলাম বেশী করেই করব, যে শেখালো তাকে তো গুরু দক্ষিণাটা দেওয়া উচিত।

সব কিছু রেডি করে ৭টার ওভেনে ঢুকিয়ে বসে আছি, সাড়ে ৭টায় বাড়ি ঢুকলেই 'সারপ্রাইস' বলে পিৎজা টা বের করে দেবো। বাড়ি এলো, ওভেন খ ললাম, পিৎজা বলে যেটা করেছি সেটা টেবিলে রাখ লাম। কিন্তু সেটা কে আর যাই বলা যাক পিৎজা বলা যাবে না। লাল-সাদা একটা সসের মধ্যে রুটিটা ভেসে বেড়াচ্ছে, তার পাশ দিয়ে হলুদ রঙের আলু ফুলকপি উঁকি মারছে। রাহুল বহু কষ্টে হাসি চেপে রেখেছে আমার মুখের দিকে চেয়ে। কি হলো বুঝতে পারছি না। যা যা বলেছে তাই করেছি। প্রথমে পাইরেক্সের পাত্রে একটু বাটার গলিয়ে তার ওপর সিরিয়ান ব্রেড দিয়েছি। ভেজিটেবিল কি কাঁচা দেবো? তাই কারি পাউডার দিয়ে আলু-ফুলকপির তরকারি করে রুটির ওপর ঢেলে দিয়েছি। টম্যাটো সস ছিল না কেচাপ ভালো করে বিছিয়ে দিয়েছি, হার্বস বলতে দেবেশদার দেওয়া কিছু তেজপাতা আর কারিপাতা ছিল, তাই অল্প অল্প ছিঁড়ে দিয়েছি। আর সবার ওপরে চীস দিতে বলেছে আমি রিকোটা চীজ দিয়ে সবটা কভার করেছি। রেসিপির তো কিছু দল বদল হয়নি। তবে? সেই থেকে আমরা আর কোনো মানুষের শরণাপন্ন না হয়ে হাট থেকেই পিৎজা কিনে আনি, মানে পিৎজা হাট।

আর একটি ঘটনার কথা আমার ইদানিং প্রায়ই মনে পড়ে, যখন বেশীর ভাগ পার্টিতেই মিষ্টি করে নিয়ে যাবার অনুরোধ আসে। সে মিষ্টি ল্যাংচা, ছানার জিলিপি থেকে জিবে-গজা বা রসকদম্ব পর্যন্ত যে কোনো শ্রেণীরই হতে পারে এবং সংখ্যায়ও ৩০ থেকে দেড়শো-দুশো যে কোনো বেছে নিতে পারে। আমি স্বেচ্ছায় এটা করতে ভালোবাসি। এর পেছনে একটি ছোটো ঘটনা আছে সেটা না বললে আপনারা এই আনন্দের কারণটা বুঝতে পারবেন না। আমি সেপ্টেম্বর মাসে এ দেশে প্রথম আসি। প্রথম আমেরিকা দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। এ কোন ধাপ ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে এসে পৌঁছালাম, চারদিকে কেবল গমের খেত, কোনও জনমানব নেই। এর থেকে আমতা যাওয়া ভালো ছিল। যাইহোক এসে যখ ন পড়েছি, মানিয়ে তো নিতে হবে। একটাই আশার কথা, তার পরেই অক্টোবর মাসে দুর্গা পুজো, তখন নিশ্চয়ই লোক-জনের সঙ্গে দেখা হবে। কত নতুন শাড়ি এনেছি সেগুলো রোজ পরব। কিন্তু অতি শীঘ্রই রাহুল আমার সব উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে জানাল, পাগল? এখানে পুজো? কজন বাঙ্গালী আছে যে পুজো হবে? আমার তো খুব মন খারাপ। তখন আমার এদেশে একজনই কাছের মানুষ ছিল, সে হল মাসী, মানে রাহুলের মাসী। যদিও তিন হাজার মাইল দূরে থাকত, তবু তার সঙ্গে কথা বলা যেত, সে আমার মনের কষ্টটা বুঝত। সেই তখন আমার ত্রাণকর্তা ওরফে উপদেষ্টা। মাসীদের ওখানে তখন খুব ঘটা করে পুজো হচ্ছে, সে সব কথা শুনলে আমার মন খারাপ হবে, তাই সে কথা এড়িয়ে, রোজ আমায় ফোন করত। আমি তাই সাহস করে মাসী কে জিজ্ঞেসেই করে ফেললাম মাসী এখানে বিজয়া দশমী করতেও কেউ আসবে না? মাসী হয়তো আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলল, তা কেন, আমি বাপীকে (রাহুল) বলব ওর বন্ধুদের আসতে বলতে। আমার মনের মেঘটা কেটে গিয়ে শরতের রোদে হেসে উঠলো। তখনই দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিজয়া করতে আসলে কি মিস্টি খাওয়াবো? আমি তো কিছুই পারি না। মাসী খুব সহজ করে বাদসাহী নামে একটা সহজ মিষ্টির রেসিপি বলে দিল। পাঁউরুটি ভেজে নিয়ে রসে ফেরে দিতে হবে, ওপরে একটু নাটস গুঁড়িয়ে দিলেই ফাসক্লাস মিষ্টি মিষ্টি হয়ে যাবে। আমি তো উৎসাহের চোটে ঘুমতে পারছি না, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম যে কবে দশমী আসবে। ইতিমধ্যে মাসী কিন্তু ফিলড ওয়ার্ক সেরে ফেলেছিল আমার অজান্তে। রাহুলকে বলেছিলো ওর কিছু বন্ধুদের আমাদের বাড়িতে আসতে বলতে বিজয়ার মিষ্টি খেতে। দশমীর দিন সকালে আমি তো গোটা একটা পাঁউরুটি তেলে ভেজে রসে ডুবিয়ে ওপরে চিনে বাদাম গুঁড়ো করে ছড়িয়ে বসে আছি। এরকম মিষ্টি আমি আগে খাইনি তাই কেমন দেখতে হবে আমার কোন ধারণা ছিল না। আর চেখে দেখার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না, আমার বরতো আগে সবাইকে খাইয়ে তবে নিজে খাবে। এরপর আমি পিসার দেওয়া নতুন লালপাড়া গরদ বেনারসী শাড়ি মায়েদের মতো করে পরে সেজেগুজে একেবারে রেডি। এটাই আমার বিয়ের পর প্রথম পুজো, তাই এতোদিন মা, জাম্মা, পিসিদের যা দেখেছি তাই সেজেছি। সন্ধো ৭টার সময় রাহুল তিনজন ছাত্র বন্ধুদের নিয়ে হৈ হৈ করে স্কুল থেকে চলে এলো। দুটি বাঙ্গালী একটি পাঞ্জাবী। অবাঙ্গালী ছেলেটিকে আমরা গুরুদেবজী বলে ডাকতাম। দুটি বাঙ্গালী ছাত্রের বিয়ে হয়নি, আর গুরুদেবজীর বৌ তখনও আসেনি। সে তো আমাকে খুব গদগদ হয়ে বলল, ভাবিজী আব বহুত আচ্ছা জনানা হ্যায়, আপকো বহুত বড়া দিল হ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। বুঝলাম বেচারা অনেক দিন মিষ্টি খ ায়নি তাই এতো প্রশংসা করছে। যাইহোক আমি তো একটা সুন্দর ট্রে বার করে তার ওপর দেশ থেকে আনা এম্বরডয়ারী করা কোস্টার পেতে চারটে প্লেটে চারটে করে মিষ্টি নিয়ে এসে সেন্টার টেবিলে রাখলাম। গুরুদেবজী সোফায় পা ঝুলিয়ে বসে ছিল, ইলেক্ট্রিক শক খাওয়ার মতো তড়াক করে সোফার ওপর দু পা তুলে উঠে বসে বলতে লাগল, ইয়ে ক্যেয়া হ্যায়? ইয়ে থোড়ি মিঠাই হ্যায়, ইয়ে তো তালি হুই ব্রেড চিনি কে রস মে ডাল কে দে দি, ইয়ে ম্যায় নেহি খাউঙ্গি। ছি ছি কি লজ্জা কি লজ্জা, ঠিকই তো নাম যাই হোক না কেন, দেখে তো মনে হচ্ছে চায়ে ভেজা পাঁউরুটি। আসলে মাসী তো জানতো না যে আমি কতটা অগা, তাই বলে

এরপর ২২ পাতায়

# জন্মশতবর্ষে প্রতিভা বসু

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

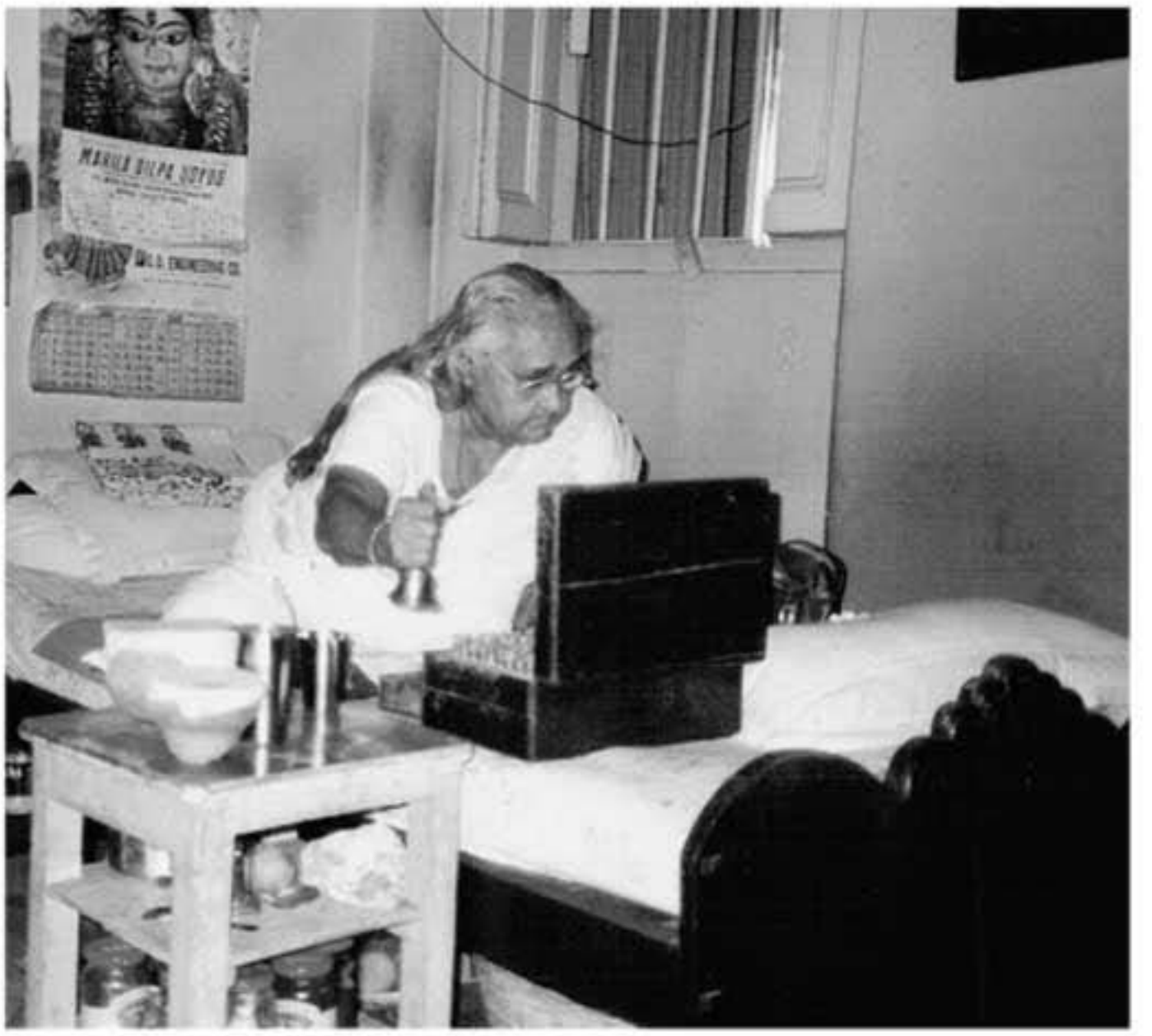

"মেয়েদের বিষয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে আমি যে এত স্পর্শকাতর, আমার সমস্ত গল্প উপন্যাস যে মেয়েদের জিতিয়ে দেওয়ার সপক্ষে এত সোচ্চার, সম্ভবতঃ তার দীক্ষাদাতাও ঐ মুকুন্দদাস।"

প্রতিভা বসুর স্মৃতিচারণে এমন একটি অনুসঙ্গের উল্লেখ আছে। ঢাকার মেয়ে রাণু সোমের সদ্য কৈশোরে দেখা যত্রাপালায় পণপ্রথার বিরুদ্ধে মুকুন্দদাসের গানটি ছিল "ভাইরে মানুষ নাই আর দেশে / মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল, চোখের জলে ভাসে।"

শুধু সেই শৈশব স্মৃতি নয়, পরবর্তী সময়ে সমাজ ও সাম্প্রদায়িক বহু ঘটনার অভিঘাতে নারীর সমস্যা বিজড়িত জীবনের প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমত্ব বোধ। তারই ভিত্তিভূমিতে সৃষ্টি হয়েছে প্রতিভা বসুর গল্প উপন্যাসের আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নারী চরিত্রগুলি।

যদিও পাঠক হিসেবে তাঁর লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় দেব সাহিত্য কুটিরের পুজাবার্ষিকীর 'দুই বোন' টুলু বুলুর গল্প পড়ে। দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়াতে ছোট্ট বোনের দুঃখ, অভিমানের মন কেমন করা গল্প। সে কোন্ যুগের কথা। দিদি আর বোনের ছবি দেওয়া সেই অলংকরণও মনে আছে। আত্মজনদের ছেড়ে মেয়েদের চিরকালের মতো শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার অনুভূতি ঐ ছোটদের জন্য লেখা গল্পেও কেমন এক বিষাদের আবহ সৃষ্টি করেছিল। প্রতিভা বসুকে সেই অর্থে আমরা শিশুসাহিত্যে পাইনি, যেমনভাবে পেয়েছিলাম লীলা মজুমদার আর আশাপূর্ণা দেবীকে। তিনি আমাদের প্রিয় লেখিকা হয়ে উঠলেন স্কুলের শেষ পর্বে আর কলেজ জীবনে। প্রতিভা বসুর রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প এমন যে মোহজাল বিস্তার করেছিল, তার কারণ হয়ত ছিল কাহিনীর ছায়া দর্পণে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখার কল্পনা বিলাস। ঐ বয়সে প্রেম নীরবেই আসুক, কি সরবেই এসে থাক, "পথে হল দেরী"-র নায়িকার জীবনের মতো ঝড়ঝঞ্ঝা যে আসবেই, শবরীর প্রতীক্ষার পরে প্রেমের জয় হবেই, এমন সব বিশ্বাস / অবিশ্বাসের দোলাচলে থেকে প্রতিভা বসুর গল্প গুলি সাগ্রহে পড়তাম। "কাঁচা রোদ" গল্পে টেলিফোনে অচেনা মানস মুকুলের সঙ্গে অদেখা নায়িকার প্রেমালাপ শেষ পর্যন্ত তাদের চাক্ষুস মিলন ঘটাবে কিনা, সেই অধীর প্রতীক্ষা যেন আমাদেরও। ঘটনা স্রোত নতুন ছিল না। টেলিফোনের ওপারের কণ্ঠস্বর যে কত প্রেমরহস্য ঘনিয়ে তোলে, প্রতিভা বসুর সংলাপ সমৃদ্ধ এই গল্পটি না পড়লে তার রস উপভোগ করা যাবে না। বন্ধুদের সঙ্গে বই বদল করে পড়েছি 'মাধবীলতার ডায়রী' থেকে শুরু করে পরবর্তী দীর্ঘ জীবনে তাঁর বেশ কিছু গল্প উপন্যাস আর "স্মৃতি সততই সুখের", "জীবনের জল ছবি"-র মতো আত্মজীবনীমূলক রচনা।

প্রতিভাবসুর প্রথম প্রেমের উপন্যাস 'মনোলীনা" বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবন প্রকাশনা থেকে ছাপা হয়েছিল। বিবাহিতা রমণীর প্রেম ও দ্বিতীয় বিবাহের কাহিনী। বিষয় হিসেবে সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অভিনবই বলা যায়। সে বই এর সপক্ষে বিপক্ষে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। একটি বই এর নাম "বিবাহিতা স্ত্রী"। চিত্রসত্ত্ব কিনেছিলেন এক প্রযোজক। তবে ছবি করেননি। প্রতিভা বসুর যে উপন্যাস তাঁকে বিশেষ খ্যাতি এনে দিয়েছিল, সেটি তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "মনের ময়ূর"। নাভানা প্রকাশনী থেকে বেরোনো বইটি নিয়ে সিনেমা হয়েছিল। বোধহয় উত্তমকুমার আর ভারতী দেবী ছিলেন। এখন ঠিক মনে পড়ছে না, "মধ্য রাতের তারা" ও প্রতিভা বসুর গল্প ছিল সম্ভবতঃ মনে আছে ওর লেখা "বিচিত্র হৃদয়"-এর কথা। মা ও মেয়ে একই পুরুষের প্রতি অনুরক্ত। বিষয় নির্বাচনে সেই সময়ের বিচারে সাহসী পদক্ষেপ। একটি গল্পে ছিল — এক সময় বেশ্যাবৃত্তি করত এমন একজন মেয়ের সঙ্গে এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পরিচয় হয়েছে। মেয়েটি তখন সেই জীবিকা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু সরকারী কর্মচারীটি তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন জেনে তাঁর কাছে সে পূর্ব পরিচয় দিল। তা সত্ত্বেও সেই পুরুষ তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, তিনি নিজেও কখনো গণিকালয়ে গেছেন। অতএব নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে শুদ্ধতা, অশুদ্ধতার প্রশ্ন ওঠে না। এভাবেই প্রতিভা বসু মেয়েদের জয়ী করেছেন। নিরুপমার চোখ, দ্বিতীয় নক্ষত্র, দ্বিতীয় দর্পণ, অগ্নিতুষার, সূর্যাস্তের রং। অতলান্ত, হৃদয়ের বাগান, উজ্জ্বল উদ্ধার, সমাগত বসন্ত, সাগরের সাক্ষর, আলো আমার আলো, গল্প সমগ্র, সমুদ্র হৃদয়, রাঙা ভাঙ্গা চাঁদ ইত্যাদি নিয়ে সুদীর্ঘ তাঁর বই এর তালিকা।

প্রতিভা বসুর "সমুদ্র হৃদয়", "সুমিত্রার অপমৃত্যু", "ঘাসমাটি" মূলতঃ হিন্দু ও মুসলমান নারী পুরুষের প্রেম ও পরিণতির কাহিনী। তিনি বিশ্বাস করতেন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে হলে এমন বিবাহকে সমর্থন করতে হবে। শুধু হিন্দু/মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ নয়, তাঁর গল্পে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ ট্যাক্সি ড্রাইভার আর শ্বেতাঙ্গী মহিলা মারিয়ার একরাত্রের পরিচয় ও মানবিক অনুভূতির কথা আছে। ঠিক প্রেমের গল্প নয়। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতন দুটি মানুষের উপলব্ধির কাহিনী। তাঁর অন্যান্য গল্পের মধ্যে আছে "অর্কেস্ট্রা", "সেই দিন সকল", "প্রথমা", জাপানী মেয়ের গল্পে "মাৎসুমাতো", "আমার বন্ধু ক্রীস্টিনা", প্রেমের গল্পের সংকলন "প্রণয়ীর সংখ্যা পাঁচ"। প্রতিভা বসুর একটি গল্প "শব্দ ব্রহ্ম"। এক দম্পতির সন্তান নেই। কারণ স্ত্রী সন্তান চায় না। শিশুদের ক্ষন্না, চীৎকার তার অসহ্য লাগে। যে বাচ্চাটির কান্না শুনলে সে বিরক্ত হত, একদিন তার আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। খবর নিয়ে জানা গেল অশান্তির ভয়ে তারা অন্য জায়গায় চলে গেছে। এই ঘটনা, শিশুটির অনুপস্থিতি, কান্নার আওয়াজ নেই, সব কিছু মিলিয়ে এক শূন্যতার উপলব্ধি সেই মেয়েটির মনে সন্তানের অভাববোধ, মাতৃত্বের আকাঙ্খা জাগ্রত করলো।

রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প উপন্যাসে প্রতিভা বসুর ছিল অনায়াস দক্ষতা। যে কারণে মনের ময়ূর, পথে হল দেরী, অতল জলের আহ্বান, আলো আমার আলো ইত্যাদি অবলম্বনে বিখ্যাত সব বানিজ্য সফল ছবি হয়েছে। বই বিক্রীর তুলনায় তখন তাঁর চিত্রসত্ত্ব বিক্রীর উপার্জন বেশী ছিল। "সমুদ্র হৃদয়"-এর চিত্রসত্ত্ব বিক্রী হয়েছে চারবার। অথচ ছবি হয়নি। হয়ত হিন্দু/মুসলমানের প্রেমের গল্প নিয়ে প্রযোজক ঝুঁকি নিতে চাননি। মেয়েদের মুক্তিচেতনা, মানসিক দৃঢ়তা, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এবং শেষ পর্যন্ত অন্যান্য অবিচারের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার কাহিনী। তাঁর সাহিত্য জীবনের শেষ পর্বে এল মহাকাব্যের আধুনিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ণ—"মহাভারতের মহারণ্যে"। তখন তাঁর বয়স আশী পার হয়েছে। দীর্ঘ দিনের অসুস্থতা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, পুত্রশোক, এত কিছু বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও কলম ধরেছেন। অন্ততপক্ষে পাঁচ যুগ আগে পড়া কালীপ্রসন্ন সিংহের "মহাভারত" তাঁর নারীবাদী চিন্তা, চেতনাসহ শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি পুরুষ চরিত্রদের ওপর আরোপিত মহত্বের তীব্র সমালোচনা করেছেন। ব্যাখ্যার বিচারে বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা' এবং প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে' যেন দুই মেরুতে অবস্থান। প্রতিভা বসু লিখেছেন — মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলার তুল্য মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। যখন প্রতিটি অধার্মিক আচরণ, অন্যায় আঘাত, মিথ্যাচার এবং শঠতা এসেছে পান্ডব পক্ষ থেকে, প্রধানত কৃষ্ণের কপটতা হেতু, বোঝা যায় না কি ধর্ম মহাভারতের উদ্দেশ্য ...।

প্রতিভা বসুর জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রসঙ্গে লিখতে বসে যোগাযোগ করেছি তাঁর কন্যা সুলেখিকা মীনাক্ষী দত্তর সঙ্গে। "জীবনের জলছবি" আর মীনাক্ষীদির দুটি বই পড়ে অনেকবারই মনে হয়েছে ব্যক্তিগত জীবনে সাংসারিক দায়িত্ব, দেশবিভাগের ফলে নিকট আত্মীয়স্বজনের ছিন্নমূল অবস্থা, আর্থিক সংকট, হাজারো সমস্যা, একহাতে এত কিছুর সমাধান করতে করতে প্রতিভা বসু লেখালেখির অবকাশ পেতেন কতটুকু? আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজনে পাশে থাকা, সামাজিকতা, কবিতা ভবনের প্রকাশনায় সাহায্য করা, ২০২ বাড়ির সাংস্কৃতিক আড্ডা, নাটক পরিচালনা করে উদ্বৃত্ত অর্থে কারো চিকিৎসায় সাহায্য করা, দায় ভার তো তাঁর কখনোই শেষ হতো না। আত্মজীবনীতে নিজের সাহিত্য কর্মের কথা বিশেষ কিছুই নেই।

মীনাক্ষীদি বললেন—মার অসংখ্য গুণ ছিল। আমি পৃথিবীতে আমার মার মতো মানুষ দেখিনি। মার গান, লেখা, ছবি আঁকা, সেলাই, রান্নার ক্ষমতা ছিল সহজাত। বাবার প্রতি যত্ন, আমাদের স্নেহ ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রাখা, বন্ধুবাৎসল্য, অসহায় মানুষজনকে সাহায্য করা। বাড়ির কাজের লোকেদের সঙ্গে মানবিক ব্যবহার, এমনকি কুকুর, বেড়ালরাও মার আদর যত্ন পেতো। আসলে আমার মামারবাড়ি, মার ঢাকার পরিবার খুব উদারপন্থী ছিলেন। সেই সময় ঢাকাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যেন নারীমুক্তির ঢেউ এসেছিল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মার লেখায় তার প্রভাব পড়েছিল। দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে, সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে মাই বোধ হয় প্রথম মহিলা সাহিত্যিক, যিনি গল্প-উপন্যাসে কিছু নারী/পুরুষ চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। হ্যাঁ, মার ছিল মেয়েদের জিতিয়ে দেওয়া। আমি বলতাম, মা তুমি পুরুষদের বিরুদ্ধে এত লেখো কেন? কেমন যেন প্রতিশোধের মতো? না, মা পুরুষ বিদ্বেষী ছিলেন না। সামগ্রিকভাবে মেয়েদের জীবনের দুঃখ, দুর্দশার প্রতিবাদ, প্রতিকারের জন্যে তাঁর চরিত্রগুলি গড়ে উঠতো। তবে একটা কথা আমার মনে হয়, সাহিত্যিক হিসেবে মার যথার্থ মূল্যায়ণ হয়নি। নারী/পুরুষ নির্বিশেষে সাহিত্য সমালোচক, বিদগ্ধজনের বিচারে খুব জনপ্রিয় লেখক বা লেখিকা হচ্ছেন কমার্শিয়ালি সাকসেস ফুল। যেন বৃহত্তর পাঠকের মন জয় করার সেই ক্ষমতা তাঁকে উঁচুদরের সাহিত্যিকের মর্যাদা দেয় না। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও কি তাই হয়নি?

মীনাক্ষীদিকে এই টুকুই জানালাম, আমেরিকায় বসে আমরা যারা প্রতিভা বসুর লেখার অনুরাগী, তারা তাঁর শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্যোগী নিয়েছি। আমাদের নিউজার্সির ক্লাব "কল্লোল" থেকে আগামী জুলাই মাসে সেটি মঞ্চস্থ হবে নিউজার্সির বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক সংগঠন 'আস্থা'র ও প্রতিভা বসু জন্মশতবার্ষিকী পালনের পরিকল্পনা চলছে। এ প্রয়াস "স্মৃতি সততই সুখের" ভৌগলিক পটভূমিতে, প্রয়াত সাহিত্যিককে স্মরণ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

# ঋণম্ কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেৎ

## প্রভাংশু কুমার ঘোষাল, নিউইয়র্ক

তখন সবে মাত্র এ দেশে এসেছি। কিছু কিছু বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছি। আমেরিকার জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হচ্ছি। অধিকাংশ লোকেরা ছিলেন অকৃতদার কিংবা আমার মতো সদ্য বিবাহিত। অনেকে ঘুরে ফিরে এর-ওর বাড়ীতে যেতেন আড্ডা মারা, তাস খেলা ইত্যাদির টানে। মেয়েরা যেতেন মেয়েলি গল্পের আসরে যোগ দিতে। আমি আড্ডাবাজ নই। তাস খেলতেও কোনোদিন শিখিনি। গিন্নীও গাল-গল্পের ভক্ত নয়। সেইজন্যে আমরা লোকের সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারতাম না। বারোয়ারী অনুষ্ঠানের বাইরে কোনো পরিচিতের বাড়ীতে বড় একটা যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

এক সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরেছি। দেশ থেকে মা-বাবার চিঠি এসেছে। তাতে তাঁরা পাড়ার খবর, পরিচিতদের খবর, দেশের খবর ইত্যাদি লিখেছেন। এছাড়া যথারীতি পুত্রবধূর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পড়ে মনটা একটা অব্যক্ত বেদনার ছায়ায় ঢেকে গেলো। চাইছিলাম একটু নিরিবিলিতে থাকতে। কিন্তু তার উপায় নেই। দরজায় কলিং বেল বাজলো। ভাবলাম কোনো উটকো লোক কিছু বিক্রী করবার ধান্ধায় এসেছে। যাই বিদায় করে আসি।

পরম অনীহা নিয়ে দরজা খুললাম। দেখলাম সামনে সদানন্দদা দাঁড়িয়ে আছেন। সুট-টাই পরে, হাতে ব্রিফকেস। দেখে বুঝতে পারলাম তিনি অফিস ফেরতা আমাদের বাসায় এসেছেন। আমি রীতিমতো অবাক হলাম। সদানন্দদা মানে সদানন্দ সান্যাল। সাত-আট বছর এদেশে আছেন। ছেলে-পিলে নেই। কর্তা-গিন্নী দুজনে চাকরী করেন। আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো। এখানের ভারতীয় সম্প্রদায়ের তিনি একজন নামকরা লোক। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম একটি গানের আসরে। তিনি বারোয়ারী অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে সর্বদা চেষ্টা করতেন। একদল শিষ্যও জুটিয়েছিলেন। যেখানে যেতেন সেখানে শিষ্য পরিবৃত হয়ে বিরাজ করতেন। ঐ শিষ্যের দলে যোগ দেওয়ার জন্যে আমার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন আহ্বান থাকতো। কিন্তু মা ছোটোবেলায় গীতা পড়িয়েছেন। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" শ্লোকটি পড়ে যাক তাকে গুরু হিসাবে মানতে কোনো ইচ্ছে আমার ছিলোনা। সত্যি বলতে কি, তিনি সর্বদা ওপর-পড়া হয়ে উপদেশ দিতেন বলে আমি তাঁকে এড়িয়ে চলতাম।

আমি "আসুন দাদা, আসুন" বলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম। তিনি জুতো খুলতে খুলতে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপরে ভিতরে এলেন গম্ভীর চাল নিয়ে। গিন্নী তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে তাঁকে বসতে দিলো।

"একটু চা খাবেন তো?", বলে গিন্নী রান্নাঘরে চলে গেলো। সদানন্দদা চেয়ারে বসতে বসতে বলতে শুরু করলেন, "এ কি? TV টা Black and White কেনো? এখনকার দিনে লোকে color TV রাখে। এ কি রকম বেঁচে থাকা?"

তারপরে আমার গিন্নীর উদ্দেশ্যে উঁচু গলায় বললেন, "আমি চা খাই with cream and sugar" গিন্নী বললে, "কতটা চিনি দেবো?"

সদানন্দদা বললেন, "আমার কিন্তু sweet tooth, তিন চামচে চিনি দিও।"

গিন্নী ভয় পেয়ে গেলো। বললে, "বৌদির মুখে শুনেছি আপনার diabetes আছে। ডাক্তাররা বেশী চিনি খেতে মানা করেছেন। তিন চামচে চিনি বোধ হয় ঠিক হবে না। আমাদের sugar twin আছে। চিনির বদলে তাই দিয়ে দিই?"

সদানন্দদা বললেন, "গুলি মারো ঐ সব ডাক্তারদের। আমার motto হচ্ছে—যতদিন বাঁচবে, ততদিন সুখে বাঁচবে।"

গিন্নী তর্কে এড়িয়ে যায়। তাই আর কথা না বাড়িয়ে চিনি গোলা চায়ের সঙ্গে বিস্কুট এনে দিল। সদানন্দদা যাওয়ার আগে বলে গেলেন, "আসছে Memorial Day -তে আমাদের এ্যাপার্টমেন্টে এসো। আমরা আরও কিছু লোকদের বলেছি। তাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে।"

গিন্নী আমার ল্যাজে-গোবরে স্বভাবের জন্যে আমার ওপরে বিশ্বাস রাখতে পারে না। দরকারী জিনিষ ভুলে যাই। এই নেমন্তন্নের কথা হয়তো ঠিক সময়ে মনে থাকবে না। তাই সে দেওয়ালে ঝুলন্ত ক্যালেন্ডারে এই নেমন্তন্নের বিবরণ লিখে ফেললো। মনে করি ঠিকানাও চেয়ে নিলো। প্রশ্ন করল, "কোনো উপলক্ষ আছে কি?" সদানন্দদা উত্তর দিল, "না। উপলক্ষ বলতে একটু মজা-ফুর্তি হবে। এ ছাড়া আর কিছু নয়।"

দিনক্ষণ মিলিয়ে আমরা সদানন্দদার এ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। যখন নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হলাম তখন দেখলাম সে এক বিশাল বিল্ডিং। Lobby -তে উর্দিপরা security guard দাঁড়িয়ে। সেখানে নোটিশে লেখা আছে—"All visitors must be announced."

গিন্নী দ্বিধার সঙ্গে বললো, "আমার মনে হচ্ছে ভুল ঠিকানায় এসেছি। চলো ফিরে যাই। এ রকম বহুতল বাড়ীতে সদানন্দদা এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে থাকেন ভাবতে পারছি না।" আমি সিক্যুরিটি গার্ডের কাছ থেকে খবর নিয়ে জানলাম, এ্যাপার্টমেন্ট 5C তে Mr. and Mrs. Sanyal থাকেন। যথারীতি Visitors log- এ নাম লিখে সই করলাম। Security guard তারপর CCTV এর মাধ্যমে সদানন্দদার সঙ্গে আমাদের কথা বলিয়ে দিয়ে তারপরে elevator দেখিয়ে দিলো। ওপরে 5th floor -এ তাঁদের এ্যাপার্টমেন্টে হাজির হলাম। দরজার বেল বাজালাম।

দরজা খুলে অভ্যর্থনা করলেন সদানন্দদার স্ত্রী সুলতাবৌদি। তিনি গিন্নীকে দেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "এ বাড়ীতে তোমরা এই প্রথম এলে। কি ভালোই না লাগছে ভাই! Gift টা ডাইনিং টেবিলে রেখে দাও।" আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। কোনো Gift তো কিনিনি। নিজেকে আদর্শবান মানুষ বলে মনে মনে গর্ব করতাম। তাই কারো সঙ্গে উপহার দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক পছন্দ করতাম না। সেই মুহূর্তে নিজেকে বোকা বলে মনে হলো। আমার সব ব্যাপারে গয়ংগচ্ছ ভাব। তার ওপরে এই Gift -এর কথা শুনে আমার পা চলতে চাইলো না। মনে হলো কাছের কোনো দোকান থেকে কিছু কিনে আনি। সেই দুশ্চিন্তা আমাকে অনড় করে দিলো। মুখ ফুটে কিছু বলবো এমন অবস্থা ছিলনা।

আমাকে থতমত অবস্থা থেকে উদ্ধার করল আমার গিন্নী। তার পকেট বুক খুলে সুন্দর কাগজে মোড়া একটি প্যাকেট বার করে আমার হাতে দিয়ে নিচু গলায় বললে, "অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকোনা। যাও, সুলতাবৌদির কথা মতো এটা খাওয়ার টেবিলে রেখে এসো।" গিন্নীর বুদ্ধি দেখে আমি যথারীতি অবাক হলাম। সে আমার জীবনে প্রায় বিপত্তারিনীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং আজও করল। তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়লো। পরিচিত মহলের অনেকে আমাকে গিন্নীর বশংবদ বলে হাসাহাসি করেন। আমি গায়ে মাখিনা। দেখলাম সেই টেবিলে অনেক মোড়ক রয়েছে। গিন্নীর মোড়কটি টেবিলে রেখে এসে ধন্যবাদ জানাবার সলিচ্ছে নিয়ে তাকে খুঁজতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে তখন অন্য মেয়েদের ভীড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেকগুলি পরিবার সেখানে নিমন্ত্রিত। অনেকের হাতে পানপাত্র। আমি সেই ভীড়ে হংসমধ্যে বকো যথা হয়ে Living room -এ একটি সোফায় গিয়ে বসলাম।

সদানন্দদা আমাকে আর একটা টেবিল দেখিয়ে বললেন, "ওখানে appetizers and drinks আছে। Help yourself." তারপরে তিনি অন্য নিমন্ত্রিতদের তদারক করতে থাকলেন। আমি চুপ করে বসে আছি দেখে পাশ থেকে সহৃদয় ভদ্রলোক আমাকে বললেন, "যান মশাই, ওখান থেকে মাল নিয়ে বসুন। Open Bar!"

আমি Engineering College -এর প্রাক্তন ছাত্র। জানতাম মাল শব্দের প্রচ্ছন্ন অর্থ দুটি—মদ ও মেয়েমানুষ। এখানে অর্থ মদ। তাই বললাম, "আমি মদ খাইনা।" লক্ষ্য করিনি কখন সদানন্দদা কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। বেশ উঁচু গলায় বলে উঠলেন, "বলো কি ভাই, মদ খাওনা! অমৃতে অরুচি!!"

মনে হলো আমি যেন মৌচাকে ঢিল মারলাম। নিমন্ত্রিতদের সকলের মাথা ঘুরে গেলো আমাকে দেখবার জন্যে।

বললাম, "মদ খাওয়া ভালো নয়। আমাদের বংশে কেউ খায়নি। তাছাড়া মদের নেশা অনেক খরচের। এই নেশা একবার ধরলে ছেড়ে যায় না।"

মনে হলো আমি যেন সবাইকে অবাক করে দিলাম। আমি যেন সেখানে নিতান্তই বেমানান। আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন বললেন, "মশায়, শাস্ত্র পড়ে দেখবেন। দেবতারা যে সোমরস পান করতেন তা দ্রাক্ষার মদ।"

সদানন্দদা বললেন, "কাঁচা টাকা দেবে কেনো? Credit Card দিয়ে যেমন আর পাঁচটা জিনিষ কেনো তেমনি সোমরসও কিনবে।"

আমি বললাম, "বাবা কখনো ধার রাখেননি। হাঁটুর ওপরে কাপড় পরেছেন আজীবন। অনেক কষ্টে সংসার চালিয়েছেন। মৃত্যুর পরেও ধার রেখে যাননি।"

সদানন্দদা বললেন, "ভাইয়া, জমানা বদল গয়া। তোমার বাবা আমেরিকায় আসেননি। এই সব philosophy কখনো শোনেন নি। শুনে রাখো, হিন্দু দর্শণেই বলেছে—ঋণম্ কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেৎ।"

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন, "মিস্টার সান্যাল, এ কথা আগেও শুনেছি। কোন বইতে লেখা আছে? কে বলেছেন বলুন তো?"

উত্তরে সদানন্দদা বললেন, "এতো বড়ো জ্ঞানের কথা বোধ হয় উপনিষদে লেখা আছে।"

আর একজন বললেন, "মিস্টার সান্যাল, আমি তো জানি এ কথা চার্বাকমুনি বলেছে।"

আমি কথা বাড়ালাম না।

প্রায় দু বছর পরে সদানন্দদার সাঙ্গপাঙ্গদের একজন আমাদের বাসায় হঠাৎ এসে হাজির, একরকম অনাহুত হয়ে। তিনিই খবরটি সঙ্গে করে এনেছিলেন। একেবারে টাটকা খবর। দুঃখিত মনে আমাদের জানালেন সদানন্দদা bankruptcy ঘোষণা করেছেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, "bankruptcy ঘোষণা করলেন কেন? উনি তো বেশ আনন্দে থাকতেন।"

অতিথি বললেন, "শুধু কি তাই। উপনিষদ থেকে quote করতেন ঋণম কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেৎ। ওটাই ওঁর মাথা খেয়েছিলো। উঁচু lifestyle -এ থাকতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনলেন। ধারের ওপর ধার। মাথা পর্যন্ত ধারে ডুবেছিল। শেষে পাওনাদারেরা চেপে ধরেছে। উনি কোনঠাসা হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে bankrupt বলে ঘোষণা করলেন। সংস্কৃত মন দিয়ে পড়তাম না dead language বলে। তাই মশায় উপনিষদ পড়িনি। এখন দেখছি ঠিক কাজই করেছি।"

গিন্নী ইতিমধ্যে চা আর বিস্কুট দিয়ে অতিথি সৎকার করেছে। অতিথি যাওয়ার আগে বলে গেলেন, "যাই, আরও কয়েকজনকে খবরটা দিতে হবে।"

অতিথি চলে গেলে গিন্নী আমাকে প্রশ্ন করলো, "হ্যাঁ গো, উপনিষদে এমন কথা লেখা আছে? তোমার মা তো তোমাদের উপনিষদ পড়িয়েছেন। বলোনা ঐ 'সুখে থাকতে চাও তো ভোগ করে যাও, ভোগ করে যাও' কথা কোন উপনিষদে লেখা আছে?"

আমি উত্তর দিলাম, "এ লেখা কোনো উপনিষদের নয়। এমনকি চার্বাকশ্লোকেরও নয়। এটি মহর্ষি চার্বাকের লেখা 'চার্বাক দর্শন'-এর উদ্ধৃতি—

যাবৎ জীবেৎ, সুখম্ জীবেৎ।
ঋণম্ কৃত্বা, ঘৃতম্ পিবেৎ।।

চার্বাক নামটি দুটি বাক্যের সমন্বয়ে তৈরি—চারু, বাক, অর্থাৎ যিনি চারু (মিষ্টি) কথা বলেন। 'চার্বাক দর্শন' এখন আর পাওয়া যায় না। যতদূর মনে হয় চার্বাকের আসল নাম অন্য কিছু ছিল। চার্বাক নামটি এখানে ব্যাঙ্গাত্মক—সম্ভবত তাঁর শত্রুদের দেওয়া যাঁরা চার্বাকের মতবাদের মধ্যে কিছু মিষ্টতা খুঁজে পাননি। চার্বাক ছিলেন, বস্তুতান্ত্রিক, ভোগবাদী, নাস্তিক ও নিরিশ্বরবাদী। তাঁর মতে জীবাত্মা বলে কিছু নেই, পরমাত্মা বলেও কিছু নেই। পুণ্যজন্ম মিথ্যা কল্পনা মাত্র। যা ভোগ করবার তা এ জীবনেই করে নাও। চার্বাকের দর্শন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিরোধী। তোমাকে বরং মহাভারতে যুধিষ্ঠির সুখী লোকের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা শোনাই।"

গিন্নী প্রশ্ন করলো, "যুধিষ্ঠির ব্যাখ্যা করেছিলেন?"

বললাম, "বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির 'সুখী' লোকের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তাতে ভোগবাদ, মদ খাওয়া ইত্যাদির কথা বলেননি—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্
শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।।

তাৎপর্য—প্রতিদিন প্রাণীরা যমালয়ে যাচ্ছে দেখেও যারা মনে করে তারা মৃত্যুহীন, তাদের চেয়ে আশ্চর্য আর কি হতে পারে?

অন্যদিবসে পচ্যন্তে স্বয়মন্যে তথা বয়ম্
অহো নু বলবান্ মোহো যেনাত্মা সম্প্রসীদতি।।

তাৎপর্য—অন্যেরা পচে যাচ্ছে, আমরাও পচে যাবো, তবুও মোহ কাটে না।

অন্যেষু দিবসেষ্বেষু কর্তব্যং পুণ্যসঞ্চয়ম্
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসংগ্রহঃ।।

তাৎপর্য—অন্য দিনে পুণ্য সঞ্চয় করবো, মৃত্যু যে নিত্য সন্নিহিত, তাই ধর্ম সংগ্রহ করা কর্তব্য।

অষ্টকী অশ্রবাসে থাকে যেন জন
যদ্যপি মধ্যাহ্নকালে শাকান্ন ভোজন
তথাপি সেজন সুখী জগৎ মাঝার
বারিচর শুন তব প্রশ্নের উত্তর।।"

গিন্নী বললে, "আমার বিচারে যুধিষ্ঠিরই সুখীর সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন।"

আমি বললাম, "ভারতীয় দর্শনে এক কথায় ভোগের মীমাংসা করেছেন ঈশোপনিষদ—

ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো, লোভ করো না—
'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ'।"


# FLAT FOR SALE

Semi furnished two BHK, two full bath 920 SQ FT with a covered Car parking space in Sherwood Estate in Narendrapur/Kolkata, Brand new, not used yet, 3rd fioor/4 stories building. $82,000.00. (To be paid in US dollar only).
Contact No - 973-632-2857(USA)
E-Mail : dmajumdar87@hotmail.com

# স্পর্শ

জ্যোতি মুখার্জী

একটু স্পর্শে সুখ দুঃখ হাসি কান্না সব একাকার হয়ে যায়। আপন জনের স্পর্শ মানেই স্নেহমায়া মমতা আদর আন্তরিকতা যে কারোর স্পর্শ যে সুখকর নয় সে তো সবাই জানে। উৎপলবাবু হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরেই বলে উঠল সরতো এখন, এত গায়ের কাছে এসে কেন? বেলাদি হকচকিয়ে গেল হাতে কফির কাপ ছলকে কিছুটা শাড়ীতে আর কিছুটা মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। উৎপল বাবু বলে উঠল দেখছ না কম্পিউটার নিয়ে কত জরুরী কাজ করছি। পরদিন সকালে বেলাদি আবার উৎপল বাবুর পিছন থেকে দুই কাঁধে হাত রেখে বলল ব্রেকফাস্ট রেডি করেছি টেবিলে চল। উৎপল বাবু আবারও এক ঝটকায় কাঁধ থেকে বেলাদির হাত সরিয়ে দিয়ে বলল যা বলার দূর থেকেই বলনা এত কাছে আসার কি দরকার বলেই একমাত্র নাতনীর নাম ধরে ডেকে বলল যে ফোন নম্বরটা খুঁজছিলে বার করে দিয়েছি। বলে হাসতে হাসতে টেবিলে গিয়ে বসল।

বেলাদি একটু রেগে দূরে গিয়ে বলল তোমার আজকাল কি হয়েছে বলতো? সামান্য হাত লাগালেও ঝটকা মেরে ওঠ। হাতে হাত রাখলে সরিয়ে নাও। কি ব্যাপার বুকি না। দু এক বছর আগেও গায়ে হাত না রেখে শুতে পারতে না। এখন স্পর্শ তো দূরের কথা কেমন যেন বিরক্ত হও। রিটাইঅ্যারড্ করার পরই কম্পিউটার এসেছে আর তখন থেকেই তোমার ব্যবহার পাল্টে যাচ্ছে। সুঠাম চেহারা কোন রোগ নেই তবে কেন? বেলাদি কাপে চা ঢালতে ঢালতে এক নাগাড়ে বলে গেল এমন এক সময় ছিল যখন তিন দিনের জন্যও বাপের বাড়ি যেতে দিত না। একুশে এসে একুশ দিনও কোথাও গিয়ে থাকতে পারেনি। কারণ তখন বেলাদির গায়ে হাত না রেখে ঘুমোতেই পারতেন না উৎপল বাবু। বাপের বাড়ী গেলে চোখে সর্ষে ফুল দেখতো আর বলতো আমাকে ছেড়ে কোথাও কোনদিনও থাকবে না।

দেখতে দেখতে চল্লিশ বছর কেটে গেছে বিবাহিত জীবন। মনের অজান্তেই বয়েসের ভার শরীরকে আচ্ছন্ন করে গিয়েছে। না স্বামী স্ত্রীর খাট বিছানা আলাদা হয়ে গেছে। বেলাদি স্বামীকে বলে তোমার নাক ডাকার শব্দে আমি আর এক ঘরে শুতে পারব না কাল থেকে আমি পাশের ঘরে চলে যাব। উৎপল বাবু বলে তাই যাও আমিও তোমার এতবার বাথরুম যাওয়ার জন্য ঘুমোতে পারি না। বেলাদি মুখে বললেও অভিমান হয় কোথায় যেমন একটু উদাস হয়ে পড়ে। উৎপল বাবুর পিঠে মুখ গুঁজে না দিলে ঘুম আসে না। তবু এত তাচ্ছিল্য সহ্য হয় না। এখন তো সংসার নয় মনে হয় কমপ্রোমাইজ করে বেঁচে থাকা। দুজনেরই রোগ নেই বয়সও মনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বেলাদি ভাবতে বসে বাষট্টি বছর তো এমন কিছু বয়েস নয়। দুই মেয়ে এক ছেলে নিয়ে সংসার ছিল। এক এক করে দুই মেয়েই প্রেম করে বিয়ে করে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে। ছেলেও বিয়ে করে দুর্গাপুরে কর্মস্থলে থাকে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই ব্যাঙ্কে কাজ করে। ছেলের একমাত্র মেয়ে অর্থাৎ বেলাদির নাতনী বছর এগার বয়েস নিদা দাদুর কাছে থেকে পড়াশোনা করে। বেলাদিরও সময়টা ভাল কাটে।

বেলাদি আজ স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ভাবে এই তো সে দিনের কথা বি. এ. পরীক্ষা দিয়েই বিয়ে হয়ে গেল। হাওড়া থেকে নিউআলিপুরের চারতলার ফ্ল্যাটে এসে উঠল। ঘরে শাশুড়ী আর এক দেওর ছিল। রান্নাবান্না কিছুই জানতো না। শাশুড়ী মা এতই ভাল ছিলেন সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে ছিলেন। অথচ এই উৎপলবাবুই বেশীক্ষণ রান্না ঘরে থাকলে বিরক্ত হত। আজ বেলাদি শিখার কাছে তার কাহিনী বলে মনকে হালকা করবে। বেলাদির মাঝে মধ্যেই মনে হয় ষাট পেরিয়ে গেলেই কি সব ফুরিয়ে যায় প্রেম ভাল বাসা। কিছুটা ভাঁটা পড়ে যায় ঠিকই কিন্তু স্পর্শ তো একই থাকে। স্পর্শ তো ফুরিয়ে যায় না। বেলাদির মনে হয় কম্পিউটারটা তার সতীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারাদিন কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকে। হাসে কাঁদে কথা বলে সবই কম্পিউটার-এর সঙ্গে ঐ এখন বন্ধু, সঙ্গী, স্ত্রী সব কিছু। তাই মাঝে মধ্যে মনে হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আমেরিকায় ছোট মেয়ের বাড়ী চলে যাই। থাকুক উৎপলবাবু নাতনী, রাধুনী আর কম্পিউটার নিয়ে। সে আর এদিকে তাকাবে না। উৎপলবাবুর সেই ছাব্বিশ বছর বয়সের যৌবনের ঝড় তুলে বেলাদিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। সে কথা ভাবতে গিয়ে আজ ভীষণ হাসি পায়। বেলাদির থেকে কত ছোট শিখা। কিন্তু শিখার স্বামী আজ আট বছর হয়ে গেছে হার্ট এ্যাটাক হয়ে গেছে খুবই অসুস্থ। স্বামীকে সেবা যত্ন করে সময় পেলেই বেলাদির কাছে চলে আসে। দুই মেয়ে আছে কলেজে পড়ে। বেলাদির পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। বেলাদি কি শিখার মনের খবর রাখেন। বেলাদি কি জানে পৃথিবীতে এমন কত নারী পুরুষ আছে একই ছাদের তলায় বাস করে স্বামী স্ত্রী অথচ একটু বয়সের ভারে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। সারাদিনে দশটা কথাও হয় কিনা সন্দেহ। কেউ কম্পিউটার কেউ পাড়ার বন্ধুদের সাথে তাস দাবা এই নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কেউ বা সারাদিন টিভি দেখেই সময় কাটিয়ে দেয়। যেহেতু রিটাইঅ্যারড্ হয়ে গেছে নিজেদের বুড়োদের দলে ফেলে দেয়। একদিন এদেরও যে কম বয়েস ছিল আজ আর তা মনে হয় না।

বেলাদির চার বছরের বড় দিদি প্রফেসার ছিলেন। একদিন ফোন করে বেলাদিকে বলে তোর জামাইবাবু আজকাল বড় খিটখিটে হয়ে গেছে কথাই বলা যায় না। কথা বললেই মেজাজ দেখায় কত আর সহ্য করব বল তো? পোস্টএইজ এর অসুখে ভুগছে সবে সত্তর পার করেছে। এটা ওটা লেগেই আছে। কথা বললেই খিঁচিয়ে ওঠে। বেলাদি বলে ওঠে দিদি চিন্তা কোর না। ষাট পেড়োলেই বেশীর ভাগ পুরুষই এক অসুস্থ হোক আর না হোক। বেলাদি বলে তার ছোট মেয়ে তুলিকার মুখে গল্প শুনেছে বিদেশে আমেরিকান পুরুষ মহিলা ভারতীয় মহিলা পুরুষের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম ওরা এনজয় করতে জানে আশিতেও হাসিতে ভরে থাকে, একজন অন্যের পরিপুরক। আবার এও শোনা কথা আমেরিকায় ইন্ডিয়ান আর ভারতের ইন্ডিয়ান সবই এক। বেলাদি ভাবে গেলেই দেখতে পাব।

এবার জুন মাসে যাবে বলে ঠিক করে ফেলল ছোট্ট নাতির স্কুলও ঐ সময় ছুটি থাকবে। চৈত্র মাসের কাঠফাটা রোদে বাইরে তাকানো যায় না। ব্যালকনি থেকে জামাকাপড় তুলতে গিয়ে বেলাদির চোখ যায় বড় রাস্তায় দেখে একটা কুকুর আর একটু কুকুরের গায়ের উপর শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। কত সুখকর নিদ্রা ও স্পর্শকাতর। ওরাও নিজের জনের স্পর্শ বোঝে।

বেলাদি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আর ভাবে বাষট্টিতেও অটুট আটসাট চেহারা। দুই মেয়ে পাশে দাঁড়ালে সবাই বলে তিন বোন বলে মনে হয়। নিজেই হাসতে থাকে ছিপছিপে পাতলা চেহারা যতটা লম্বা চুল ও হাঁটুর তলায় ততটা লম্বা ছিল। একবার তো উৎপলবাবু চুল নিয়ে খাটের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল যাতে বাইরে যেতে না পারে। আজ ভাবলেও হাসি পায় এই উৎপল বাবুই কি সেই উৎপল বাবু। অল্প বয়সে বোধ হয় পাগল পন থাকে। একুশে এসে একুশ বার বিয়ের তারিখ আর একুশবার জন্মদিন পালন হয়েছিল। তারপর আর কবে জন্মদিন আসে কবে বিয়ের তারিখ চলে যায় তা আর উৎপলবাবু জানে না। বেলাদির মনে থাকে কিন্তু মুখে কিছু বলে না। এসব কি আর বলে কয়ে হয়?

বেলাদির ছোট মেয়ে তুলিকাকে জানিয়ে দেয় এবার জুন এর প্রথম সপ্তাহে আমেরিকার নিউজার্সির বাড়ীতে যাচ্ছে। তুলিকা আনন্দে আটখানা। আট বছরে আঠারবার বলেও মাকে আনাতে পারেনি। যখনই বলেছে তখনই মা বলেছে তোর বাবাকে একা রেখে যাওয়া যাবে না। কিন্তু এখন দেখছে খেতে দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। তাই দেখতে দেখতে জুন মাস এসে গেল বেলাদি গুছিয়ে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়ল। শিখার মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল তার একমাত্র সঙ্গী বন্ধু দিদি, বেলাদি।

বেলাদি সান্ত্বনা দিয়ে বলল দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে যাবে ফিরে এসে অনেক গল্প হবে। এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে আসতেই যেটা চোখে পড়ল এক আমেরিকান ভদ্রমহিলা বাইরে আসতেই আমেরিকান ভদ্রলোক দুহাত জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল তারপর কারোর দিকে না তাকিয়ে হাত ধরাধরি করে চলে গেল। তুলিকা বলল মা চল আমাদের গাড়ী ঐ দিকে। বেলাদি ভাবল একেই বলে স্বাধীন দেশ। ছোট মেয়ের বাড়ী এসে দিনগুলো বেশ ভালই কেটে যাচ্ছে। শনি রবিবার এলে বাইরে বেড়াতে যাওয়া খাওয়া মাঝে মধ্যে পার্টি বেশ সময় কেটে যায় ভাল। তুলিকার বাড়ীটাও বেশ বড়। সামনে লন দোতলায় একটা ব্যালকনি আছে। মাঝে মধ্যেই শিখাকে ফোন করে এখানকার সব কথা জানায় আর উৎপলবাবুর সাথে মামুলী কথা ছাড়া কিছুই বলা হয় না। শরীর ভাল আছে তো? সময় মত খাওয়া দাওয়া কোর। নাতনীর দিকে লক্ষ্য রেখ আর রাধুনী যেন ছুটি না নেয় আমি না যাওয়া পর্যন্ত ব্যাস এইটুকুই কথা শেষ হয়ে যায়। অথচ এই উৎপলবাবুই রেলের বড় অফিসার ছিলেন। বাড়ী এসেই এমন কথা শুরু করতেন যেন থামতেই চায় না। বেলাদি বলতো এবার থাম আমার অনেক কাজ পড়ে আছে রান্না ঘরে যেতে হবে ছেলেকে দুধ খাওয়াবার সময় হয়ে গেছে। কে শোনে কার কথা পিছন ফিরে পোষাক ছাড়তে ছাড়তে সামনে তাকিয়ে উৎপলবাবু দেখল কেউ নেই।

আমেরিকায় তুলিকার বাড়ীর ব্যালকনিটা খুব সুন্দর চারটে চেয়ার পাতা আছে। বেলাদি রোজই সকালবেলা এক কাপ চা নিয়ে ব্যালকনিতে এসে বসে। তখনই চোখে পড়ে মুখোমুখি সামনে লন তারপর রাস্তার ওপারেই তুলিকার বাড়ির মতই সব এক ধাঁচের বাড়ী। সেই মুখোমুখি বাড়ীর ব্যালকনিতে প্রতিদিন সকালে আমেরিকান আশি পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ বৃদ্ধা হাসিমুখে দু-কাপ চা অথবা কফি নিয়ে এসে বসে হাত নেড়ে হায় বলে হাতে হাত রেখে বসে চা, কফি, খায় গল্প করে। আশিতেও তাদের হাসিতে ফাঁকি নেই। চুমু

এরপর ২২ পাতায়

# ভিকে-র সঙ্গে চিনে অমিত, নজর যদিও কুটির শিল্পেই

**নয়াদিল্লি:** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকায় নিজের গাড়িতে মমতাকে নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতেও গিয়েছিলেন মোদী। কেন্দ্র-রাজ্য সৌজন্যের সেই আবহ বজায় রইল বিদেশ প্রতিমন্ত্রী ভিকে সিংহের চিন সফরেও। যখন তাঁর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসেবে গভীর রাতে চিনে গেলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র।

গন্তব্য—চিনের ইউনিয়ন প্রভিন্সের রাজধানী কুনমিং-এ আয়োজিত দশম চিনা-দক্ষিণ এশীয় বিজনেস ফোরাম। সরকারি সূত্রে বলা হচ্ছে, লগ্নির সন্ধানেই ভিকে-র সঙ্গে অমিতবাবুর এই সহ-যাত্রা। ক্ষমতায় এসেই 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন মোদী। অনেকের মতে, নতুন সরকারের একাধিক সংস্কারমুখী প্রয়াসের ফলে ভারতের মাটিতে বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, চিনে এ বারের সম্মেলনে 'ফোকাস দেশ'-এর মর্যাদা পেয়েছে ভারত। আর মোদী সরকারের 'পুবে তাকাও' নীতির কথা মাথায় রেখে 'ফোকাস রাজ্য' হিসেবে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে।

সরকারি সূত্রের বক্তব্য, কেন্দ্রের হাতে হাত মিলিয়ে বিদেশি বিনিয়োগ টানার এই সুযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছেন অমিতবাবু। তবে রাজ্য সরকারের তরফেই বলা হচ্ছে, চিনা সম্মেলন থেকে তারা মূলত পর্যটন শিল্পে ও 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ টানতে আগ্রহী। সে ক্ষেত্রে ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে রাজ্যের দৈন্যদশা এই সফরেও কাটবে কি না, সে বিষয়ে কিন্তু সন্দিহান অনেকেই।

রাজ্য সরকারের যদিও যুক্তি, কুনমিং থেকে মাত্র দু'ঘণ্টার দূরত্বেই রয়েছে (উত্তর ও উত্তর-পূর্ব) ভারতের বিরাট বাজার। এবং এ ক্ষেত্রে কলকাতার গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই কুনমিং-এর গভর্নর কলকাতায় এসে মমতাকে ওই সম্মেলনে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছিলেন বলে সরকারের দাবি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শিল্পমন্ত্রীকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। চলতি সফরে বিনিয়োগ টানতে ইউনিয়ন প্রভিন্সের গভর্নর এইচ ই চেন হাও-এর সঙ্গে একটি বৈঠক ছাড়াও রাজ্যের সম্ভাবনা তুলে ধরতে অন্তত দশটি দেশের প্রতিনিধিদের সামনে বক্তব্য রাখার কথা অমিতবাবুর। প্রতিনিধি দলে রাজ্যের তরফে শিল্পমন্ত্রী ছাড়াও রয়েছেন রাজ্যের ক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্প দফতরের সচিব রাজেশ সিংহ। সরকারের ব্যাখ্যা, মূলত রাজ্যের চারটি ক্ষেত্রকে দশ দেশের বিনিয়োগকারীদের সামনে তুলে ধরার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল—পর্যটন, শিল্প পরিকাঠামো, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, ক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্প।

এখানেই অনেকের প্রশ্ন, ভারী শিল্পকে আদৌ কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য? তাঁদের বক্তব্য, মমতা সরকারের গত চার বছরে যতটা করে শিল্প সম্মেলন বা বিদেশ সফরেও যে বাস্তবের মাটিতে বিনিয়োগ আসেনি, তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। বিরোধীদের যুক্তি, স্বচ্ছ জমি নীতির অভাব, আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা, বেহাল লগ্নি হয়েছে বা হতে চলেছে। যদিও সে হিসেব নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে বিরোধীদের। 'সৌহার্দ্যে'র চিন সফর সেই অসন্তোষ কাটায় কি না, সেটাই দেখার।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা

# মধুসূদনদাদা

২২ পাতার পর

দেয়নি যে কিসে ভাজবো, কতটা ভাজবো, কিরকম রস হবে, নাটস মানে চীনে বাদাম নয়। ধরেই নিয়েছিলো যে এগুলো তো সাধারণ বুদ্ধি সুতরাং আমি নিশ্চয়ই জানি। তখন যদি কেউ রান্নার পরীক্ষা নিত তাহলে আমার ফেল করা কেউ আটকাতে পারত না।

এসব আমাদের যৌথ জীবনের প্রথম দিকের কথা। এর মাঝে অনেক বছর কেটে গেছে। বহুজন বিভিন্নভাবে আমাদের এই উঁচু-নিচু পথে পথ চলায় হোঁচট খেলে সামাল সামাল বলে সামলে দিয়েছে। বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সঠিক পথ খুঁজে নিতে। আজ কিছু মানুষ মিলে মধুসূদনদাদার নকল করে একটা যন্ত্রমানব তৈরি করেছে। কারণ আমাদের ধৈর্য কমে গেছে, আকুতিও নেই। আমরা অনেকেই 'দু পয়সায় বাজি মাতে' বিশ্বাসী। আমিও তার ব্যতিক্রম নয়। মাঝে মাঝে আমিও এই যান্ত্রিক গোপাল দাদার শরণাপন্ন হই এবং সে সঠিক পথ বলে দেয়। তবে মনে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, যার উত্তর আমি জানিনা, সেই কৃত্রিম মধুসূদন দাদা কি সব সমাধানের পথ বলে দিতে পারবে?

গত বছর এপ্রিল মাসে আমরা তুরস্কতে একটা কনফারেন্সে গেছিলাম, তার সঙ্গে আর চারদিনের ছুটি নিয়েছিলাম একটু চারপাশে ঘুরে দেখার জন্য। প্রথম চারদিন ইস্তাম্বুলে ছিলাম। এতো সুন্দর শহর আর কতো কিছু দেখার আছে। দেখার নেশায় বুঁদ হয়ে, সুলতান আহমেদ ব্লু মস্ক, হাগিয়া সোফিয়া, টোপকাপি প্যালেস, গোলডেন হর্ন ইত্যাদি সব স্বপ্নের মত দেখার জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর রূপকথার গল্পের মত সব বিবরণ শুনছি। কোথ দিয়ে যে ৪ দিন ইস্তাম্বুলে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল স্পিনিং দরবেশের নাচ দেখার, অবশেষে আমাদের গাইড ঠিক করল যে রাত ৯ টার সময় আমরা নাচ দেখতে যাব, কিন্তু ঝামেলা হল পরের দিনই ভোর চারটের সময় আমাদের বেরোতে হবে এয়ারপোর্টে যাবার জন্য। কিন্তু রোজ তো আর তুরস্কতে আসছি না তাই এ সুযোগ ছাড়তে চাইলাম না। বিকেলে আধ ঘণ্টার জন্য হোটেলে ফিরে সব কিছু গুছিয়ে রাখলাম। পরের দিন কি পরে যাব সেটা পর্যন্ত রেডি করে রাখলাম। যেহেতু কনফারেন্সে এসেছি সুতরাং জামাকাপড় একটু বেশীই আনতে হয়েছে। প্লেনের টিকিট গুলো চেক করে, মোটামুটি দুটো সুটকেস রেডি করে লক করে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম স্পিনিং দরবেশের নাচ দেখতে। সত্যিই না দেখলে আফসোস থেকে যেত। ওখানেই ডিনার সারলাম, হোটেলে ফিরলাম রাত সাড়ে বারোটায়। ঘণ্টা তিনেক ঘুম দিয়েই ছুটতে হবে। হোটেলে রুমে ঢুকে দাঁত ব্রাস করতে গিয়ে টুথপেস্ট, ব্রাস কিছুই খুঁজে পেলাম না, এমন কি রাতের জামাও। বুঝলাম যে হুড়োহুড়িতে সুটকেসে ঢুকিয়ে দিয়েছি, সুটকেস খুললেই পাব। কিন্তু পাব কি করে দুটো সুটকেসই লক আর তার চাবি আমাদের দুজনের কারো কাছে নেই। সুটকেসের মধ্যেই আমাদের প্লেনের টিকিট। তখন আমাদের অবস্থা সেই গল্পের বালক 'জটিলের' মতো, এই বিদেশ বিভূঁয়ে কে আমাদের ডাকে সাড়া দেবে। হোটের ফ্রন্ট ডেস্কে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কোন লক-স্মিথ কে ডাকতে পারে কিনা। ওরা বলল কাল সকাল ১০ টার পর কিছু ব্যবস্থা করা যেতে পারে, আজ কিছু হবে না। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, ঘুম তো মাথায় উঠেছে। ঘড়িতে দুটো বাজলো। মনে মনে মধুসূদনদাদা কে ডেকে যাচ্ছি। হঠাৎ রাহুলের খেয়াল হলো যে কাউন্টারের ছেলেটার কাছে একটা কমপিউটার আছে না? চল একবার ওকে রিকোয়েস্ট করি ও যদি ৫ মিনিটের জন্যে ওটা আমাদের ব্যবহার করতে দেয়। ছেলেটি বিনা দ্বিধায় আমাদের ওর কমপিউটার টা ব্যবহার করতে দিল। আর গুগলদাদা সুন্দর স্টেপ বাই স্টেপ বলে গেল কি করে খুলতে হবে। যেমন বলা তেমন কাজ, সিঁদ কেটে চুরিকরার মতো সুন্দর সুটকেস খুলে গেল। যা ভেবেছি ঠিক তাই, চাবি শুদ্ধ সব কিছু সুটকেসের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় বিরাজমান। রাহুল ছুটে গিয়ে ফ্রন্টডেস্কের ছেলেটিকে কিছু বকশিস দিয়ে এলো। সেও বেশ অবাক, কি হোল কিছু বুঝতে পারলো না।

আমরা তো এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম, কিন্তু এরপর থেকে কোথাও গেলে তো সুটকেস হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে। তালাবন্ধ সুটকেস খোলাই যাদের রোজগারের পথ তারাও তো এই একই গুগলদাদার শরনাপন্ন হবে এবং দাদা তাদের হাত ধরে পথ দেখিয়ে দেবে। এটাই স্বাভাবিক, কারণ গুগলদাদা তো জানে না যে কে সাধু আর কে চোর। এইখানেতেই আমার মধুসূদনদাদার কৃতিত্ব। তিনি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করতেন, তাই তাঁর সফটওয়ারে সাধু আর অসাধুর তফাতটা ধরা পড়ে যায়। আর আমিও হাতের পাঁচ গুগলদাদা কাছে থাকতেও, মধুসূদনদাদাকে কখনও হাত ছাড়া করিনা কথামৃতের 'জটিলের' মতো।

# স্পর্শ

২১ পাতার পর

খেয়ে তারা ঘরে চলে যায়। বেলাদিও ঘরে গিয়ে নিজের কাজে মন দেয়। একদিন তুলিকাকে বলে আচ্ছা এখানকার আমেরিকান স্বামী স্ত্রী কি ইন্ডিয়ান স্বামী স্ত্রীর থেকে আলাদা হয়? তুলিকা বলল অফকোর্স। অনেকটাই আলাদা কারণ এখানে দুজনেই স্বাধীন থাকে। কেউ কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু ইন্ডিয়ান স্বামী স্ত্রীর মাঝে ব্যাবধান রয়েই যায়। কারণ সে তুমি যত বড়ই চাকুরি কর সংসার কর উচ্চস্থান স্বামীকেই দিতে হবে। ঘাটের পরে কমপ্রামাইজ করে চলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। দায়বদ্ধতা মনে করে চিকিৎসা করায় দেখভাল করে সবই নিয়মানুবর্তিতা। দেখতে দেখতে বেলাদির তিন মাস সময়ে কেটে গেল উৎপল বাবুকে ফোন করে বলল আমি ফিরে আসছি তুমি এয়ারপোর্টে এস। কলকাতায় ফিরে বেলাদি শিখার কাছে সমস্ত গল্প করে।

আমেরিকান বুড়ো বুড়ির গল্প চুমু খাওয়ার গল্প কোন কিছুই বাদ দেয় না। শিখা বলে ওঠে আমরা কেন ঐ ভাবে চলতে পারি না। বেলাদি বলে উঠল এটা ইন্ডিয়া আমরা এখনও স্বাধীনচেতা হয়ে উঠতে পারিনি। আমাদের সব কিছুতেই বিবেক বাধা দেয় আর লোক লজ্জার ভয়। এখন থেকে দশ জেনারেশন এর পর ফরচ্ছ আমেরিকা হয়ে যাবে। অতদিনও হয়তো লাগবে না। দশটা বাজে শিখা ঘরে চলে যায়। বেলাদিও দেরী না করে উৎপলবাবুর গায়ের কাছে গিয়ে বসল। উৎপলবাবু হঠাৎ বলে উঠল আমেরিকা থেকে ঘুরে এসে দেখছি তুমি বেশ সুন্দরী হয়েছ। বেলাদি বলল তবু ভাল যে আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছ। উৎপলবাবু উত্তর না দিয়ে শুতে চলে গেল। বেলাদি নিজের টুকিটাকি কাজ সেরে নিজের ঘরে না ঢুকে উৎপলবাবুর খাটে বিছানায় গিয়ে উৎপলবাবুর পিঠে মুখ গুজে শুয়ে পড়ল। উৎপলবাবু বেলাদির হাতটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিল। বেলাদি বহুদিন পর আবার পুরোনো স্পর্শ অনুভব করল। সব অভিমান গলে জল হয়ে গেল।

Those who have Medicaid or any sort of public assistance will get free Air conditioner and about $ 500 cash assistance for paying off gas and electric bills Contact : HOPE USA. A non -profit organization.
Partha 718 727 5762
Phillip 3475487937.

# ঘুমন্ত দার্জিলিংয়ে ধসে মৃত ৩৬

প্রথম পাতার পর

কয়েক জন নিখোঁজ। উদ্ধারের কাজ চলছে।'

নেপালে ভূমিকম্পের পরে আশঙ্কা ছিল, বর্ষার শুরুতেই ধস নামতে পারে দার্জিলিংয়ে। কারণ ভূমিকম্পের জেরে আলগা হয়ে পড়ছে পাহাড়ের মাটি ও পাথর। যদি ভারী বর্ষণ হয়, তা হলে ধস অবশ্যম্ভাবী। সেটাই হয়েছে ৩০ জুন রাতে। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে গ্যাংটকে বৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৬৮ মিলিলিটার, ক্যালেয়ে ২২২ মিলিমিটার, সেবকে ২২০ লিলিমিটার। এই বিপুল পরিমাণ বৃষ্টির জেরেই জলের তোড়ে পাহাড়ের মাটি আলগা হয়ে গিয়েছে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। গ্যাংটক আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক গোপীনাথ রাহা বলেছেন, 'পাহাড়ে ৬৮ মিলিমিটার বৃষ্টি মানে বিশাল ব্যাপার। গোটা সিকিমেই ৩০শে জুন রাতে এ-রকম বৃষ্টি হয়েছে।' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিভাগের প্রধান সুবীর সরকারও বলেছেন, 'নেপালের ভূমিকম্প একটা কারণ হলেও বৃষ্টি তাতে সংঘাতিক ইন্ধন জুগিয়েছে।'

বর্ষায় পাহাড়ে ধস নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই ধসের চরিত্র আলাদা। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং—সব জায়গাতেই মৃত্যুদূতের মতো হুড়মুড়িয়ে ধস নেমেছে। প্রবল বৃষ্টিতে ঠান্ডা হাওয়া বইছিল। অনেকেই লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমের ঘোরেই পাথর এসে পড়েছে ঘরের মাথায়। মিরিকের টিংলিং বস্তিতে চারটি পরিবারের ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধসে চাপা পড়ে রয়েছেন আরও অনেকেই। পাহাড়ের খাদে এখন মৃত্যুর ছায়া। পুলিশ সুপার ২৯ জনের দেহ উদ্ধারের কথা বললেও জিটিএ-র হিসেবে মৃতের সংখ্যা ৩৬।

বিপর্যয়ের খবরে কেঁপে উঠছে গোটা দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। জিটিএর পক্ষ থেকেও মৃতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মুর্শিদাবাদে। সকালে বিপর্যয়ের খবর পেয়েই তিনি মিরিকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি মিরিকে যাবেন বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী কিরণ রিজিজু এবং দার্জিলিঙের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসকিউ ফোর্স পাঠানোর সিদ্ধান্তও হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও বিপর্যয় মোকাবিলায় পাহাড়ে পাঠানো হচ্ছে অতিরিক্ত কর্মী। কেননা, ধসের জেরে রাত থেকেই গোটা দার্জিলিং জেলাই কার্যত অবরুদ্ধ। রোহিণী হয়ে দার্জিলিঙে যাওয়ার পথে কার্শিয়াঙের তিন জায়গায় ধস নামায় কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ শিলিগুড়ি-দার্জিলিং সড়ক খুলে গেলেও স্থানীয় একটি ঝর্নার জলের তোড়ে সেতু উড়ে যাওয়ায় শিলিগুড়ি থেকে মিরিক ও পাঙ্খাবাড়ি সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে গিয়েছে গোরুবাথান হয়ে লাভা ও কালিম্পঙে যাওয়ার রাস্তা। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের শেতিখোলায় রাস্তা আগে থেকেই বন্ধ হয়েছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগের। বিপর্যয় নিয়ে নবান্নে দফায় দফায় বৈঠক হয়। পূর্ত সচিব ইন্দিবর পাণ্ডে তাঁর দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের এসএমএস করে জানিয়েছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তাঘাট স্বাভাবিক করে তুলতে হবে।

জিটিএ-র এগজিকিউটিভ সদস্য বিনয় তামাং বলেছেন, 'ভয়াবহ বিপর্যয়। এখনও পর্যন্ত ৩৬ জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। নিখোঁজ অন্তত ১২ জন। তবে এটা একেবারেই প্রাথমিক হিসাব। এখনও পাহাড়ের বহু এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা অবগত নই। সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর পাইনি। ফলে মৃত এবং নিখোঁজের সংখ্যা বাড়তে পারে।' সকালে বিপর্যয়ের খবর পেয়েই মিরিকে ছুটে যান জিটিএ চিফ বিমল গুরুং। দার্জিলিঙের জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তবও পৌঁছে যান। স্থানীয় সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানরা অবশ্য তার আগেই মৃতদেহ উদ্ধারে নেমে পড়েন। পরে দার্জিলিং থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা সেখানে যান। হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের আধিকারিকদেরও সেখানে পাঠানো হয়। ধসে বাড়িঘর ভেঙে পড়ায় নিরাশ্রয় পরিবারগুলিকে সরকারি স্কুলে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে।

এত মানুষের মৃত্যুর জেরে এ দিন সকাল থেকেই নানা মহলে শুরু হয়েছে কারণ অনুসন্ধান। গত ২৫ এপ্রিল নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্পের জেরে কেঁপে ওঠে গোটা দার্জিলিং। তখনই বর্ষায় দার্জিলিঙে ধসের ব্যাপারে নানা মহল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। সকালে কলকাতা থেকে কালিম্পঙে ফেরার পথে স্থানীয় বিধায়ক হরকাবাহাদুর ছেত্রীও ভূমিকম্পকেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, 'অতীতে কখনও পাহাড়ে ধসে এত মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। এর কারণ সাম্প্রতিক ভূমিকম্পই।' আবহাওয়াবিদদের মতে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চারের জেরেই এত বৃষ্টিপাত। গ্যাংটকের কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দিনভর পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত ছিল। বঙ্গোপসাগর থেকে সামনে ঢুকছিল গরম জলীয় বাষ্প। অন্য দিকে, হিমালয়ের উত্তরে ছিল পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। এ-সবের মিলিত প্রতিক্রিয়ায় বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চার হয় দার্জিলিং ও সিকিমের উপরে। প্রবল বৃষ্টিপাতে পাহাড়ের সমস্ত নদী ফুলে উঠতে থাকায় এনএইচপিসি সমস্ত ব্যারাজ থেকে জল ছাড়তে শুরু করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে জল ছাড়া হয় তিস্তা ব্যারাজ থেকেও। তাতে প্লাবিত হয় তিস্তা নদী লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকা। আগামী ৩-৪ দিন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বর্ষণ চলবে। মৌসুমী অক্ষরেখার দ্বিতীয় একটি শাখার জোরালো অবস্থান রয়েছে উত্তরবঙ্গের উপর। তার জেরেই বৃষ্টি থামার কোনও সম্ভাবনা নেই।

কেবল ধসই নয়, ৩০শে জুন রাত থেকে পাহাড়ের বাসিন্দাদের ভুগতে হচ্ছে লোডশেডিংয়েও। বৃষ্টি নামার আগে থেকেই গোটা পাহাড় জুড়ে লোডশেডিং শুরু হয়। বৃষ্টি যখন শুরু হয়, অধিকাংশ বাসিন্দাই ঘরে লেপ মুড়ি দিয়েছিলেন। সৌরেনির জিটিএ সভাসদ অরুণ সিঙ্গি বলেছেন, 'রাতভর পাহাড় জুড়ে এমন ভয়ঙ্কর বিপর্যয় হয়ে গেল, আমরা কিছুই টের পাইনি। জলের তোড়ে কোথাও গোটা গ্রাম ধসে গিয়ে পড়েছে কয়েকশো ফুট নীচের খাদে। কোথাও বাড়িঘরের উপরে পাহাড় ভেঙে পড়েছে।' কালিম্পঙের বিধায়ক বলেছেন, 'সর্বত্র ধসের জন্য রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বহু প্রত্যন্ত এলাকায় প্রশাসন পৌঁছতেই পারেনি। রাতে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি দার্জিলিঙের বিষয় খোঁজখবর নিয়েছেন। শুনেছি একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও আসছেন। তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। আমি বিপর্যয়ের মধ্যে রাজনীতি টানতে চাই না।'

# মিলের ঝিলমিল

## পরম বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার মিল দাও নতুন এক ধরনে,
চলবে না স্মরণে বা চরণে বা মরণে।
গতকাল সকালেতে এসেছিল রাম-দা,
মালকোঁচা মারা আর হাতে নিয়ে রামদা।
বললে সে, 'বললে তো করবি না বিশ্বাস,
আজ ভোরে শুনলুম গোখরোর বিষ শ্বাস'।
তারপর কিছুক্ষণ দেখি ভেবেচিন্তে,
সাপটা গোখরো কিনা পারিনিকো চিনতে।
নাপিতকে ডেকেছিল ও পাড়ার কেষ্টা,
বলে চুল কেটো নাকো কেটে দাও কেশটা।
ঘরের কোণেতে দেখো মাকড়ের জাল বোনা,
তার ভয়ে সন্ধ্যায় হ্যারিকেন জ্বালবো না?
সামান্য সর্দিতে ডেকেছিল ডাক্তার,
রামধন হোমিয়ো—খুব নামডাক তার।
আমি বলি কল্ দাও যদুপতি ভড়-কে,
তাই শুনে কেষ্টা গেল খুব ভড়কে।
তবু তাকে কল্ দিল, হাজার হোক জানো তো,
কি ওষুধে ভাল হয় কেষ্টা কি জানত!
ডাক্তার আসতেই ডাকল সে চাকরে
বললে সে এক কাপ নিয়ে আয় চা করে।
চাকরের নাম ছিল হলধর পাত্র,
কাপেতে না এনে আনে ঘটি ভরা পাত্র।
অসুস্থ শুনে এল তার ছোটি ভায়ে,
চকোলেট ছ'টা দিয়ে তোর ভাগ নে।
শ্যাওড়া গাছেতে ছিল শাঁকচুন্নি,
মাঝ রাতে বলে পানে কয়ের আর চুন নিই।
পাকা চুল তুলব রে নিয়ে আয় সন্না,
আরে এটা পাকা চুল—এ কিন্তু শুন না।
সন্না তো খুব ছোট মোটেই বড় যন্ত্র না,
তাতেও বুঝলি নাকো, এ তো মহা যন্ত্রণা!
আরে আরে, এসো এসো, বলরাম চন্দ না!
তোমার এক ছোট বোন—নাম তার চন্দনা।
ঘরের ছবিতে দেখি বিবেকানন্দ নেই,
তাই বুঝি তোর মনে কোনও আনন্দ নেই?
যতদূর জানি আমি শ্রী রাজেশ খান্না
পান বিড়ি সিগারেট কোনও কিছু খান না।

# ভালবাসি

## দিলীপ চক্রবর্তী

সকালের কুসুম কুসুম রোদে ভেজা সুখ
তোমার হৃদয়ের উপছে উঠা সুখ
দেখতে ভালবাসি।
আর দেখতে ভালবাসি সদ্যস্নাত এলো
চুলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা তোমার
কাজল কালো চোখ।
দেখতে ভালবাসি গভীর কালো মেঘের
আড়ালে রঙীন আবিরে লুকিয়ে থাকা
তোমার লাজুক লাজুক মুখ।
ভালবাসি তোমার উষ্ণ হৃদয়ের উত্তাপ
আর তোমার কোমল স্পর্শের সুখ।
আর ভালবাসি রক্তরাঙা ফুলের সুগন্ধ
আর সৌন্দর্য, আর ভালবেসে পেতে
চাই আমার স্বপ্নের সুখের আধার যা
অধরা রয়ে গেছে আজও।
আর ভালবাসি তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে,
মনে হয় তোমাকে নিয়ে উড়ে যাই নীল
দিগন্তে যেখানে থাকব শুধু তুমি আর আমি,
আর গভীর সমুদ্রে ডুবে থাকা ঝিনুকের মধ্যে
লুকিয়ে থাকা মুক্তোর মতো আনন্দে লুকিয়ে
থাকা আমাদের সরল ও পবিত্র ভালবাসা।
আর ভালবাসি স্বপ্ন দেখতে তোমাকে নিয়ে
তা যতই স্বপ্ন হোক না কেন—তবুও তো
তুমি আছ সাথে, আর সাথে আছে আমাদের
মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা কূলে আছড়ে
পড়া ভালবাসার উত্তাল ঢেউ, আর আছি
শুধু তুমি আর আমি।

# Horroscope

১৮ পাতার পর

prove that point, a baby in the place was crying her heart out as the place was ascending.

As the place leveled off, I stared feeling awful, nauseous due to the thin air we were travelling through. At one point of time, through the hole of broken clouds I noticed, a train was going on its tracks over the ground below, slowly like a giant worm, towards Calcutta. I regretted, I did not take that ride. I confess. It was my own damn idea to take this place-ride. I was feeling worse and worse.

Near Calcutta Airport (Dum-Dum), as the place started a quick descent towards the runway, I could not hold my nice breakfast in tummy anymore. The Sikh gentlemen very kindly save my civility quickly by producing a 'comfort bag' from the back-pocket of the chair backrest in front of me. At the airport I thanked him and bade goodbye to each other. As I got into a taxi for ride to home, the driver asked,–"Where to", in Bengali, I said, "Please take me to the neighborhood of the pond, Hedua". He knew the area very well, and drove me vial V.I.P. Rd, Vivekananda Rd, Beadon street to my house near that pond. Getting home, I said to myself–"Thank God, my fateful destinies (place ride and Bidesh Jatra) were over, once for all." Or was it?

বিদেশ গমনং দুঃখ, শুক্রস্যাস্তগতে ধ্রুবং (কেতু)

# বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

# CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

**MEMBERSHIP FORM**

Name: _____
Spouse's Name: _____
Address: _____
City: _____ State: ____ ZIP _____
Phone #: _____ E-mail: _____

**Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): S ____**

**Signature : _____ Date: _____**

**Membership Fee:**

**[ ] USS 25.00 (USA _ Annual)**
**[ ] USS 250.00 (USA – Life)**
**[ ] USS 35.00 (Canada – Annual)**
**[ ] USS350.00(Canada – Life)**

**PLEASE CHEK ONE:**

**NEW MEMBER:** ☐
**RENEWAL:** ☐

**MAIL TO: RANADEB SARKAR**
**346 YALE ROAD**
**GARDEN CITY, NY 11530**

We are consolidators for Singapore, Qatar, China, Air Canada, PAL, Jet Airways, Air India, Singapore, Korean, Royal Jordanian, Asiana. Our New partner Gulf Airlines Preferred rates on Emirates, Northwest, Lufthansa.

**Come see our new office**
**12375 Bissonnet St Suite # B Houston, TX 77099-1273**
**Tel: 888-811-5377; 281- 530-3000 Fax: 281-530-3798**
**Email: camdentravel@aol.com**

Alliance invited for Bengali Brahmin Boy, 25 Yrs/5'8''. Masters in Elec. & Compt. Eng. from elite US Univ. Working in MNC in USA. Only son of parents working and living in US. Girl studying / working in USA. Contact: roypa404@gmail.com

**FLAT FOR SALE IN BHOWANIPUR, KOLKATA**

**1000 sq. ft. FURNISHED FLAT ON 1ST FLOOR**

GROUND FLOOR GARAGE, 3 BED ROOMS, ONE ATTACHED BATH (SHOWER DOOR) WITH BEDROOM, 2ND BATH ATTACHED WITH LIVING ROOM.
MODULAR KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOP, MARBLE FLOORS, GLASS SLIDING DOOR, LR AND DINING HALL ARE ATTACHED.
3 AIR CONDITIONERS, ONE IN BED ROOM, TWO IN LIVING ROOM.

**ALL FOR ONLY 60 LAKHS**

PLEASE CONTACT –
UTTAM BARMAN PHONE NO – 98367-36458 (INDIA)
MANJU CHATTERJEE – 815-353-0087 (USA) ; EMAIL: mchatt@gmail.com